পূর্ববর্তী জরিপ প্রতিবেদন

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পটুয়াখালী জেলায় পরিচালিত জরিপের প্রতিবেদন

মে ২০২০

প্রতিবেদক

এ কে এম সাইফুর রহমান
মো: গোলাম ফেরদৌস
মুহাম্মদ ফজলুল করিম
উর্মিলা হাসনাত
মো: রিপন মিয়া

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জরিপ দলের সদস্যবৃন্দ

আফরোজা খান মিতা, আঞ্চলিক পরিচালক	তত্ত্বাবধায়ক ও সার্বিক নির্দেশনা
এ কে এম সাইফুর রহমান, সহকারী পরিচালক	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মো: গোলাম ফেরদৌস, কাস্টোডিয়ান,	জরিপ দলের সদস্য
মুহাম্মদ ফজলুল করিম	জরিপ দলের সদস্য
উর্মিলা হাসনাত	জরিপ দলের সদস্য
মো: জাহান্দার আলী, ড্রাফট্সম্যান	জরিপ দলের সদস্য
চাইথোয়াই মার্মা	জরিপ দলের সদস্য
মো: রিপন মিয়া	জরিপ দলের সদস্য

মুখবন্ধ

পূর্ববর্তী জরিপ তথ্যাদির ডকুমেন্টেশনের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত পটুয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলার জরিপ কার্যক্রমে নথিভুক্তকৃত ৮৩টি প্রত্নস্থানের জরিপ তথ্যাদির ডকুমেন্টেশন সম্পাদন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জরিপ কার্যক্রম শেষে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছিল। বর্তমান প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্য, আলোকচিত্র, ভূমি নকশা ইত্যাদি সংযোজন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। পটুয়াখালী জেলার জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রত্নমনস্ক জাতির জানার আগ্রহকে বিন্দুমাত্র পূরণ করতে সমর্থ হলে আমাদের এ প্রয়াস সফল হবে।

আফরোজা খান মিতা
আঞ্চলিক পরিচালক

ভূমিকা:

বর্তমান পটুয়াখালী জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। তার আগ পর্যন্ত এ অঞ্চল বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে কারণে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে পটুয়াখালী জেলার পূর্ব ইতিহাস বাকেরগঞ্জে জেলার ইতিহাসের সাথে একত্রীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যে প্রাচীন বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগার ও তেরো শতকের তাম্রলিপিতে চন্দ্রদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে চতুর্দশ শতকে রাজা দনুজমর্দন দেব চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল। মোগল আমলে বাকলা সুবে বাংলার সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। আইন-ই-আকবরীতে সরকার বাকলার কথা উল্লেখ রয়েছে। এসকল তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সুলতানী আমল থেকে সম্ভবত পটুয়াখালী জেলায় মানব বসতি গড়ে ওঠে।

এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পটুয়াখালী পটুয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্য পরিচালনা করে। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজের ফলে সর্বমোট ৮৩টি প্রত্নস্থান নথিভুক্ত করা হয়। নথিভুক্তকৃত প্রত্নস্থানের মধ্যে ৬টি প্রত্নস্থান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত। এখানে প্রাপ্ত স্থাপনাসমূহ সুলতানী, মোগল ও ঔপনিবেশিক যুগের মসজিদ ও সেক্যুলার স্থাপনা বলে প্রতীয়মান হয়।

জরিপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- অনুসন্ধান ও জরিপের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার পুরাকীর্তিসমূহের বিস্তারিত তথ্যের আলোকে ডাটাবেজ তৈরির উদ্দেশ্যে সেগুলোর অবস্থান (ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক), ভূমি ব্যবস্থাপনা, বাহ্যিক বর্ণনা (যেমন- স্থাপত্য-কাঠামো বা প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি বা প্রাচীন জলাশয় হয়ে থাকলে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ বা গুরূত্বপূর্ণ বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা), প্রত্নস্থানের ভূ-অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, আলোকচিত্র গ্রহণ, ভূমি নকশা অঙ্কন, ইলাভেশন ড্রইং, সাইট প্ল্যান প্রভৃতি তথ্যাদি সংগ্রহ ও নিবন্ধিকরণ ।
- পুরাকীর্তিসমূহের বর্তমান সংরক্ষণ অবস্থা ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
- সংরক্ষিত পুরাকীর্তিসমূহের ভূমি-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা।
- সংরক্ষিত পুরাকীর্তিসমূহের রক্ষনাবেক্ষনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।
- পুরাকীর্তিসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা।

নিম্নে নথিভুক্তকৃত এসকল তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্নস্থানসমূহের বিবরণ

৮৩টি নথিভুক্ত প্রত্নস্থানের মধ্যে মসজিদ রয়েছে ৩৪টি যার মধ্যে মোগল পরবর্তী যুগের স্থাপনা বেশি। এছাড়া ৩২টি জমিদার বাড়ি, কাছারিবাড়ি ও অন্যান্য আবাসিক স্থাপনা রয়েছে। আবাসিক বা সেক্যুলার স্থাপনাগুলো ঔপনিবেশিক পর্বের বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ১২টি হিন্দু মন্দির, মঠ রয়েছে।

উপজেলার নাম	প্রত্নস্থানের সংখ্যা	মসজিদ, মাজার, কবরস্থান	হিন্দু মন্দির, মঠ	বৌদ্ধ মন্দির ও স্থাপনা	অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনা	স্থাপত্যিক ঢিবি	বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতি বিজরিত ভবন	অন্যান্য সেক্যুলার স্থাপনা (জমিদার বাড়ি, কাচারীবাড়ি ইত্যাদি)	বিবিধ
সদর	১৪	৫	-	-	-	-	-	৮	১
বাউফল	২০	৬	৩	-	-	-	১	১০	-
দশমিনা	১১	৬	-	-	-	১	-	৪	-
দুমকি	৭	৩	২	-	-	-	-	২	-
মির্জাগঞ্জ	১২	৭	২	-	-	-	-	৩	-
গলাচিপা	১৫	৫	৫	-	-	-	-	৪	১
রাঙাবালি	৪	২	-	-	-	-	-	১	১
সর্বমোট	৮৩	৩৪	১২	-	-	১	১	৩২	৩

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	পটুয়াখালী সদরে পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	**মানচিত্র ১: পটুয়াখালী সদরের প্রশাসনিক মানচিত্র**
১.	**বদরপুর মৃধাবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ** গ্রাম: বদরপুর, ইউনিয়ন: ২নং বদরপুরপে	
২.	**কালে খাঁ জুলেখার পুরাতন জমিদার বাড়ী** গ্রাম: শ্রীরামপুর, মৌজা: কালিকাপুর, ইউনিয়ন: লাইকাঠি	
৩.	**শ্রীরামপুর আন্দার কোটা জমিদার মিঞাবাড়ী** গ্রাম: শ্রীরামপুর, মৌজা: কালিকাপুর, ইউনিয়ন: লাইকাঠি	
৪.	**রাজেশ্বর রায় চৌধুরী অফিস রাড়ী।** গ্রাম: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, ইউনিয়ন: পৌরসভা	
৫.	**লোহালিয়া মিঞা জমিদার বাড়ী (১)** অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ লোহালিয়া, মৌজা: লোহালিয়া, ইউনিয়ন: লোহালিয়া	
৬.	**লোহালিয়া মিঞা জমিদার বাড়ি (২)** অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ লোহালিয়া, মৌজা: লোহালিয়া, ইউনিয়ন: লোহালিয়া	
৭.	**জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাসের বসতবাড়ি দালান** অবস্থান: গ্রাম: কাছিছিড়া, মৌজা: কাছিছিড়া, ইউনিয়ন: ৩ নং ইট বাড়িয়া	
৮.	**কাছিছিড়া বিশ্বাস বাড়ি পুরাতন বৈঠকখানা** অবস্থান: গ্রাম: কাছিছিড়া, মৌজা: কাছিছিড়া, ইউনিয়ন: ৩ নং ইটবাড়িয়া	
৯.	**বিঘাই মিয়া (জমিদার) বাড়ি** অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ বিঘাই, ইউনিয়ন: বড় বিঘাই	
১০.	**শ্রীরামপুর মসজিদ** গ্রাম- শ্রীরামপুর	
১১.	**দোচালা সমাধিসৌধ** গ্রাম- শ্রীরামপুর	
১২.	**প্রাচীন সেতু** গ্রাম- শ্রীরামপুর	
১৩.	**কাছিছিড়া মসজিদ** গ্রাম-কাছিছিড়া	
১৪.	**উত্তর ধরান্দি মসজিদ (শিকদার বাড়ি মসজিদ)** গ্রাম-উত্তর ধরান্দি	

বদরপুর মৃধাবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: বদরপুর, মৌজা: বদরপুর, জে.এল. নং: ১৮, দাগ নং: ৩১১, খতিয়ান নং: ১৫০,২৪৯, ইউনিয়ন: ২নং বদরপুর, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৩৭২৬° অক্ষাংশ, ০৯০.৩৪০৮৪° দ্রাঘিমাংশ।

মৌকরণ বাজার থেকে পশ্চিমে ১ কি:মি: দূরত্বে এই প্রত্নস্থাপনার অবস্থান। স্থানীয়ভাবে উত্তর বদরপুর মৃধাবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের নামে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ড করা রয়েছে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মসজিদ কমিটি রয়েছে। প্রত্নস্থান (মসজিদ) থেকে আনুমানিক ৭০০'-০" দূরত্বে কচাবুনিয়া নদী অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে স্থাপনা সংলগ্ন পুকুর। এর আশে পাশে অন্য কোন প্রত্নস্থান নেই। মসজিদটিতে জুম্মার নামাজ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রতিদিন আদায় হচ্ছে।

এ পুরাতন মসজিদটি কে বা কাহারা নির্মাণ করেছেন তার সঠিক তথ্য কেউ বলতে পারছেন না। কেউ কেউ বলেন জনশ্রুতি আছে গাজি কালু নামক একজন সাধক আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে কোন এক সময় এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। নির্মাণের সময়কাল কেউ বলতে না পারলেও পাতলা ইট, চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত মসজিদ মোঘল সময়ে নির্মিত বলেই ধারনা করা যায়। স্থানীয় অনেকেই মসজিদটির উপরে একটি গম্বুজ এবং চারকোণে অষ্টভুজাকৃতির ৪টি কর্ণার টারেট ছিল। কর্ণার টারেটের উপর চারটি ছোট আকৃতির গম্বুজ ছিল। কর্ণার টারেটের গম্বুজ গুলো এখন ধ্বংস প্রাপ্ত।

মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ১৬'-১১" ও প্রস্থ- ১৬'-১১"। এর দেয়ালের পুরত্ব- ৩৬"। এখানে দুই পরিমাপের ইট পাওয়া যায়। ইটের পরিমাপ- ৬"×৫"×১.৫" ও ৭"×৬"×১.৫"। মসজিদটির পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে মোট ৩টি দরজা। পশ্চিম দেয়ালে মেহরাব। বর্তমানে মেহরাবটি ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে নতুন ভাবে বর্ধিত আকারে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে দরজার উপরে আয়তাকার খোলা জানালার ন্যায় আনুমানিক ১'-৬" × ১'-০" ফাঁকা আছে এবং দরজার দুই পার্শ্বে দেয়াল গাত্রে আয়তাকার ও বর্গাকার প্যানেল নক্সা । মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে মেহরাবের দুই পার্শ্বে খিলান কুলঙ্গী । দরজা কুলঙ্গী আর্চ আকারে খিলান।

মসজিদটি বর্তমানে বর্হিপার্শ্বে চারদিকের দেয়াল গাত্র ও গম্বুজ ছাদ সিমেন্ট বালির আস্তর দিয়ে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মসজিদের সামনে পূর্ব দিকে মসজিদ সংলগ্ন একত্র করে চারদিকে দেয়াল দিয়ে উপরে টিনের চালা দিয়ে বর্ধিত করে নামাজ আদায় করছেন। বর্তমানে মসজিদটির পুরানত্ব হারিয়ে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

কালে খাঁ জুলেখার পুরাতন জমিদার বাড়ী

অবস্থান: গ্রাম: শ্রীরামপুর, মৌজা: কালিকাপুর, জে.এল.নং: ৩১, দাগ নং: ২৬০,৩০০, খতিয়ান নং:২৮৫, ২৮৬, ইউনিয়ন: লাইকাঠি, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪২২৭৪° অক্ষাংশ,০৯০·৩৭২৫২° দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয়ভাবে কামরুজ্জামান (টিপু) মিঞার বাড়ী নামে পরিচিত। শ্রীরামপুর বাজার থেকে আনুমানিক ১/২ কি:মি: দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। ভূমির বর্তমান মালিক কামরুজ্জামান টিপু মিয়া। প্রত্নস্থান হতে পূর্ব দিকে ৫ কি:মি: দূরত্বে মুরাদিয়া নদী এবং ৭ কি:মি: দূরত্বে দক্ষিণ পূর্ব কোণে লোহালিয়া নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান থেকে আনুমানিক ২০০'-০" দূরত্বে পূর্ব দিকে দিঘী, প্রত্নস্থান সংলগ্ন পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ১ টি করে ২টি পুকুর রয়েছে। জমিদার বাড়িটির সাথে একাধিক স্থাপনা রয়েছে। এখান থেকে আনুমানিক ২০০'-০" দূরত্বে পূর্ব দিকে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং পূর্ব দিকে ৪০০'-০" দূরত্বে একটি জোড়া কবর রয়েছে যেগুলো পূর্বেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। স্থাপনাটি বর্তমানে পরিত্যাক্ত। বাড়ীটির বর্তমান মালিকের তথ্য সূত্রে (বাড়ীটির বেষ্টন প্রাচীরের দৈর্ঘ্য- ১৩৩'-০", প্রস্থ- ৯৮'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ৩০") বাড়িটি নির্মাণ করেন ৬৮৬ বছর পূর্বে হিন্দু জমিদার কালিচরণ মজুমদার, তার স্ত্রীর নাম ছিল জুলেখা মজুমদার। তারা পরবর্তীতে কোন এক সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কালিচরণ মজুমদারের নামের পরিবর্তে কালে খাঁ নামে জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাড়ীতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় বসবাস যোগ্য বসত ঘর, কাচারী ঘর, বৈঠকখানা নির্মাণ করেণ। বাড়ীর একদিকে গেইট ছিল, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের জন্য মূল গেইট, উত্তর পশ্চিম কোনে আরেকটি গেইট যা পশ্চিম দিকে, সান বাধান পুকুর ঘাটে ব্যবহারের জন্য যাওয়া আসা করতেন। বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত। পশ্চিম পার্শ্বে বেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে বাহিরের দিকে একটি বাথরুমের গেইট ছিল যা দিয়ে প্রবেশ করে বাথরুমের কক্ষ ব্যবহার করতেন। বেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব -উত্তর কোণে ১টি প্রবেশ দ্বার ছিল। দক্ষিণ

দিকের বেষ্টনী প্রাচীরেও একটি প্রবেশ দ্বার ছিল। বাড়ীটির বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে দৃশ্যমান এক কক্ষ বিশিষ্ট দক্ষিণমূখী ভবন রয়েছে। ভবনের প্রবেশ দ্বার ৩টি। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে খিলানকৃতির ৩টি করে (৩+৩) ৬ টি কুলঙ্গী, উত্তর দেয়ালে ৫ টি কুলঙ্গী রয়েছে। ভিতরের ছাদ মাঝের কিছু অংশ সমান। ছাদের চারদিকে চার চালা আকৃতির নৌকার ছইয়া বা ধনুকের মত বাঁকান। ভবনটির দৈর্ঘ্য- ২২'-০", প্রস্থ- ১৪'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ৩০" পূর্ব দিকের বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরে বাহিরে উভয় দিকেই সারিবদ্ধ কুলঙ্গী।

বাড়ীর ভিতরে অধিকাংশ ব্যবহারকৃত ভবন গুলো ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বর্তমান বসবাসকারীগণ নতুন আধুনিক ভবন তৈরী করে বসবাস করছেন। মূলত বাড়ীটির চর্তুদিকের বেষ্টনী প্রাচীরটুকুই দৃশ্যমান।

জমিদার কালে খাঁ জুলেখার ঘরে চার জন পুত্র সন্তান ছিলেন। চার পুত্রের নাম-বরান খাঁ, এবাদুল্লা খাঁ, এমদাদুল্লা খাঁ এবং বসরাত খাঁ। চার পুত্রের জন্য চারটি জমিদারী এস্টেট নির্দিষ্ট করে ছিলেন চার জায়গায় । বর্তমানের জমিদার বাড়ীর উত্তর সূরী ছিলেন পুত্র বরান খাঁ। তারই উত্তরসুরী বর্তমান বসবাসকারীগণ।

বর্তমানে বাড়ীর বেষ্টনী প্রাচীর ভিতরে অবশিষ্ট স্থাপনা খুবই জরাজীর্ন ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বড় বড় ফাটল আগাছা, পরগাছা শিকড় দ্বারা বেশি ক্ষতি গ্রস্থ।

শ্রীরামপুর আন্দার কোটা জমিদার মিঞাবাড়ী

অবস্থান: গ্রাম: শ্রীরামপুর, মৌজা: কালিকাপুর, জে.এল.নং: ৩১, দাগ নং: ২৭১, খতিয়ান নং: ১৩৫, ইউনিয়ন: লাইকাঠি, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪২৬১৩° অক্ষাংশ, ০৯০° ৩৭৩৬৬° দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয় ভাবে শ্রীরামপুর আন্দার কোটা জমিদার মিঞাবাড়ী পরিচিত। শ্রীরামপুর বাজার থেকে দিকে আনুমানিক ২ কি:মি: দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। স্থাপনাটির বর্তমান মালিক তিন জন। যথা: ১. জাহাঙ্গীর মিঞা। ২. মাহবুব মিঞা। ৩. জাফর মিঞা। প্রত্নস্থান হতে ৪.১/২ কি:মি: দূরত্বে পূর্ব দিকে মুরাদিয়া নদী প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্নস্থান সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে দিঘী রয়েছে এবং পশ্চিম দিকে সান বাধান ঘাটসহ পুকুর আছে। একটি একক বিশাল জমিদার বাড়ী।

কথিত এই রাজ জমিদার বাড়ীটি কোন এক জমিদার (নাম জানা নাই) প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ বছর পূর্বে পাতলা ইট, চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা এই বিশাল আকারে একটি জমিদার বাড়ী নির্মাণ করেন। এই জমিদার হিন্দু ছিলেন, পরে কোন এক সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মিঞা জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বর্তমানে মিঞা জমিদারের উত্তরাধীকারীগণ হিসেবে মিঞা উপাধী নিয়ে বসবাস করে আসছে। পূর্ব মূখী মূল বাড়ী বা স্থাপনা থেকে আনুমানিক ১০০'-০" দূরত্বে পূর্ব দিকে একটি প্রধান সিংহ দ্বার আছে। বাড়ীটির চর্তুদিকে প্রাচীর দিক ঘেরা, বাউন্ডারী দেয়ালের চার দিকেই সিংহদ্বার ছিল। তথ্য দাতার মতে বাড়ীতে ৫০ থেকে ৬০ টি কক্ষ ছিল। এখন অধিকাংশ কক্ষগুলো বিলুপ্ত, কিছু কিছু কক্ষের ধ্বংসাবশেষ ও ছাদ সহ কক্ষের কিছু অংশ এবং ভিতরে ও কক্ষে প্রবেশের সিংহদ্বার কক্ষ দৃশ্যমান। বাড়ীতে অন্দর মহল, কাচারী ঘর, কর্মচারীদের ঘর, বৈঠকখানা, টর্চার সেল , মৃত্যুকূপ, সদর মহল সহ বিভিন্ন কক্ষ ছিল। যা বর্তমানে এলোমেলোভাবে কিছু

ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যমান। বাড়ীর ভিতরে নতুন আধুনিকায়ন ১০টি ঘর (কাঁচা,পাকা) নির্মাণ করে ১০টি পরিবার বসবাস করছে।

কথিত আছে এই জমিদার বাড়ীটি অত্র এলাকার (অঞ্চলের) সবচেয়ে বড় জমিদার বাড়ী ছিল। অন্যান্য ছোট ছোট জমিদাররা এই জমিদার বাড়ীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা এই জমিদারকে খাজনা দিত। বর্তমানে বাড়ীটির ভবনের ধ্বংসাবশেষ সমূহ পরগাছা দ্বারা বেষ্টিত ও ক্ষতিগ্রস্থ।

রাজেশ্বর রায় চৌধুরী অফিস বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, জে.এল. নং: ৩৮, দাগ নং: ৫৫৮৭, খতিয়ান নং: ১নং খাস খতিয়ান, ইউনিয়ন: পৌরসভা, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৬২৯৫° অক্ষাংশ, ০৯০°৩৪৬০২° দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয় ভাবে নতুন বাজার একোরার স্টেট নামে পরিচিত। পটুয়াখালী সদর পৌরসভার মধ্যে। পটুয়াখালী সদর নতুন রাস্তা সংলগ্ন ভবনটি উপজেলা ভূমি অফিসের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক বর্তমানে এর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। প্রত্নস্থান হতে উত্তর দিকে ১৫০'-০" দূরত্বে পটুয়াখালী নদী অবস্থিত। স্থাপনাটির পশ্চিম দিকে সংলগ্ন পুকুর আছে। বর্তমানে স্থাপনাটি পরিত্যাক্ত। তবে পূর্বে উপজেলা ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত।

স্থানীয়ভাবে জানা যায় জমিদার রাজেশ্বর রায় চৌধুরী কর্তৃক আনুমানিক ১৫০ বছর পূর্বে বৃটিশ নির্মাণ শৈলীর আদলে নির্মিত স্থাপনা। ভবনটি নির্মাণে মোটা ইট, চুন, সুরকী, লোহার ও কাঠের কড়ি, বর্গা ও ছাদে টালি ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তরমুখি সম্মুখে কারু-কার্যময় এই ভবনটির দৈর্ঘ্য- ৭০'-৬", প্রস্থ- ৪০'-৮" এবং দেয়ালের পূরত্ব- ২৪"। এর সামনে খোলা বারান্দা। বারান্দার মধ্যেখানে ৪টি জোড়া স্তম্ভ ছিল। বর্তমানে ২টি জোড়া স্তম্ভ সহ বারান্দার ছাদের একাংশ ধ্বসে পড়েছে। বারান্দা থেকে মূল কক্ষে প্রবেশ দ্বার তিনটি, বারান্দার দুই পার্শ্বে পূর্ব পশ্চিমে পাশাপাশি একটি বড় ও ২টি ছোট সহ মোট ৩টি কক্ষ। মাঝের কক্ষটি সবচেয়ে বড়। পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষদ্বয় ছোট। মূল ভবনের মাঝের কক্ষের চার দিকে দেয়াল গাত্রে ১১টি কুলঙ্গী। মূল কক্ষ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশের জন্য ২টি দরজা আছে। মূল কক্ষের দক্ষিণ দিকে বারান্দার ন্যায় দেখতে কিন্তু পূর্ব -পশ্চিম পাশা পাশি ৩টি কক্ষ।

ভবনটির পূর্ব-উত্তর কোনে ছাদে উঠার সিড়ি ছিল। সিড়ির উপরে সিড়ির ঘর। পূর্ব কক্ষের চারদিকে ৪ টি দরজা। ৪টি কুলঙ্গী দেয়াল গাত্রে। পূর্ব দেয়ালের দরজার দুই পার্শ্বের ২টি জানালা। পশ্চিম দিকের কক্ষে ও চারটি দরজা। উত্তর দেয়ালে ২টি কুলঙ্গী। ভবনটির ছাদে লোহার বিম এর উপরে কাঠের কড়ি বর্গা। কড়ি বর্গার উপর টালি। টালির উপর মোটা আকারে চুন,সুরকীর ঢালাই ছিল। বর্তমানে কাঠের কড়ি বর্গা ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । সামান্য কিছু দৃশ্যমান। টালি গুলো ছাদ থেকে খসে খসে পড়ছে। ছাদটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ, যে কোন সময় ধ্বসে পড়বে। দেয়ালের আস্তর গুলোতে সিমেন্ট বালি দেখা যায়। সম্ভবত: পরবর্তী ব্যবহারকারীরা (পূর্ণ সংস্কার) করেছিলেন। বর্তমানে ভবনটি আগাছা, পরগাছার শিকড়, বট বৃক্ষ দেয়াল ছাদ ভেদ করে নীচের মেঝেতে পর্যন্ত চলে আসছে। দেয়ালে মোটা ফাটল রয়েছে।

লোহালিয়া মিঞা জমিদার বাড়ী (১)

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ লোহালিয়া, মৌজা: লোহালিয়া, জে.এল. নং: ৯৩, দাগ নং: ৩৭৩৮, খতিয়ান নং: ১৭৫, ইউনিয়ন: লোহালিয়া, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৬৭৯৮° অক্ষাংশ, ০৯০°৩৮৩০৩৮° দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয় ভাবে লোহালিয়া বড় বাড়ী নামে পরিচিত। লোহালিয়া বোর্ড অফিস (লোহালিয়া খেয়াঘাট) থেকে ৪ কি.মি. পূর্ব দিকে এর অবস্থান। প্রত্নস্থাপনাটির বর্তমান মালিক খোন্দকার মনোয়ার হোসেন। প্রত্নস্থান হতে পশ্চিম দিকে ৪ কি.মি. দূরত্বে লোহালিয়া নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এর পশ্চিম দিকে সংলগ্ন পুকুর আছে। প্রত্নস্থানে বসবাসকারীরা পুকুরটি ব্যবহার করতেন।

এর পাশে লোহালিয়া জমিদার বাড়ি ২ অবস্থিত। বাড়িটি বর্তমানে পরিত্যাক্ত ।

আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে জমিদার শেখ আরিফ হোসেন জমিদারী কার্যক্রম ও বসবাসের জন্য এই প্রত্নস্থাপনাটি নির্মাণ করেন। তথ্য দাতার তথ্য মতে তাঁর ছিল দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের ঘরে ছিল মেয়ে, কোনো পুত্র ছেলে সন্তান ছিল না। বিধায় তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে এই বাড়ী সহ জমিদারীর কিছু অংশ লিখে দেন। সেই সূত্রে বর্তমান খোন্দকাররা বংশানুক্রমে এখানে বসবাস করছেন। প্রত্নস্থাপনাটি পূর্ব মূখী। পাতলা ইট, চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত। ভবনটির দৈর্ঘ্য- ৪৮'-০", প্রস্থ- ২৮'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ৩৬"। দুই পরিমাপের ইট দেখা যায় যথা: ৭"×৬"×১.৫" ও ৮"×৬.১/২"×১.৫" । ভবনের সামনে খোলা বারান্দা। বারান্দাসহ প্রত্নস্থাপনার চারদিকে জ্যামিতিক নক্সা। বারান্দা থেকে প্রবেশের পর মূল ভবনের ভিতরে ৩টি কক্ষ। বারান্দা থেকে কক্ষ গুলোতে প্রবেশের জন্য কক্ষ বরাবর ৩টি দরজা এবং

মাঝের বড় কক্ষটির দুই পার্শ্বে উত্তর-দক্ষিণের কক্ষ বরাবর ২টি দরজা। উত্তর-দক্ষিণ দিকে কক্ষ থেকে বাহিরে বের হওয়া ও প্রবেশের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল গাত্রে দুটি দরজা।

প্রত্নস্থাপনা ভবনটির ছাদে উঠার জন্য স্থাপনা সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে খোলা সিড়ি আছে। ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপনা সংলগ্ন পুকুরে সান বাধান ঘাট ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘাটটির কিছু অংশ দৃশ্যমান। ভবনের ছাদ নৌকার ছইয়ার বা ধনুকের ন্যায় বাঁকান। ছাদটি বর্তমানে খুবই জরাজীর্ন বিভিন্ন পরগাছার শিকড় দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। শিকড় গুলো পুরাকীর্তির বেশ ক্ষতি করছে। বাড়ীর চারদিকে বেষ্টনী ঘেরা সিংহ দ্বার (প্রবেশ পথ) ছিল।

বি:দ্র: বাড়ীর (প্রত্নস্থাপনার) পূর্ব পার্শ্বে একটি পুকুর, পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে একটি (সমসাময়িক সময়ের) পুরাতন মসজিদ ছিল। মসজিদটি বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তণ পরিবর্ধন, টাইলস সহ বাহারী রং দ্বারা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

লোহালিয়া মিঞা জমিদার বাড়ি (২)

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ লোহালিয়া, মৌজা: লোহালিয়া, জে.এল. নং: ৯৩, দাগ নং: ৬৫২৬, খতিয়ান নং: ৪৯৫, ইউনিয়ন: লোহালিয়া, উপজেলা: পটুয়াখালী সদসর, জেলা: পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৬৬১৮° অক্ষাংশ, ০৯০.৩৮৬৬৬° দ্রাঘিমাংশ।

স্থানীয়ভাবে লোহালিয়া গোলাম আম্বিয়া (সূর্য মিঞা) বাড়ি নামে পরিচিত। লোহালিয়া বোর্ড অফিস (লোহালিয়া নদী খেয়াঘাট) থেকে ৪ কি. মি. পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থানের বর্তমান মালিক মৃত: গোলাম আম্বিয়া (সূর্য মিয়া) চৌধুরী গং এর পরিবার। প্রত্নস্থান থেকে ৪.৫ কিমি পশ্চিমে লোহালিয়া নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পুকুর রয়েছে। বসবাসকারীরা পুকুরটি ব্যবহার করতেন। প্রত্নস্থানটি চারপাশে অন্য কোন প্রত্নস্থান নেই। এটি একটি একক প্রত্নস্থান। স্থাপনাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে জমিদার শেখ আরিফ হোসেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনা ও বসবাসের জন্য একই গ্রামে (লোহালিয়া) পাশাপাশি আধা কি. মি. দুরত্বে (১ম বাড়ি থেকে ২য় বাড়ির দুরত্ব) এই ভবনটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে তারই উত্তরাধিকারীগণ বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। এই ভবনটি পাতলা ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত। ভবনটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। দুইটি কক্ষ টিকে আছে যার দৈর্ঘ্য ৪২'৫" এবং প্রস্থ ১৫'৭"। দেয়ালের পুরুত্ব ৩০"। ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫" এবং ৭.৫"×৬"×১.৫"। প্রত্নস্থাপনাটি পশ্চিমমূখী। ভবনটির সম্মূখ ভাগের কক্ষগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত। টিকে থাকা দেয়ালের গাত্রে আয়তাকার প্যানেল নকশা। দরজা খিলানাকৃতির। দরজার উপরে দেয়াল গাত্রে আয়তাকার প্যানেল নকশা। ভবনটির মধ্যবর্তী স্থানের কক্ষটি বড়। মূল কক্ষের দুই পাশে (উত্তর-দক্ষিণে) ২টি কক্ষ। মূল কক্ষে প্রবেশদ্বার দুইটি। উত্তর ও দক্ষিণের কক্ষে ১টি করে দরজা (প্রবেশদ্বার) ছিল। ভবন সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে সিংহদ্বার (প্রবেশপথ) ছিল। বাড়িটির চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামান্য কিছু অংশ টিকে আছে। ভবন সংলগ্ন উত্তর দিক খোলা সিঁড়ি ছিল ছাদে ওঠার জন্য। বর্তমানে সিড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভবনের

পশ্চিম দিকে পুকুর ঘাট ছিল। তা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সামান্য কিছু অংশ দৃশ্যমান। ভবনটি অধিকাংশ অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অবশিষ্ট যেটুকু টিকে রয়েছে সেখানেও বড় বড় ফাটল, জরাজীর্ণ, যে কোন সময় তা ধ্বসে পড়তে পারে। পরগাছার শিকড় দ্বারা পুরো ভবনটি বেষ্টিত। পরগাছার শিকড় দেয়াল গাত্রে প্রবেশ করে বেশ ক্ষতি সাধন করছে।

জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাসের বসতবাড়ি দালান

অবস্থান: গ্রাম: কাছিছিড়া, মৌজা: কাছিছিড়া, জে.এল. নং ৪১, দাগ নং: ৯২৫, খতিয়ান নং: ৭৯, ইউনিয়ন: ৩ নং ইট বাড়িয়া, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৮৭০৬° অক্ষাংশ, ০৯০.২৮৬৪২° দ্রাঘিমাংশ।

স্থানীয় ভাবে এই নামে পরিচিত। পুকুর জনা বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিম দক্ষিণ কোণে জমিদার প্রতিতুল্লা বিশ্বাসের বসত বাড়ি দালানটির অবস্থান। প্রত্নস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে ১ কি.মি. দুরত্বে কচাবুনিয়া নদী এবং পশ্চিম দিকে ২ কি.মি. দুরত্বে পায়রা নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে বড় আকারের দিঘি ছিল। বর্তমানে ভরাট করে বাসযোগ্য নতুন ঘরবাড়ি তৈরী করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি প্রত্নস্থান গুচ্ছাকারে রয়েছে। জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাসের বসতবাড়ি দালান থেকে ১০০' দূরত্বে পূর্ব দিকে একটি বৈঠকখানা ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের অবস্থান। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। সংস্কার সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রত্নস্থাপনাটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাস তাঁর জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান এই কাছিছিড়ায় বসতি স্থাপন করেন। এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য নিজের বাসস্থান, মসজিদ ও বৈঠকখানা নির্মাণ করেন। বসত বাড়িটির দৈর্ঘ্য ২৪'-১০", প্রস্থ ১৭'। দেয়ালের পুরুত্ব ২০"। ইটের পরিমাপ ৮"×৬"×১.৫" এবং ৮"×৭"×১.৫"। এই বসতবাড়ি দালানটি উত্তর মূখী। দালানটির সম্মুখভাগে বাহারী কারুকার্যময়। পাতলা ইট, চুনসুরকী দ্বারা নির্মিত। এক কক্ষ বিশিষ্ট স্থাপনার সামনে খোলা বারান্দা, বারান্দার দক্ষিণে ভিতরে একটি বড় কক্ষ।

বারান্দার ভিতরে প্রবেশের জন্য ৩টি দরজা। উক্ত দরজা দিয়ে মূল কক্ষে প্রবেশ করা হয় এবং পশ্চিম দিকের দেয়ালে একটি দরজা, দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি জানালা এবং ৫টি কুলঙ্গী আছে। পূর্ব দেয়ালে ১টি জানালা, জানালার দুই পাশে ২টি কুলঙ্গী আছে। দরজা ও জানালা খিলানাকৃতির।

বারান্দার ও মূল কক্ষের ছাদ নৌকার ছৈ আকৃতি বা ধনুকের মত বাঁকানো। ছাদ বেশ পুরু ঢালাই করা। ছাদের উপরে বর্হিপার্শ্বে সমান। বারান্দা ও মূল কক্ষের মধ্যে ৩টি করে দরজা। দরজা ৩টির মধ্যে ২টি করে আধুনিক ইট দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ছাদের উপরে উঠার জন্য পশ্চিম দিকে ছাদের আনুমানিক ৩' পরিমাণ কেটে একটি কাঠের সিড়ি ব্যবহার করছেন বর্তমান অধিবাসীগণ। পাশাপাশি স্থাপনার তিন দিকে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে টিন দিয়ে বারান্দা তৈরী করে ব্যবহার করছেন।

স্থাপনাটি তুলনামূলক এখনও ভাল আছে। দেয়াল, ছাদ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সংস্কার সংরক্ষণ করলে তা পূর্বের আদলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

কাছিছিড়া বিশ্বাস বাড়ি পুরাতন বৈঠকখানা

অবস্থান: গ্রাম: কাছিছিড়া, মৌজা: কাছিছিড়া, জে.এল. নং ৪১, দাগ নং ৯৩৮, খতিয়ান নং ৭৯, ইউনিয়ন: ৩ নং ইটবাড়িয়া, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৮৬৯৪০ অক্ষাংশ এবং ০৯০.২৮৬৮১০।

স্থানীয়ভাবে কাছিছিড়া বিশ্বাস বাড়ি পুরাতন বৈঠকখানা নামে পরিচিত। পুকুরজনা বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিম দক্ষিণ কোণে কাছিছিড়া বিশ্বাস বাড়ি পুরাতন বৈঠকখানাটির অবস্থান। পার্শ্ববর্তী মসজিদসহ বৈঠকখানাটির নামে ওয়াকফ সম্পত্তি (৫২ শতাংশ) রয়েছে। প্রত্নস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে ১ কি.মি. দুরত্বে কচাবুনিয়া নদী এবং পশ্চিম দিকে ২ কি.মি. দুরত্বে পায়রা নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে বড় আকারের দিঘি ছিল। বর্তমানে ভরাট করে বাসযোগ্য নতুন ঘরবাড়ি তৈরী করা হয়েছে।

এখানে কয়েকটি প্রত্নস্থান গুচ্ছাকারে রয়েছে। বৈঠকখানা সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং পশ্চিমদিকে ১০০' দূরত্বে জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাসের বসতবাড়ি দালানের অবস্থান। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। সংস্কার সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রত্নস্থাপনাটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে জমিদার এতাতুল্লা বিশ্বাস তার জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই বৈঠকখানাটি তৈরী করেন। পাতলা ইট সুরকী, চুনের মসলা দ্বারা নির্মিত এই বৈঠকখানাটি পূর্বমূখী। বৈঠকখানাটির বাহিরের দৈর্ঘ্য ৩২'৪", প্রস্থ ৩১'১০", দেয়ালের পুরুত্ব ৩০", ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫" এবং ৮"×৬"×১.৫"।

বৈঠকখানাটির পূর্বদিকে ৫টি খোলা দরজা, পশ্চিম দেয়ালেও খোলা ৫টি দরজা, দক্ষিণ ও উত্তর পাশের দেয়ালে ৩টি করে দরজা। অর্থাৎ চারিদিকে মোট ১৬টি দরজা। দরজা গুলো খিলানাকৃতির। পূর্ব পশ্চিমে দরজার মধ্যবর্তী স্থানে গোলাকার ৮টি স্তম্ভ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণে দরজার মাঝে চতুর্ভূজ আকৃতির ৪টি স্তম্ভ রয়েছে।

বৈঠকখানার ভিতরে চারিদিকে খোলা বারান্দার ন্যায় অথবা চর্তুদিকে বসার আসন রয়েছে। মধ্যবর্তী স্থানে আরেকটি মূল কক্ষ আছে। কক্ষটির দৈর্ঘ্য ১১'-৮", প্রস্থ ৯'-১০", দেয়ালের পুরুত্ব ৩০"। মাঝের কক্ষের চারিদিকে খিলানাকৃতির ৪টি দরজা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাশের দেয়ালের বাহিরে দরজার দুই পাশে উপর ও নিচে ৪টি কুলুঙ্গী উভয় দেয়ালেই আছে।

বারান্দা ও ভিতরের মূল কক্ষের ছাদ ধনুকের ন্যায় (নৌকার ছইয়ের ন্যায়) বাঁকানো। বৈঠকখানার ভিতরের মেঝে ক্ষতিগ্রস্থ। বৈঠকখানাটি সম্ভবত বিচার সালিশ বা আলোচনা সভার কাজে ব্যবহৃত হত। বিচারক বা আলোচক মাঝের মূল কক্ষে বসেন এবং অন্যরা সামনে খোলা জায়গায় বসতেন।

বৈঠক খানাটি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ, ভঙ্গুর, দেয়াল ও ছাদে ফাটল রয়েছে। ছাদের ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। আগাছা ও পরগাছার শিকড় ও স্থাপনাটির ক্ষতি করছে।

বিঘাই মিয়া (জমিদার) বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ বিঘাই, মৌজা: দক্ষিণ বিঘাই, জে. এল. নং ১, ইউনিয়ন: বড় বিঘাই, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.২৯৩৮১০ অক্ষাংশ, ০৯০.২১৯১০০ দ্রাঘিমাংশ।

স্থানীয় ভাবে বিঘা মিয়া (জমিদার) বাড়ি নামে পরিচিত। বিঘাই হাট সংলগ্ন পূর্ব দিকে এই স্থাপনার অবস্থান এবং পটুয়াখালী সদর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৭ কি. মি. দূরে অবস্থিত। প্রত্নস্থানের মালিক মৃত মফিজউদ্দিন গং, সৈয়দ রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী এবং পলাশকাজী চৌধুরী। প্রত্নস্থান থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১ কি.মি. দূরত্বে পায়রা নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থানের দক্ষিণ দিকে ১০০' দুরে পুকুর আছে যা বসবাসকারীরা ব্যবহার করত। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

জনৈক মফিজউদ্দিন নামক এক কাঠ ব্যবসায়ীর ছেলে সুন্দি বাকেরগঞ্জ থানাধীন কলসকাঠিতে ১৩ জন প্রখ্যাত জমিদার বাস করতেন। তাদের একজনের কাছ থেকে জমিদারী ক্রয় করেন। জমির পরিমাণ ছিল ৬২০০ একর। জমিদারী ক্রয়ের পরপর ১৭৯৩ সালে পায়রা নদীর পূর্ব তীরে বিঘাই খালের কোল ঘেষে বিঘাই গ্রামে এ জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটির চারদিকে ইটের প্রাচীর ঘেরা। চারদিকে চারটি সিংহ দরজা। বাড়ির ভিতরে ছিল পাঁকা ভবন তিনটি, দ্বিতল টিনের ঘর, একটি পাকা মসজিদ। ধারাবাহিকভাবে ১৯৫৬ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জমিদারি টিকে ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে বাড়িটির চারিদিকে কিছু ভাঙ্গা দেয়াল ও উত্তর ভিটির দক্ষিণ মুখী দ্বিতল ভবনের ভগ্নাবশেষ ছাড়া তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। টিকে থাকা দ্বিতল ভবনটি পাতলা, মাঝারি ও ছোট সাইজের ইট, চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত। ভবনটি উত্তর ভিটি। দক্ষিণ মুখী ভবনটির দৈর্ঘ্য ৫৩'-৬", প্রস্থ ২৩'-৬", দেয়ালের পুরুত্ব ২৮", ইটের আকৃতি ৯"×৬"×২", ৭"×৬"×১.৫" এবং ৬"×৪"×২"। দক্ষিণ মুখী ভবনের সামনে খোলা বারান্দা, বারান্দায় প্রবেশ দরজা তিনটি, বারান্দা থেকে উত্তরদিকে দুইটি কক্ষ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ২টি কক্ষ। বর্তমানে ২টি কক্ষের মাঝের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ায় খোলা কক্ষের মত দেখায়।

ভবন থেকে বাহির হওয়ার জন্য উত্তর দিকের কক্ষে একটি দরজা, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কক্ষে ১টি করে দরজা রয়েছে। ভবনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ছাদে উঠার সিড়ি, দ্বিতীয় তলার পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে দুইটি কক্ষ আছে। ভবনটিতে বারান্দা ও মূল কক্ষের ছাদ চার চালা আকৃতির। নৌকার ছইয়ের মত বা ধনুকের মত বাঁকানো। কিন্তু ছাদের বর্হিপার্শ্ব সমান।

বারান্দা সহ ভিতরের কক্ষে দরজা ও কুলুঙ্গী খিলানাকৃতির। ভবনটির চারদিকেই বেষ্টনী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। স্থাপনা থেকে ১৫' উত্তরে বেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সিংহ দরজা আছে। প্রত্ন স্থাপনাটি খুবই জরাজীর্ণ, ভঙ্গুর। দেয়াল ও ছাদে ফাটল। বড় বড় পরগাছার শিকড় দেয়াল ভেদ করে মাটিতে প্রবেশ করে।

শ্রীরামপুর মসজিদ

অবস্থান: শ্রীরামপুর, মৌজা: কালিকাপুর, জে.এল.নং ৩১, পটুয়াখালি সদর, পটুয়াখালি।

পটুয়াখালী উপজেলার অধীনে এবং সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীরামপুর গ্রামের মিঞা বাড়িতে এই প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি মিঞাবাড়ি মসজিদ নামেই পরিচিত। মসজিদটি অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। এটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদে কোনো উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়নি। ১৭ শতকের দিকে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়।

এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির ভূমি পরিকল্পনায় মসজিদটি নির্মিত। মসজিদের ভেতরের দিকের পরিমাপ ৩.৪৬ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩.৪৬ মিটার প্রস্থ। দেয়ালের পুরুত্ব ০.৮৫ মিটার। তিন ধাপ বিশিষ্টি একটি পোডিয়ামের উপরে মসজিদটি নির্মিত। মসজিদের চারকোণে অষ্টভূজাকৃতির ৪টি কর্ণার টারেট রয়েছে। টারেটগুলোর উপরে রয়েছে কপোলা (cupola)। মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে ১ টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। অর্ধগোলাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল প্রবেশ পথগুলি। পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটি মিহরাব। মিহরাবের বাইরের দিকে প্রজেকশন রয়েছে। সামনের দেয়ালে প্যানেলিং-এর পরিবর্তে খিলানাকৃতির কুলঙ্গির কাজ ছিল। মসজিদের সামনের দিকের দেয়াল এক সারি খিলানের নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রধান প্রবেশদ্বারটিতে এক জোড়া সিলিণ্ডারাকৃতির টারেট উঁচু হয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে প্যারাপেট দেয়াল পর্যন্ত। প্যারাপেট দেয়ালের এই অংশে মারলন অলঙ্করণ রয়েছে।

দোচালা সমাধীসৌধ

অবস্থান: মৌজা: কালিকাপুর, জে.এল.নং ৩১, গ্রাম: কালিকাপুর, শ্রীরামপুর, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

পটুয়াখালী উপজেলার অধীনে এবং সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীরামপুর গ্রামের মিঞাবাড়ির নিকটে এই প্রাচীন দোচালা সমাধি অবস্থিত। এটি খুব সম্ভব মোঘল আমলের শেষ দিকে বা ১৭ শতকের দিকে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সমাধি-স্থাপত্য যা প্রাচীন বাংলার প্রচলিত স্থানীয় দো-চালা রীতিতে নির্মিত। এই সমাধি-শৈলি বা রীতি উৎসরিত হয়েছে স্থনীয় কুঁড়ে ঘর এবং দোলমঞ্চ শ্রেণীর সংমিশ্রণে যা পরবর্তী মুসলিম যুগে বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল সমাধিসৌধ নির্মার্ণে। এটি নির্মিত হয়েছিল তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে। নিচে ধাপের ভিতটি একটি আয়তাকার প্লাটফরম। যা ভিতের চারিদিকে ব্লাইণ্ড আর্কেড অরঙ্করনে অলঙ্কৃত। মাঝখানের এবং উপরের ধাপ সমান এবং কোনো নকশা নেই। কিন্তু উপরের অংশ দুইটি সমান পরিমাপের কনিক্যাল দোচালা বা জোড়-বাংলা রীতির কুঁড়ে ঘর আকৃতির আদলে অলঙ্কৃত। সমাধিতে কোনো উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভবত শ্রীরামপুর মসজিদের নির্মাতার দ্বারাই সমাধিটি নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন সেতু

অবস্থান: মৌজা: কালিকাপুর, জে.এল.নং ৩১, গ্রাম: কালিকাপুর, শ্রীরামপুর, পটুয়াখালি সদর, পটুয়াখালি।

পটুয়াখালি জেলার সদর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে এই প্রাচীন সেতুর অবস্থান। একটি অর্ধ-গোলাকৃতির খিলানের উপর সেতুটি নির্মিত। নির্মাণ রীতিতে মোগল প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত: মোগল সুবেদারদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের কেউ সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন এই অঞ্চলটি সৈন্যদের অতিক্রম করার জন্য বা যাতায়াতের সুবিধার জন্য। স্থানটি ঝালকাঠি জেলার সুজাবাদ কেল্লা হতে খুব দুরে নয়। আশপাশের ভূমি হতে খিলানটি ২.৬৮ মিটার উঁচু। সেতুটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ২২.৩৫ মিটার এবং প্রস্থ ২.৯২ মিটার। অর্ধ-গোলাকৃতির খিলানের ট্যাপারিং ২.৯২ মিটার। এর অন্যতম দৃষ্টিনন্দন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চারটি কর্ণার টারেট। সেতুটি বর্তমানেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাছিছিড়া মসজিদ

অবস্থান: মৌজা: কাছিছিড়া, জে.এল.নং-৪১, গ্রাম: কাছিছিড়া, কাছিছিড়া, পটুয়াখালি সদর, পটুয়াখালি কাছিছিড়া মসজিদটি পটুয়াখালি জেলার সদর উপজেলার কাছিছিড়া গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি পটুয়াখালি জেলা সদর হতে প্রায় ১০ কি.মি. দুরে অবস্থিত। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। বর্গাকৃতির ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটি ৪.৪ মিটার এবং ৪.১ মিটার পরিমাপের। এর দেয়ালের পুরুত্ব ০.৭৬ মিটার। এই মসজিদটি একই জেলায় অবস্থিত শ্রীরামপুর মসজিদের একটি নান্দনিক প্রতিরূপ। এমনটি শ্রীরামপুর মসজিদের অলঙ্করণ ও নকশাসমুহের সাথে তুলনীয়। চারকোনে চারিটি অষ্টভুজাকৃতির কর্ণার টারেট রয়েছে যা উপরের দিকে ক্ষুদ্র আকৃতির প্রতিরূপ ধারন করেছে। ছাদের গম্বুজটি একটি অষ্টভুজাকৃতির উঁচু ড্রামের উপর নির্মিত। মসজিদের সামনের দেয়াল স্টাকো প্যানেল নকশায় অলঙ্কৃত। প্রধান প্রবেশদ্বার একজোড়া সিলিণ্ডারাকৃতির টারেট দ্বারা অলঙ্কৃত যা প্যারাপেট পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। পূর্বদিকে সম্মুখ দেয়ালে একটি ইলিপটিক্যাল খিলানের প্রবেশদ্বার রয়েছে। এখানে কোনো উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়নি। নির্মাণ শৈলির বিচারে মসজিদটি ১৭ শতকে নির্মিত বলে ধারনা করা হয়। মসজিদটি ১৯৮৯ সালে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষনা করা হয় ।

উত্তর ধরান্দি মসজিদ (শিকদার বাড়ি মসজিদ)

অবস্থান: উত্তর ধরান্দি, পটুয়াখালি সদর, পটুয়াখালি

পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন ৮নং কমলাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের উত্তর ধরান্দি গ্রামে শিকদারবাড়ী জামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের বাহিরের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৮.৩০মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৩৫মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ০.৮৫মিটার। মসজিদের পূর্বদিকে তিনটি দরজা ও উত্তর-দক্ষিণে একটি করে জানালা আছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব আছে। এছাড়া পশ্চিম দেয়ালে পূর্ব দিকের দরজা বরাবর দুটি তাক রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে আয়তাকার ফ্রেমের নক্শা পরিলক্ষিত হয় এবং অভ্যন্তর ভাগ ল্যাটারেল খিলান দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। মসজিদের চারকোণে চারটি অক্টাগোনাল কর্ণার টারেট আছে যা কার্ণিসের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণার টারেটের উপরিভাগ কিউপলা দ্বারা অলংকৃত। কিউপলা অর্ধফুটন্ত পদ্মফুলের অলংকরণে অলংকৃত। মসজিদের সম্মুখ ভাগের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল নক্শা পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের ছাদ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মধ্যের গম্বুজটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের অভ্যন্তর গম্বুজের তলদেশে মার্লন নক্শা দ্বারা শোভিত। স্থানীয় লোকের নিকট জানা যায় যে, মসজিদটি সিকদার বংশের এক প্রভাবশালী জমিদার কর্তৃক ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। তবে মসজিদের গঠন কাঠামোতে ও মুঘল যুগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিধায় এটি মুঘল আমলের নির্মিত একটি মসজিদ বলে ধারণা করা যেতে পারে। তারিখযুক্ত শিলালিপির অভাবে এটার সঠিক নির্মাণ তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব না।

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।নিম্নে নথিভুক্তকৃত এসকল তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	মির্জাগঞ্জ উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: মির্জাগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
১৫.	**সিকদার বাড়ী মসজিদ** গ্রাম: ময়দা, ইউনিয়ন: ৩নং আমরাগাছি, মৌজা: ময়দা	
১৬.	**খানবাড়ী মসজিদ** গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ	
১৭.	**নবাবের কাচারী বাড়ি** গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ	
১৮.	**চৌধুরী বাড়ি মসজিদ** গ্রাম: দেউলী, ইউনিয়ন: দেউলী, মৌজা: দেউলী	
১৯.	**আমড়া গাছিয়া জমাদ্দার বাড়ি জামে মসজিদ** গ্রাম: উত্তর আমড়া গছিয়া, ইউনিয়ন: উত্তর আমড়া গছিয়া, মৌজা: উত্তর আমড়া গছিয়া	
২০.	**মির্জাগঞ্জ বাজার মন্দির** গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ	
২১.	**মধ্যরামপুর মীরা বাড়ি জামে মসজিদ** গ্রাম: মধ্যরামপুর, ইউনিয়ন: মধ্যরামপুর, মৌজা: মধ্যরামপুর	
২২.	**কলাগাছিয়া সিকদার বাড়ি মসজিদ** গ্রাম: দক্ষিণ কলাগাছিয়া, ইউনিয়ন: ৫নং কাকড়াবুনিয়া, মৌজা: কলাগাচিয়া	
২৩.	**নাগ বাড়ি** গ্রাম: উত্তর গাবুয়া, ইউনিয়ন: ৫নং কাকড়াবুনিয়া, মৌজা: গাবুয়া	
২৪.	**শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও দুর্গা মন্দির** গ্রাম: সমাদ্দার কাঠী, ইউনিয়ন: মাধবখালী, মৌজা: সমাদ্দার কাঠী	
২৫.	**পুরাতন এসি ল্যান্ড অফিস** গ্রাম: সুবিদখালী, ইউনিয়ন: সুবিদখালী, মৌজা: সুবিদখালী	
২৬.	**মসজিদ বাড়িয়া মসজিদ**	

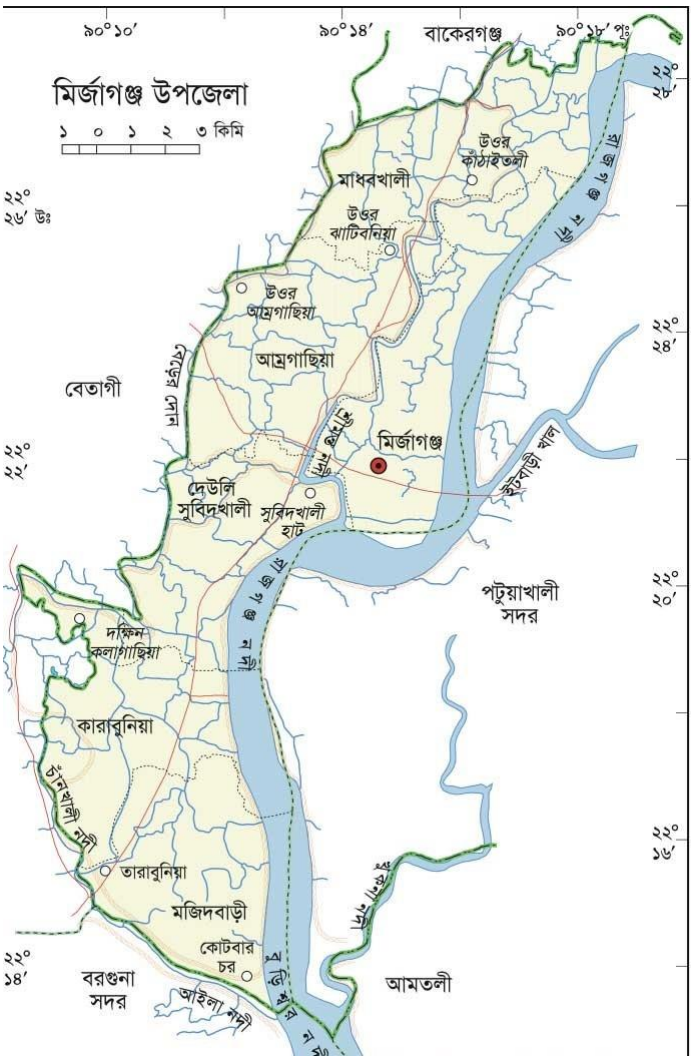

সিকদার বাড়ী মসজিদ

অবস্থান : গ্রাম: ময়দা, ইউনিয়ন: ৩নং আমরাগাছি, মৌজা: ময়দা, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা : পটুয়াখালী

স্থানীয়ভাবেও সিকদার বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। এটি একটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। ইমারতটির দৈর্ঘ্য ১৪' ও প্রস্থ- ১৪' এবং দেয়ালের পুরুত্ব ২৪"। মসজিদটি চুন সুরকী নির্মিত। আয়তাকার ইটের পরিমাপ ৮"× ৬"× ৩"। মসজিদটির পূর্ব পাশে কিঞ্চিৎ অলংকরণ দেখা যায়। ইমারতটির ছাদ ও কার্নিশ সমতল। গঠনশৈলী থেকে ধারণা করা যায় এটি মোগল যুগের স্থাপনা। এর পাশে একটি বিল রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি পরিত্যক্ত। এর ছাদের গম্বুজ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত। অত্যন্ত ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এর মালিক খবির শিকদার, জনিল সিকদার, জয়নাল সিকদার। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির পরিমাণ ২৫ শতাংশ। জে.এল/এস.এল নং-২২, মৌজার নাম ময়দা, এস,এ দাগ নং-৪৭২,৪৭৩। এখানে একসাথে ৩টি মসজিদ ছিল। এর মধ্যে একটি টিকে আছে, দুটি মসজিদ ভেঙ্গে গেছে।

সিকদার বাড়ী মসজিদ

খানবাড়ী মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২.৩৬,৭৮২°, দ্রাঘিমাংশ : ০৯০.২৪৩৪২°

স্থানীয়ভাবে এটি খানবাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের দৈর্ঘ্য - ৩৮' এবং প্রস্থ- ১২', এর দেয়ালের পুরুত্ব ৩২"। মসজিদটি চুন সুরকী নির্মিত। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৯"× ৬"× ৩"। অষ্টভুজাকৃতির কর্ণার টারেট রয়েছে। এর ১০০' উত্তরে একটি পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থানের নিকটেই একটি নদী রয়েছে। ইমারতটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রত্নস্থানের বর্তমান ভূমির মালিক জনাব আমির হোসেন খান। পূর্বে তার বাবা নাজিম খানের মালিকানাধীন ছিল। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, জনৈক শেখ বাবর খান কর্তৃক নির্মাণ করেছিলেন। নবাবের আমলের রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী ছিল। মসজিদের দরজায় শিলালিপি ছিল বলে স্থানীয়রা জানান যা ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে এলাকাটি মুসলিম অধ্যুবিত। পাশেই " তালতলীর খাল" নামে একটি প্রাচীন খাল প্রবাহিত। মসজিদের ৩টি দরজা ছিল। দেয়ালে প্যানেলিং নকশা ছিল। ছাদ সমতল। জে.এল/এস.এল নং-৩৭, মৌজার নাম:-মির্জাগঞ্জ, এস,এ দাগ নং- ৬৬৩। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির পরিমাণ ১ শতাংশ।

খানবাড়ী মসজিদ

নবাবের কাচারী বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩৫৯৮৭°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.২৩০৮৬°

ইমারতটি স্থানীয়ভাবে নবাবের কাচারী নামে পরিচিত। আয়তাকার বাড়িটির দৈর্ঘ্য ৪৪' ও প্রস্থ- ২২' এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ২২"। এখানে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ: ৮"× ৫"× ৩"। চুনসুরকী দ্বারা নির্মিত ইমারতটি দক্ষিণমূখী ১ তলা ভবন। এখানে ৪টি কক্ষ ও সামনে বারান্দা রয়েছে। সমতল ছাদ বিশিষ্ট। বারান্দায় একটি ডাবল কলাম আছে। ২ টি নির্মিত। ৩টি কক্ষ ও ১টি বারান্দা আছে। পূর্ব পাশে ছাদে ওঠা নামার জন্য সিড়ি আছে। ইমারতটি নবাব সলিমুল্লার পূর্ব পুরুষদের কাচারী বাড়ি ছিল। তাদের জমিদারী ছিল এই অঞ্চলে। বর্তমানে নবাব সলিমুল্লাহ আহসান উল্ল্যাহদের সম্পত্তি। তাদের ম্যানেজাররা বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। অধিকাংশ জায়গায় স্থানীয় লোকজন বসবাস করছে। খাজনা নবাব স্টেট থেকে দেয়া হয়।

নবাবের কাচারী বাড়ি

নবাবের কাচারী বাড়ি অভ্যন্তরভাগ

এর পাশেই একটি পুকুর রয়েছে। জে. এল/এস.এল নং-৩৬, এস.এ খতিয়ান নং- ৭৮৫/১, এস,এ দাগ নং- ১৮৫২উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির ৩.১৫ একক পাওয়া যায়।

চৌধুরী বাড়ি মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দেউলী, ইউনিয়ন: দেউলী, মৌজা: দেউলী, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

স্থানীয় ভাবে চৌধুরী বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এর দৈর্ঘ্য - ২৬' এবং প্রস্থ- ২৬' ও দেওয়ালের পুরুত্ব: ৩২"। ইমারতটিতে কলোনিয়াল ও মুঘল স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব বিদ্যমান।

এর সামনে একটি দিঘী আছে যার পরিমাপ ১৫০ ফুট × ১০০ ফুট। সামনে আয়তাকার গম্বুজ তৈরী করা হয়েছে। সম্প্রতি মসজিদের দেয়াল সংস্কার করা হয়েছে আধুনিক সিমেন্ট বালু ব্যবহার করা হয়েছে। ৩০-৪০ বছর আগে সংস্কার করা হয়েছে।

চৌধুরী বাড়ি মসজিদ

সামনে পোডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। দেয়ালে আধুনিক আস্তর । গম্বুজ সংস্কার চুন সুরকির পরিবর্তে সিমেন্ট ব্যবহার। পাশ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে মসজিদটি ৪ ফুট উচু বেদীর উপর নির্মিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণে চুন সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। অক্টোকোন বর্গার বুরুজ। বুরুজের উপরে মসজিদ আকৃতির কিউপলা, কিউপলার উপরে ফিনিয়াল।

মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে খাঁজ কাটা খিলান (Multi foil arched) দেখা যায়। খিলানের উপরে বন্ধ খিলানাকৃতির (Blind arched) ডিজাইন রয়েছে। এর উপরে ত্রিকোন অট্টালোক নকশা ৩টি। প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটি আবদ্ধ খিলান নকশাকৃত দরজা। প্যানেলিং ফ্রেমের মধ্যে চুন বালির ডিজাইন করা অলংকরণ। প্রধান গেটের দু'পাশে দুটি সিলিন্ডার কলাম ব্যবহার করে স্থাপনার সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে।

আমড়া গাছিয়া জমাদ্দার বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: উত্তর আমড়া গছিয়া, ইউনিয়ন: উত্তর আমড়া গছিয়া, মৌজা: উত্তর আমড়া গাছিয়া,

উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা : পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২.৪০০৪৫°, দ্রাঘিমাংশ : ৮৯.২১০১২°

স্থানীয় ভাবে আমড়াগাছিয়া জমাদ্দার বাড়ি নামে পরিচিত। এক গম্বুজ মসজিদটি বর্গাকার। এর দৈর্ঘ্য ২২'-৬" এবং প্রস্থ- ২২'-৬" ও দেওয়ালের পুরুত্ব : ৩২"। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ: ৮"× ৬"× ২"। মসজিদের উত্তর পাশে প্রাচীন পুকুর ও খাল আছে। চুন সুরকী দ্বারা নির্মিত ইমারতটিতে মোগল আমলের নির্মাণশৈলী করা যায়। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৪.৫ ফুট উচু প্লাটফর্মের উপর নির্মিত। স্থাপনায় সমতল ধরণের ছাদ, সমতল কার্ণিস, অষ্টকোণাকৃতির কর্নার টারেট এবং খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে। কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না তবে আয়তাকার প্যানেল নকশা দেখা যায়।

আমড়া গাছিয়া জমাদ্দার বাড়ি জামে মসজিদ

পুরাকীর্তিটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। মসজিদের ছাদসহ দেয়ালে পরজীবী উদ্ভিজ ও বটপাকুড় গাছ আচ্ছাদিত আছে। উত্তর পূর্ব কর্ণার বুরুজ বিনষ্ট। দেয়াল ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটল চুইয়ে পানি প্রবেশ করে। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে প্রানেলিং নকশা আছে। খিলানযুক্ত প্রবেশ দরজার উপরে

(Triungular pediment) নকশা আছে। অক্টোকোন কর্ণার বুরজের উপরে গম্বুজ সদৃশ কিউপলা আছে ৪টি। Blind Arched আছে। বর্তমানে প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক গঞ্জে জমাদ্দার। তাঁর মা বংশ পরম্পরায় এই জমির মালিক।

জে.এল/এস.এল নং-২৩, মৌজার নাম:-উত্তর আমড়া গছিয়া, এস.এ খতিয়ান নং- ২৫৭, এস,এ দাগ নং-২৭১১। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ২৫ শতাংশ।

মির্জাগঞ্জ বাজার মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: মির্জাগঞ্জ, ইউনিয়ন: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: মির্জাগঞ্জ, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩৬০১৫°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.২৩০৫৯°

স্থানীয়ভাবে মন্দিরটি মীর্জাগঞ্জ বাজার মন্দির নামে পরিচিত। এক তলা বিশিষ্ট ইট নির্মিত সমতল ছাদ যুক্ত মন্দির। মন্দিরটি এক কক্ষ বিশিষ্ট। কক্ষের সামনে অলিন্দ রয়েছে । তিনটি খিলান দরজা দিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। মন্দিরের ছাদ দেয়াল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। ফাটল রয়েছে, লতাপাতা ও গাছপালা আচ্ছাদিত। সম্ভবত ১৮ শতকের দিকে নবাব স্টেট ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহর পৃষ্ঠ পোষকতায় নির্মিত হয় মন্দিরটি। । স্থাপনার ছাদের ধরণ সমতল, কার্ণিস ও দরজার প্রকৃতি সমতল। পুরাকীতির দেয়ালে চুন ও বালুর অলংকরণ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২২'-০" ও প্রস্থ- ১৮'-০"। স্থাপনাটির ভূমি পরিকল্পনা আয়তাকার। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৩"× ৫"× ৫" এবং চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি ৫০ বছর আগে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এর আশে পাশে স্থানীয়ভাবে পাকা ও আধাপাকা দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরটির ভূমির মালিক সার্বজনীন পূজা মন্দির কমিটি। জে.এল/এস.এল নং-৩৬, মৌজার নাম:- মীর্জাগঞ্জ, এস,এ দাগ নং- ১৮৬৫। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ২৫ শতাংশ।

মীর্জাগঞ্জ বাজার মন্দির

মধ্যরামপুর মীরা বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: মধ্যরামপুর, ইউনিয়ন: মধ্যরামপুর, মৌজা: মধ্যরামপুর, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৬১৯৯°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.২৯১৫৬°

স্থানীয়ভাবে মীরা বাড়ি পুরাতন মসজিদ নামে পরিচিত। চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১১'-৬" এবং প্রস্থ ১১'-৬"/৬'-৯"। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদটির সামনে একটি খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে এবং দরজার দুই পাশে দুটি খিলানাকৃতির দরজার অবয়ব (arched door way) রয়েছে। দেয়ালে প্যানেল নকশা লক্ষ করা যায়। সমতল ধরনের কার্নিশ লক্ষ করা যায়। বর্গাকার ইটের তৈরী। ইটের পরিমাপ পাওয়া যায়নি। মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। মসজিদের আকার দেখে অনুমান করা যায় এখানে ৪-৫ জন মুসল্লী একসাথে নামাজ পড়তে পারত। বর্তমানে গম্বুজে ফাটল দেখা দিয়েছে। পরজীবি উদ্ভিদ ও গাছ লতা পাতার আগ্রাসনে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত। সামনে টিনের চালা দ্বারা এক চালা নামাজ ঘর নির্মাণ করে নামাজ আদায় করা হচ্ছে। মসজিদ সংলগ্ন পুকুর রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৬০' এবং প্রস্থ ৪০'। এটি মোগল যুগের স্থাপনা বলে প্রতীয়মান হয়।

মধ্যরামপুর মীরা বাড়ি জামে মসজিদ

কলাগাছিয়া সিকদার বাড়ি মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ কলাগাছিয়া, ইউনিয়ন: ৫নং কাকড়াবুনিয়া, মৌজা: কলাগাচিয়া, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩১৯৯৭°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.১৫৯১৯°

স্থানীয়ভাবে কলাগাছিয়া সিকদার বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ১২' এবং প্রস্থে ১২'। চুন-সুরকী ও পাতলা টালী দ্বারা নির্মিত। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৬"× ৯"× ২' । ইমারতটিতে গোলাকার কর্ণার টারেট, সমতল কার্নিস এবং খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে। আয়তাকার প্যানেলিং ফ্রেম দ্বারা দেয়াল গাত্র অলংকৃত। মসজিদটি দেয়াল ও ছাদ পরজীবী দ্বারা আবৃত। গোলাকার কর্ণার টারেট ও দেয়ালের ইট ক্ষয়প্রাপ্ত। আধা গোলাকার গম্বুজ দ্বারা ছাদ আচ্ছাদিত। গম্বুজের অভ্যন্তরে প্যানেলিং ফ্রেম দ্বারা আবৃত। মসজিদরে ভিতরে সুদৃশ্য অলংকরণ দেখা যায়। মসজিদের উপরে চুন বালি দ্বারা নির্মিত। দেয়ালে চুন সুরকির গাঁথুনী। খিলান দরজার উপরে ত্রিকোণ অট্টালক নকশা রয়েছে।

কলাগাছিয়া সিকদার বাড়ি মসজিদ

মসজিদের নিকটে একটি দিঘী রয়েছে। এর উত্তরে বেড়ের ধন নদী নামক কৃত্রিম জলাশয় রয়েছে। নিদর্শনটি মোগল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বহন করছে। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক স্থানীয় রফিজ সিকদার। মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।জে.এল/এস.এল নং-৫১, মৌজার নাম:- দ: কলাগাছিয়া, এস, এ খতিয়ান নং- ১৫৮, এস,এ দাগ নং- ১০৬৮। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ০৮ শতাংশ।

নাগ বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: উত্তর গাবুয়া, ইউনিয়ন: ৫নং কাকড়াবুনিয়া, মৌজা: গাবুয়া, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.২৮৪৯৯°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.১৫৬২৮°,

স্থানীয়ভাবে প্রত্নস্থানটি নাগবাড়ি নামে পরিচিত। এটি একটি দ্বিতল আবাসিক ভবন। আয়তাকার ইট দ্বারা চুন-সুরকীর মিশ্রনে নির্মিত ভবনটির ছাদ ও কার্নিসের ধরন সমতল। খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০"× ৫"। দেয়ালে কোন অলংকরণ নেই। আয়তকার স্থাপনাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। উপরের তলা বিলুপ্ত। দেয়ালে গাছ গাছালি জন্মেছে। এর পূর্ব দিকে পুকুর রয়েছে। পুরাকীর্তিটি উপনিবেশিক যুগের স্মারক নিদর্শন বহন করছে। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক এ্যাড. ফজলে করিম।

জে.এল/এস.এল নং-৫৭, মৌজার নাম:- গাবুয়া, এস,এ দাগ নং- ৮৫৭।

নাগ বাড়ির ধ্বংসাবশেষ

নাগ বাড়ির ধ্বংসাবশেষ

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও দূর্গা মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: সমাদ্দার কাঠী, ইউনিয়ন: মাধবখালী, মৌজা: সমাদ্দার কাঠী, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৬৪৯৩°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.২৮৬১৯°

স্থানীয় ভাবে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও দূর্গা মন্দির নামে পরিচিত। কুড়ে ঘরের আদলে নির্মিত চৌচালা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩০'-০" এবং প্রস্থে- ২০'-০"। আয়তাকার ভূমি নকশা সম্বলিত স্থাপনাটি টিন ও কাঠ দ্বারা নির্মিত। দেশ বিভাগের পূর্ব সময়ে আনুমানিক ১৯৪৬-৪৭ সন এর দিকে খিরোজা দাসী নামক ব্যক্তি কর্তৃক শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের প্রতি উৎসর্গ করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। এ অঞ্চলের একমাত্র হিন্দু মন্দির। এরপর হরিদাদ বৈষ্ণ এবং হরলাল নামক স্থল প্রহরী পর্যায়ক্রমে মন্দিরের দেখাশুনা করছেন। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পুকুর রয়েছে। এছাড়াও প্রত্নস্থানের পাশে শ্রীমন্ত নদী রয়েছে।মন্দিরটি ওয়াকফ সম্পত্তি / দেবোত্তর সম্পত্তির উপর অবস্থিত। জে.এল/এস.এল নং- ০৮, মৌজার নাম:- সমাদ্দার কাঠী, এস,এ দাগ নং- ৪৩৬, ৪৩৭। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ১৪ শতাংশ।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও দূর্গা মন্দির

পুরাতন এসি ল্যান্ড অফিস

অবস্থান: গ্রাম: সুবিদখালী, ইউনিয়ন: সুবিদখালী, মৌজা: সুবিদখালী, উপজেলা/ থানা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩৬০০৪°, দ্রাঘিমাংশ: ০৯০.২১৮৩২°

স্থানীয়ভাবে পুরাতন এসিল্যান্ড অফিস নামে পরিচিত। একতলা বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। ইমারতটির দৈর্ঘ্য - ৪৭'-০" ও প্রস্থ- ৬৮'-০" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ২৫'। চুন-সুরকী ও ইট দ্বারা ভবনটি নির্মিত। তিনটি আধা গোলাকার খিলান দরজা দিয়ে মূল ভবনটিতে প্রবেশ করা যায়। মূল ভবনটি সামনে একটি ২৩'×৯' বারান্দা রয়েছে।

ভবনটিতে কুলুঙ্গী আছে। সমতল ছাদ নির্মাণে লোহার বীম ও পরিবর্গা ব্যবহৃত হয়েছে। ভবনটিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য চারদিকে দরজা-জানালা রয়েছে। দরজাগুলোতে Alat Arch ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত দরজাগুলো খিরকী ছিল। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হতে পারে। উপনিবেশিক শাসন আমলে ভবনটি প্রশাসনিক দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নবাব স্টেটের কাচারী ছিল। স্থাপনার উত্তরে শ্রীমন্ত নদী অবস্থিত।

বর্তমানে ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থাপনার ছাদ অপসারণ করা হয়েছে। ছাদের পরিবর্তে টিনের ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্লোরসহ দেয়াল, দরজা, জানালা সাম্প্রতিক সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রত্নস্থানের বর্তমান ভূমির মালিক এসি ল্যান্ড। জে.এল/এস.এল নং- ৩৯, মৌজার নাম:- পূর্ব সুবিদখালী, এস,এ খতিয়ান নং- ০১।উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ০৩ একর ।

পুরাতন এসি ল্যান্ড অফিস

পুরাতন এসি ল্যান্ড অফিসের সিড়ি

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	বাউফল উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: বাউফল উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
27.	আ: রাজ্জাক শিকদার বাড়ী (গওর বাড়ী) গ্রাম: মেহেন্দীপুর, ইউনিয়ন: ধুলিয়া	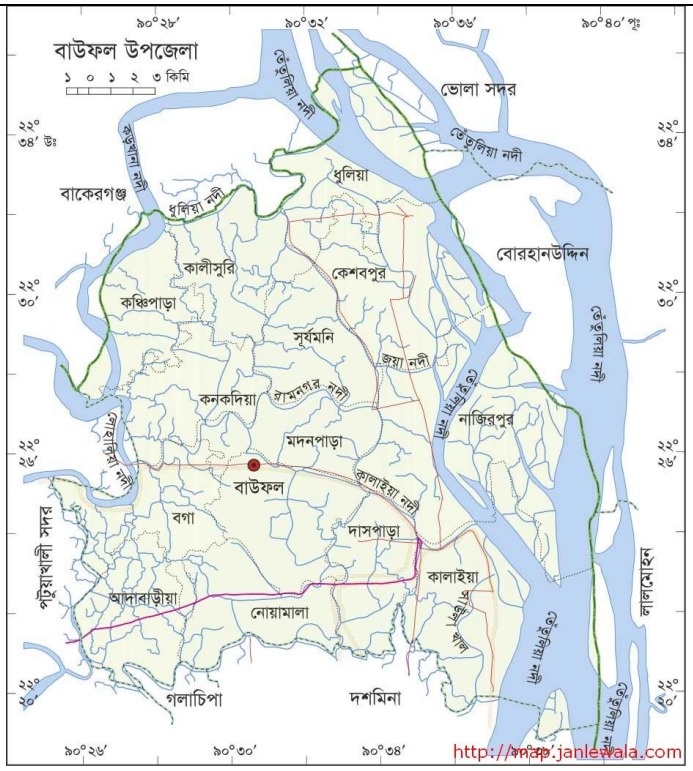
28.	আনু শিকদার বাড়ীর এক গম্বুজ বিশিষ্ট জোড়া মসজিদ গ্রাম: উত্তর কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
29.	আনু শিকদারের পুরাতন বাড়ি গ্রাম: উত্তর কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
30.	মধ্য কাছিপাড়া তালুকদার বাড়ীর বৈঠকখানা গ্রাম: মধ্য কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
31.	পশ্চিম কাছিপাড়া গনিমৃধা পুরাতন বাড়ী। গ্রাম: পশ্চিম কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
32.	চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ কথিত ঈষাখান নির্মিত সোবেদার মসজিদ। গ্রাম: গোয়ালিয়া বাঘা, ইউনিয়ন: ৫নং সূর্যমনী	
33.	সরদার বাড়ী পুরানো মসজিদ গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
34.	খান বাড়ী এক গম্বুজ মসজিদ গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া	
35.	মিঞা বাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: ১নং কাছিপাড়া	
36.	মিঞা বাড়ী পুরাতন বৈঠকখানা গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: ১নং কাছিপাড়া	
37.	তালুকদার বাড়ী পুরাতন মসজিদ কথিত ঘসেটি বিবির মসজিদ।	

	গ্রাম: শৌলা, ইউনিয়ন: কালাইয়া	
38.	বাউফল কাচারী বাড়ী (উপজেলা ভূমি অফিস) গ্রাম: বাউফল, ইউনিয়ন: বাউফল পৌরসভা	
39.	কালিবাড়ী মন্দির গ্রাম: নওমালা, ইউনিয়ন: নওমালা	
40.	মদন পুরা গাঙ্গুলী জমিদার বাড়ী গ্রাম: মদন পুরা, ইউনিয়ন: মদন পুরা	
41.	কালী ঠাকুর রানী মন্দির গ্রাম: বট কাজল, ইউনিয়ন: ১৪ নং নওমালা	
42.	খন্দকার বাড়ী (শের-ই-বাংলা কর্তৃক পূর্ব পুরুষের বাড়ী) গ্রাম: বিল বিলাস, ইউনিয়ন: ১২ নং বাউফল	
43.	কনকদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস গ্রাম: কনকদিয়া, ইউনিয়ন: কনকদিয়া	
44.	গোসিঙ্গা মিঞা বাড়ী (জমিদারবাড়ী) গ্রাম: গোসিঙ্গা, ইউনিয়ন: ১২ নং বাউফল	
45.	মধ্য মদনপুরা, লালু শিকদার বড় জমিদার বাড়ি গ্রাম: মদনপুরা, ইউনিয়ন: মদনপুরা	
46.	দাসপাড়া মা মনসা মন্দির। গ্রাম: দাসপাড়া, ইউনিয়ন: দাসপাড়া	

আ: রাজ্জাক শিকদার বাড়ী (গওর বাড়ী)

অবস্থান: গ্রাম: মেহেন্দীপুর, ইউনিয়ন: ধুলিয়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: চাঁদকাঠি, জে.এলনং: ৪৮, দাগ নং: ৪০৭৩, খতিয়ান নং: ৯৩

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫১৮১২° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫৬৪৫৮° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয় ভাবে আ: রাজ্জাক শিকদার বাড়ী বা গওর বাড়ী নামে পরিচিত। শিকদার বাজারের উত্তর দিকে বাজারের সাথেই এর অবস্থান। বৃটিশ নির্মাণ শৈলীর আদলে বড় ইট, চুন, সুরকী, রড, সিমেন্ট ও বালির মসলা দ্বারা নির্মিত এই দুই তলা বিশিষ্ট বাড়ী। বাড়ীটির বর্তমান মালিক তথ্য দাতার সূত্রমতে বাড়ীটির বয়স ৯০ বছর। দক্ষিণ মূখী বাড়ীটির সম্মুখ ভাগে বিভিন্ন ধরণের ফুল লতা পাতার বাহারী অলংকরণ। ভবনটির দৈর্ঘ্য- ৫৪'-১১", প্রস্থ- ২৪'-৯", দেয়ালের পূরত্ব- ২২" সামনে খোলা বারান্দা। বারান্দার ভিতরে দরজা জানালার উপরে বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ রয়েছে। বারান্দার পূর্ব-পশ্চিমে একটি করে ২টি দরজা, বারান্দার উত্তর দিকে মূল কক্ষে প্রবেশের জন্য ২টি দরজা। মূল কক্ষের দুই পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিমে ২টি করে ৪টি কক্ষ আছে। বাড়ীর অভ্যন্তরে মূল কক্ষ (মাঝের কক্ষ) সহ মোট-৫ টি কক্ষ।

আ: রাজ্জাক শিকদার বাড়ী (গওর বাড়ী)

বাড়ীটির নীচ তলায় ছাদে কাঠের বিম ও কড়ি বর্গা দেওয়া। ছাদ, কড়ি বর্গা ও বিমের নীচে চার দিকে লতা পাতার অলংকরণ আছে। মাঝের মূল কক্ষের ভিতরে পূর্ব পশ্চিমের কক্ষে প্রবেশের জন্য দুইটি দরজা, উত্তর দেয়ালে একটি দরজা, দরজা পূর্ব পার্শ্বে একটি জানালা। মূল (মধ্যবর্তী) কক্ষের পশ্চিম-উত্তর কোণে দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য সিঁড়ি। পূর্ব পশ্চিম দেয়ালে ১+১=২ টি কুলঙ্গী। সকল কক্ষের মেঝেতে সিমেন্ট বালির ব্যবহার এবং মোটা দেয়ালে চুন, সুরকী ব্যবহার করেছে।

দ্বিতীয় তলার কক্ষ গুলো নীচ তলার কক্ষ বরাবর এবং একই প্যার্টানের। ২য় তলার ছাদে রড, আস্তর ইট এবং সিমেন্ট ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় তলায় ছাদে মূল মাঝের কক্ষে একটি মাত্র লোহার বিম ব্যবহার করেছে। অন্যান্য কক্ষে কোন বিম ব্যবহার করা হয়নি। দ্বিতীয় তলায় ছাদে ব্যবহৃত রডসহ ছাদের পূরত্বের অর্ধাংশ রড সহ খসে পড়েছে। প্রতিটি কক্ষেরই এখন রডের উপরে যে ইট ব্যবহার করছে তা দেখা যায়। ছাদটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছে। যে কোন সময় ধ্বসে পড়বে বলেই ধারণা।দ্বিতীয় তলা থেকে ছাদে উঠার জন্য পশ্চিম-উত্তর দিকের কক্ষের পশ্চিম উত্তর কোণে সিঁড়ি আছে।

ছাদের চারদিকে রেলিং এর মধ্যেবর্তী স্থানে ডিম্বাকার নক্সা দেখা যায়। বাড়ীটির চারদিকের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্থ এবং দ্বিতীয় তলাটি ছাদ অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছে। নীচ তলা তুলনামূলক কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে। নীচ তলার ছাদের বিম ও কড়ি বর্গা মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে। নীচ তলার পূর্ব দিকের কক্ষ দুইটি বর্তমান ব্যবহৃত হচ্ছে না বন্ধ করে রাখা আছে। প্রত্নস্থান হতে পূর্ব দিকে ২ কি.মি. দূরত্বে তেতুলিয়া নদী, দক্ষিণ দিকে ২০০'-০" দূরত্বে একটি এবং ৫০'-০" দূরত্বে একটি, মোট দুটি পুকুর অবস্থিত। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক মো: বাবলু শিকদার এবং এ. কে. এম নুরুল হুদা (লিটু শিকদার)। বর্তমানে এখানে একটি পরিবার বসবাস করছে।

আনু শিকদার বাড়ীর এক গম্বুজ বিশিষ্ট জোড়া মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: উত্তর কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: কাছিপাড়া, জে.এলনং: ২, দাগ নং: ১০৬, খতিয়ান নং: ১০৮৮, (জমির পরিমাণ -৬ শতক)

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫১৯১৬° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৬৩৩৫° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয় ভাবে আনু শিকদার বাড়ীর এক গম্বুজ বিশিষ্ট জোড়া মসজিদ নামে পরিচিত। পাশাপাশি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ২টি জোড়া মসজিদ রয়েছে। একটি দক্ষিণ দিকে, অপরটি তারই পার্শ্বে ৬'-০" দূরত্বে উত্তর দিকে অবস্থিত। কাছিপাড়া বাজার থেকে ৩ কি.মি. উত্তরে এবং বহের চর বাজার থেকে ৩ কি.মি. দক্ষিণে এই প্রত্নস্থানের অবস্থান।

১ম মসজিদ: দক্ষিণ পার্শ্বের মসজিদ ক্ষুদ্রাকার প্রত্নস্থাপনাটি ছোট পাতলা সাইজের ইট ও চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা তৈরী। (স্থানীয় সূত্র মতে) আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ বছরের পুরানো ক্ষুদ্রাকার মসজিদ বা উপাসনালয়। মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট, চার কোনে চারটি অক্টোকোনাল কর্ণার টারেট, টারেটের উপর ছাদ বরাবর ক্ষুদ্রাকার গোলাকার কক্ষ (বক্সা) চার দিকে জানালার ন্যায় কিছু ফাঁকা নক্সা তার উপরে ছোট গোলাকার গম্বুজ।

আনু শিকদার বাড়ীর এক গম্বুজ বিশিষ্ট জোড়া মসজিদ

মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ১৪'-৪", প্রস্থ- ১৪'-৪", দেয়ালের পূরত্ব- ২৮" ইটের পরিমাপ ৬"×৬"×১.১/২", ৯"×৭"×১.১/২" উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব দিকের দেয়ালে একটি করে দরজা। পশ্চিম দেয়ালে কোন মেহরাবের চিহ্ন নেই। দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমানে ভেঙ্গে গিয়ে জানালার মত ফাঁকা দেখায়। দক্ষিণ পার্শ্বের দেয়ালে

দরজার পশ্চিম পার্শ্বে উপর নীচে ২টি কুলঙ্গী এবং পূর্ব পাশে ১টি কুলঙ্গী। পূর্ব দেয়ালে দরজার দুই পাশে ২টি কুলঙ্গী, উত্তর দেয়ালে ও দেয়ালে দরজার পার্শ্বের উপর নীচে ২টি কুলঙ্গী। মসজিদটির ভিতরে দৈর্ঘ্য- ৭'-৪", প্রস্থ- ৭'-২" পূর্ব দিকের দরজাটি আকারে একটু বড়। উচ্চতা - ৬'-৫", প্রস্থ- ০'-৩০" উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজার উচ্চতা- ৫'-৬", প্রস্থ- ০'-২৮" বর্তমানে মসজিদটি জরাজীর্ন, ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের উপর চারদিকে পরগাছার শিকড় দ্বারা বেষ্ঠিত। শিকড় গুলো দেয়াল, ছাদ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করছে। কর্ণার টারেটসহ চারদিকের দেয়ালের বাহিরের অংশ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। লবনাক্ততায় ইট গুলো ক্ষয় প্রাপ্ত। দীর্ঘদিন পরিত্যাক্ত, অযত্ন, পূর্ণ সংস্কার না করায় বেশী ক্ষতিগ্রস্থ।

<u>উত্তর দিকের ২য় মসজিদ:</u>

৬'-০" দূরত্বে এ মসজিদটির অবস্থান । এ মসজিদটি দক্ষিণ পার্শ্বের মসজিদটির পরিমাপ ও দরজা ও ভিতরের পরিমাপ একই। পার্থক্য শুধু কর্ণার টারেট ৪টি গোলাকার। উত্তর ও পূর্ব দেয়ালের ২টি করে কুলঙ্গী আছে। পশ্চিম দেয়ালে আয়তাকার। ক্ষতিগ্রস্থতার দিক দিয়ে মসজিদ দুটি একই রকম। প্রত্নস্থান হতে উত্তর দিকে ১০০০'-০" দূরত্বে কারখানা নদী, দক্ষিণে ১০০'-০" দূরত্বে একটি পুকুর অবস্থিত। প্রত্নস্থান ব্যবহারকারীরা উক্ত পুকুরটি ব্যবহার করতেন বলেই ধারণা করা যায়। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: দুলাল শিকদার গং ও সিদ্দিক শিকদার। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

আনু শিকদারের পুরাতন বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: উত্তর কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: কাছিপাড়া, জে. এলনং: ২, দাগ নং: ১০৭১/১৭১২, খতিয়ান নং: ৪০৪, (জমির পরিমাণ -৬ শতক)।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫১৮৮৮° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৬৩৬৪° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে আনু শিকদারের পুরাতন বাড়ি নামে পরিচিত। কাছিপাড়া বাজার থেকে ৩ কি.মি. উত্তরে এবং বহের চর বাজার থেকে ৩ কি.মি. দক্ষিণে এই প্রত্নস্থানের অবস্থান। **এই** প্রত্নস্থাপনাটি ছোট সাইজের পাতলা ইট ও চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা তৈরী (স্থানীয় সূত্র মতে) আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ বছরের পুরানো এই প্রত্নস্থাপনাটি। বাড়ীটির দৈর্ঘ্য- ৪৫'-০", প্রস্থ- ২৭'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ২'-৬" ইটের পরিমাপ ৯"×৭"×১.১/২", ৮"×৭"×১.১/২" ৭"×৬"×১.১/২" প্রত্নস্থাপনাটি উত্তরমূখী, প্রত্নস্থাপনার সম্মুখ ভাগের দেয়াল বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ খোচিত। প্রত্নস্থাপনার সম্মুখ ভাগ দরজা (প্রবেশদ্বার) ৩টি, এবং দুই প্রান্তে কুলঙ্গী ন্যায় জানালা ২টি, দরজা ও জানালা দেয়ালে ভিতরে দিকে সমান বাহিরে কিছু অংশ আর্চ সিস্টেমে খিলানোর মত। দরজা ও কুলঙ্গীর উপর নক্সা , দরজা ও জানালার দুই পার্শ্বেই টারেট আকৃতির চিকন লম্বা ছাদ পর্যন্ত দন্ডায়ন নক্সা।

আনু শিকদারের পুরাতন বাড়ি

সামনে খোলা বারান্দা, বারান্দার দুই পার্শ্বে পূর্ব পশ্চিমে দুইটি দরজা, বারান্দার ভিতরে মূল কক্ষের দেয়ালে ৪টি দরজা। দরজার প্রস্থ- ৪৩", ৪টি দরজার মধ্যে ৩টি কক্ষে প্রবেশের জন্য এবং ১টি পশ্চিম প্রান্তের সিঁড়িতে উঠার জন্য। বড় একটি কক্ষের দুই প্রান্তে ২টি দরজা এবং পূর্ব প্রান্তে ছোট কক্ষে প্রবেশের জন্য ১টি দরজা। পশ্চিম দেয়ারে দক্ষিণ কোন সংলগ্ন সিঁড়ি, ছাদে উঠার জন্য সিঁড়িতে উঠার জন্য ১ টি দরজা। বারান্দার দেয়াল গাত্রে ৭টি কুলঙ্গী, কুলঙ্গীর উপরে আয়তাকার বক্সা নক্সা, বারান্দার দৈর্ঘ্য- ৪১'-০", প্রস্থ- ৮'-০", মূল বড়

কক্ষটির দৈর্ঘ্য- ২৫'-৩", প্রস্থ- ১২'-৪", মূল কক্ষের দক্ষিণের দেয়ালে দুই পাশে ২টি জানালা, ৫টি কুলঙ্গী ১টি কুলঙ্গীতে নক্সা আছে।

পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ কোনে সিঁড়ির নীচে ব্যবহারের জন্য একটি ছোট আকৃতির খোলা দরজা। দরজার উত্তর দিকে দেয়াল গাত্রে ২টি কুলঙ্গী মূল কক্ষ থেকে পূর্ব কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে একটি দরজা আছে। দরজার দুই পার্শ্বে ২টি কুলঙ্গী।

ছাদ: ছাদের মাঝের কিছু অংশ সমান্তরাল এবং চারদিকে চার চালা আকৃতির নৌকার ছইয়ার মত /ধনুকের ন্যায় কিছুটা বাঁকানো।

পূর্ব কক্ষ: পূর্ব কক্ষের দৈর্ঘ্য- ১২'-৪", প্রস্থ- ৯'-৭", পূর্ব কক্ষের দক্ষিণে দেয়ালে একটি জানালা । জানালার দুই পার্শ্বে ২টি কুলঙ্গী। পূর্ব দেয়ালের মধ্যেবর্তী স্থানে একটি খোলা দরজা। দরজার দুই পার্শ্বে উপরে নীচে খাড়া ছোট ছোট আকৃতির ২ টি করে ২+২=৪ টি কুলঙ্গী আছে। ছোট কুলঙ্গী দুই পার্শ্বে ২টি বড় কুলঙ্গী আছে।

পূর্ব দেয়ালের দরজার বাহিরে আলাদা ভাবে কোন কিছু একটা করা বর্ধিত কক্ষের দেয়ালের ভগ্নাংশের চিহ্ন দেখা যায়। বর্ধিত অংশ মুল ভবন থেকে আলাদা, মুল ভবনের ছাদের থেকে বর্ধিত অংশের ছাদ অনেক নীচে এবং মেঝে ও মূল ভবনের মেঝের অনেক নীচে। মূল ভবনের সাথে উক্ত কক্ষের কোন সংস্পর্কযুক্ত নয়। আলাদা ব্যবস্থাপনা উত্তর দিকের দেয়ালে ১টি দরজা। দরজার দুই পার্শ্বে ২টি কুলঙ্গী।

বাড়ীটি বর্তমানে জরাজীর্ণ । বিভিন্ন ধরনের পরগাছা দ্বারা বেষ্ঠিত। পরগাছার শিকড় দেয়াল গাত্রের ভিতরে প্রবেশ করছে। ছাদ ও দেয়ালে ফাটল। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত ও সংস্কার না করায় অযত্ন অবহেলায় মূলত ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থতার মূল কারণ। প্রত্নস্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১২০০'-০" দূরত্বে কারখানা নদী, দক্ষিণে ১৫০'-০" দূরত্বে পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থান সাথে পুকুরের সম্পর্ক ছিল। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: দুলাল শিকদার গং ও সিদ্দিক শিকদার। এর ১০০'-০" দূরত্বে উত্তর পশ্চিম এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাশাপাশি দুইটি জোড়া মসজিদ রয়েছে।

মধ্য কাছিপাড়া তালুকদার বাড়ীর বৈঠকখানা

অবস্থান: গ্রাম: মধ্য কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: কাছিপাড়া, জে.এলনং: ৫২, দাগ নং: ৪৩৭, খতিয়ান নং: ২।
ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫০৭৯৭° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৫৫৩৫° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে মধ্য কাছিপাড়া তালুকদার বাড়ীর বৈঠকখানা নামে পরিচিত। কাছিপাড়া বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিম দিকে প্রত্নস্থানের অবস্থান। তথ্য দাতার বর্ণনা মতে এই বৈঠক খানাটির আনুমানিক বয়স ৪০০ বছর। পাতলা ছোট সাইজের ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত । স্থাপনাটি পূর্বমূখী, বর্তমানে স্থাপনার সামান্য অংশই টিকে আছে। স্থাপনার মূল অধিকাংষটুকুই ধ্বংশ প্রাপ্ত ও বিলুপ্ত। বর্তমানে টিকে থাকা দৃশ্যমান অংশ টুকুর দৈর্ঘ্য- ২০'-০", প্রস্থ- ৮'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ২'-০", ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.১/২", ৯"×৭"×১.১/২"। স্থাপনার সম্মুখ ভাগ পূর্ব দিকে একটি দরজা। পিছন দেক (পশ্চিম দিকে) ফ্লোর লেভেলে দরজার ন্যায় ফাঁকা স্থান দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১+১=২ টি কুলঙ্গী দেখা যায়।

মধ্য কাছিপাড়া তালুকদার বাড়ীর বৈঠকখানা

টিকে থাকা অংশটুকু জরাজীর্ণ পরগাছা বট গাছের শিকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ দেয়ালের ইট গুলো খসে পড়ছে। এখানে আরো স্থাপত্য নিদর্শন ছিল বলে স্থানীয়রা জানায়। বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখানে কোন ধরনের স্থাপনা ছিল সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রত্নস্থান হতে পশ্চিম দিকে ১ কি.মি. দূরত্বে কবাই নদী রয়েছে। প্রত্নস্থাপনা সংলগ্ন ২০'-০" দূরত্বে উত্তর পশ্চিম কোণে পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থান সাথে পুকুরের সম্পর্ক ছিল। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মৃত: বেহের আলী তালুকদার গং।

পশ্চিম কাছিপাড়া গনি মৃধা পুরাতন বাড়ী

অবস্থান: গ্রাম: পশ্চিম কাছিপাড়া, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: কাছিপাড়া, জে. এলনং: ২, দাগ নং: ৩৯১/৪৫১, খতিয়ান নং: ৫৭৫।

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫১০৯৩° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৫০৯৮° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে পশ্চিম কাছিপাড়া গনিমৃধা পুরাতন বাড়ী নামে পরিচিত। পশ্চিম কাছিপাড়া কারখানা নদী লঞ্চ ঘাট থেকে ১ কি.মি. পূর্ব দিকে এবং কাছিপাড়া বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিম এই প্রত্নস্থানের অবস্থান। স্থাপনাটি ছোট পাতলা সাইজের ইট ও চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা তৈরী)স্থারীয় মালিক সুত্র) আনুমানিত ৪০০-৫০০ বছর পূর্বের তৈরী এই প্রত্নস্থাপনা। বাড়ীটির দৈর্ঘ্য- ৪৮'-১১", প্রস্থ- ২৫'-৩", দেয়ালের পূরত্ব- ৩'-০" ইটের পরিমাপ ৯"×৬"×১.১/২", ৮.১/২"×৭"×১.১/২" বাড়ীটির সম্মুখ ভাগের দেয়ালের উপরে আর্চ নক্সা। সম্মুখ ভাগের দুই কর্ণারে চিকন টারেট নক্সাযুক্ত। বাড়ীটি পশ্চিমে মূখী । সামনে খোলা বারান্দা, ভিতরে মূল কক্ষ ১টি মূল কক্ষের দুই পাশে ২টি ছোট কক্ষ আছে। মাঝের বড় কক্ষের দৈর্ঘ্য- ১৪'-১০", প্রস্থ- ১২'-০", মাঝের কক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষের দৈর্ঘ্য- ১২'-১০", প্রস্থ- ১০'-৯", মাঝের কক্ষের উত্তর দিকের কক্ষের দৈর্ঘ্য- ১২'-০", প্রস্থ- ৮'-৪", বারান্দার প্রবেশ ও বাহিরের জন্য ৩টি দরজা (সামনের পশ্চিম দেয়ালে) দরজার দুই পাশে উত্তর ও দক্ষিণ কোনে দুই ১+১=২টি জানালা ন্যায়। বারান্দার উত্তর দিকে সিঁড়ি ছাদে উঠার জন্য।

পশ্চিম কাছিপাড়া গনি মৃধা পুরাতন বাড়ী

সিঁড়ির প্রবেশের জন্য উত্তর দেয়ালে ১টি দরজা। খোলা বারান্দা থেকে ভিতরের কক্ষের প্রবেশের জন্য কক্ষ বরাবর প্রতিটিতে ১টি করে দরজা আছে। মাঝের প্রধান দরজার দুই পার্শ্বের দেয়াল গাত্রে উপর নীচ করে ছোট আকারে ২টি করে ছোট ৮টি কুলঙ্গী পার্শ্বে (৮টি কুলঙ্গী মাঝে) বড় আকৃতির একটি করে দুই দিকে ২টি করে কুলঙ্গী আছে। ৩টি দরজা উপরে দেয়াল গাত্রে জ্যামিতিক নক্সা আছে। বারান্দার ছাদ (নৌকার ছইয়া) ধনুকের ন্যায় বাকানো। মাঝের প্রধান কক্ষের ৩টি দরজা। পশ্চিম পাশে ১টি দরজা। উত্তর ও দক্ষিণ পাশে কক্ষ বরাবর ১টি করে ২টি দরজা। উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দরজার দুই পার্শ্বে ১+১=২ টি করে কুলঙ্গী আছে। পূর্ব দেয়ালে

৫টি কুলঙ্গী আছে। প্রতিটি কুলঙ্গীর উপরে দেয়াল গাত্রে আয়তকার বক্স নক্সা। ছাদ চার চালা (নৌকার ছইয়া) ধনুকের মত কিছুটা বাকানো। মাঝের কিছু অংশ সমান্তরাল।

দক্ষিণ দিকের কক্ষে: পশ্চিম দেয়ালের দরজার দক্ষিণ কোনে ১টি কুলঙ্গী দক্ষিণ দেয়াল গাত্রের ভিতর কুলঙ্গী। পূর্ব দেয়াল ৩টি কুলঙ্গী ছাদ মাঝের কিছু অংশ সমান্তরাল এবং চার দিকে (নৌকার ছইয়া) ধনুকের ন্যায় বাকানো।

উত্তর দিকের কক্ষ: পশ্চিম দিকে দেয়াল ১টি দরজা। উত্তর দেয়ালে ৩টি কুলঙ্গী ও উত্তর দিকে সিঁড়ি কক্ষের সিড়ির নীচের অংশে প্রবেশের জন্য অন্দর কক্ষ ১টি দরজার ন্যায় (ছোট আকারে) খোলা রাখা হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি কুলঙ্গী, ছাদ অন্যান্য কক্ষের ন্যায় একই পদ্ধতিতে।

বর্তমান অবস্থান: ছাদে এবং দেয়ালে বড় বড় ফাটল। বড় বড় পরগাছার (বট গাছ) শিকড় ছাদ ও দেয়াল ভেদ করে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষতি সাধন করছে। বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করছে। বাহিরের দেয়াল গাত্রের ইট গুলো লবনাক্ততায় (টেম্পার) হারিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত ও খসে পড়ছে। স্থাপনাটি খুবই জরাজীর্ণ। বাড়ীটির চারদিকে বাউন্ডারী (বেষ্টনী প্রাচীর) ছিল।

বি:দ্র: এই প্রত্নস্থানের পূর্ব দিকে ৬০'-০" দূরত্বে ১টি পুরাতন মসজিদ ছিল। বর্তমান ও আছে। ঐ মসজিদটি পুরানত্বকে সম্পূর্ণ বিলীন করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পরিবর্তন পরিবর্ধণ সম্পসারণ করে আধুনিকায়ন টাইলস করা হয়েছে। এবং ৫০'-০" দূরত্বে পশ্চিমে গোসল খানা ছিল। যা এখন সম্পূর্ণ বিলীন। নীচে ভীতের সামান্য কিছু ইট দৃশ্যমান। প্রত্নস্থান হতে পশ্চিম দিকে ১ কি.মি. দূরত্বে কারখানা নদী এবং প্রত্নস্থাপনা সংলগ্ন পূর্ব উত্তর কোনে ৫০'-০" দূরত্বে পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থানের ব্যবহাবকারীরা ব্যবহার করত। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: সাহানুর মৃধা। স্থাপনাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ কথিত ঈষাখান নির্মিত সোবেদার মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: গোয়ালিয়া বাঘা, ইউনিয়ন: ৫নং সূর্যমনী, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: গোয়ালিয়া বাঘা, জে. এল নং: ৩৫, দাগ নং: ৯৪৮, খতিয়ান নং: ৩৩৮

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৫০৪৭৪° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫৩০৭৮° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ কথিত ঈষাখান নির্মিত সোবেদার মসজিদ নামে পরিচিত। সূর্যমনী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উত্তর দিকে (শেষ প্রান্তে) আনুমানিক ২ কি.মি. দূরে এই মসজিদের অবস্থান। চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদটি পাতলা ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন। ৪টি কর্ণার টারেট ও ৩ টি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ছিল। (বর্তমানে গম্বুজ ধ্বংস প্রাপ্ত)। মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ৩৯'-১০", প্রস্থ- ১৮'-৮", দেয়ালের পূরত্ব- ০'-৩০" ইটের পরিমাপ দেওয়া হয় নাই । ইট দেয়ালের ইট নতুন ভাবে বালি সিমেন্ট দিয়ে আস্তর করে ঢেকে দেয়া হয়েছে। মসজিদটির মালিকদের তথ্য মতে ১৯৬৩ খ্রি: তিনি সহ এলাকার লোকজন মিলে মিশে জরাজীর্ণ ভেঙ্গে যাওয়া গম্বুজ গুলো ভেঙ্গে আধুনিক সিমেন্ট বালি রড দিয়ে নতুন ভাবে সমান্তরাল ছাদ নির্মাণ করেছেন এবং মেহরাব ভেঙ্গে নতুন নক্সাসায় নতুন ভাবে বর্ধিত আকারে তৈরী করেছেন। দেয়ালে ও মেঝেতে সিমেন্ট বালি দ্বারা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিনের মূল দেয়াল ভেঙ্গে জানালা তৈরী করা হয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে প্রবেশ পথের জন্য তিনটি দরজা চিল। দরজা গুলো আর্চ সিস্টেমে খিলান ছিল। এখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে গোলাকার আকৃতির করা হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৬টি কুলঙ্গী আছ। বর্তমানে ছাদের আধুনিক আস্তর খসে খসে পড়ছে । ছাদের রড ও কংকিট দেখা যাচ্ছে। মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব দিকে একত্রি করণ করে আধুনিক ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে নতুন বারান্দা তৈরী করা হয়েছে। বারান্দার উপরে কাঠ,টিন দিয়ে ছাউনী দেয়া হয়েছে। এবং বারান্দার সামনে পাকা ঈদগা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে এই মসজিদটিকে আধুনিকায়ন করে নতুন রূপ দেয়া হয়েছে।

প্রত্নস্থান হতে উত্তর দিকে ১/২ কি.মি. দূরত্বে আলগী নদী। মসজিদ থেকে নদী পর্যন্ত রাস্তা ও ঘাট ছিল। এখন বিলুপ্ত। মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব দিকে পুকুর আছে। পুকুরটির আয়তন ১২৮ শতাংশ। মসজিদটিতে বর্তমানে জুম্মার নামাজ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় হয়। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক তিনজন। যথা: মো: মোজাম্মেল হক খন্দোকার, মো: চুন্নু খন্দোকার এবং মো: বানী খন্দোকার।

সরদার বাড়ী পুরানো মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: পাকডাল, জে. এল নং: ৪, দাগ নং: ২৬৭৫, খতিয়ান নং: ৪৩১

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৯৫৬০° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৫০০৬° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে সরদার বাড়ি পুরানো মসজিদ নামে পরিচিত। বগা বন্দর থেকে ৮ কি.মি. দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। পাতলা ইট ও চুন-সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত আনুমানিক ৪০০ বছরের পুরানো মসজিদ। মসজিদের চার দিকে চারটি অক্টোকোনাল কর্ণার টারেট, টারেটের উপর ৪টি ছোট আকারের গম্বুজ ছিল। ছাদের উপর কোন গম্বুজ ছিল না। মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ৩৯'-০", প্রস্থ- ২০'-৫", দেয়ালের পূরত্ব- ০'-৩৪"। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৯"×৬"×১.১/২", ৯"×৭"×১.১/২" এবং ৮"×৬"×১.১/২"। মসজিদটি পূর্ব মূখী, প্রবেশ দ্বার দরজা ৩টি। দরজার প্রস্থ ৩'-০" উচ্চতা-৬'-৪" পূর্ব দিকে সম্মুখ ভাগের বর্হিপার্শ্বের দেয়ালে ফুল লতা-পাতা ও প্যাঁচানো নক্সা, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তুলনা মূলক কম নক্সা। নক্সা গুলো ক্ষয়প্রাপ্ত। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে মেহরাবের নক্সা আছে। মেহরাবের বর্ধিত অংশ নেই। মেহরাবের প্রস্থ- ৩'-৭" এবং উচ্চতা-৬'-২"। মেহরাবের দুই পাশে ক্ষতিগ্রস্ত। ভিতরের ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু অংশ সমান্তরাল (নক্সাযুক্ত) হলেও চারদিকে চার চালা আকৃতির ন্যায় (নৌকার ছইয়ার)/ সামান্য ধনুকের মত বাঁকানো।

সরদার বাড়ী পুরানো মসজিদ

মসজিদটির উপর পরগাছার শিকড় দ্বারা বেষ্টিত। কিছু কিছু শিকড় দেয়াল ভেদ করে ভিতরে ও প্রবেশ করেছে। দেয়ালে ফাটল । আস্তর ও ইট খসে পড়ছে। বর্হি দেয়ালের অংশে ইট গুলো লবনাক্ততায় বেশী আক্রান্ত। কর্ণার টারেটের ইট গুলো খুলে পড়ছে। ছাদ দিয়ে পানি ভিতরে প্রবেশ করছে। মসজিদের সামনের পুকুরে সান বাঁধান ঘাট ছিল। এর অস্তিত্ব এখন বিলীন। প্রত্নস্থান হতে পশ্চিম দিকে ১ কি.মি. দূরত্বে

সোনাকান্দা নদী রয়েছে। প্রত্নস্থান সংলগ্ন পূর্ব দিকে পুকুর। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: রাজ্জাক সরদার, মো: শহিদ সরদার এবং মো: আমির আলী সরদার গং। এর কাছাকাছি ৬০০'-০" দূরত্বে দক্ষিণ দিকে ২টি প্রত্নস্থাপনার অবস্থান। একটি খান বাড়ী এক গম্বুজ মসজিদ। অন্যটি প্রত্নস্থাপনার শুধু নীচের ভিত টুকুর দৃশ্য কি শনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

খান বাড়ী এক গম্বুজ মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: পাকডাল, জে.এলনং: ৪, দাগ নং: ২৬৭৮, খতিয়ান নং: ৫১০

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৯৫৯° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৪৯৯০° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে খান বাড়ী এক গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। পটুয়াখালী জেলার বাউফিল উপজেলার বগা বন্দর থেকে ৮ কি.মি. দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। আনুমানিক ৩০০-৩৫০ বছরের পুরানো পাতলা ইট ও চুন , সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এই এক গম্বুজ বিশিষ্ট চারটি অক্টোকোনাল কর্ণার টারেট বিশিষ্ট ছোট আকৃতির মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ৮'-০", প্রস্থ- ৮'-০", দেয়ালের পূরত্ব- ২'-০" পূর্ব দিকে আর্চ সিস্টেমে খিলান দরজা, দরজার প্রস্থ ২'-৭" ও উচ্চতা-৫'-০" । পশ্চিম দিকে কম গভীরের দক্ষিণ দিকের কুলঙ্গী টি দেয়াল সহ ভাঙা। এই স্থাপনার চারটি কর্ণার টারেটের উপরের অংশ ভাঙ্গা ও বিচ্ছিন্ন নীচের কিছু অংশ দৃশ্যমান। স্থাপনার বর্হি দেয়ালের চারপাশ লবনাক্ততায় ক্ষয় প্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ । এই মসজিদটির উপরিভাগ আগাছা, পরগাছা, বটবৃক্ষের শিকড় দ্বারা বেষ্টিত।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, এখন ছোট একটি মসজিদে একদিকে লোক নামাজ আদায় করা সম্ভব না। একক কোন বিশেষ ব্যাক্তি নামাজ পড়ত বলেই মনে হয়। (পুরুষ কিংবা মহিলা) প্রত্নস্থান হতে পশ্চিম দিকে আনুমানিক ১ কি.মি. দূরত্বে সোনাকান্দা নদী ও মিয়াল খাল দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ৯০০' দূরে অবস্থিত। প্রত্নস্থাপনা সংলগ্ন পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থাপনার উত্তর দিকে প্রায় ৫০০'-০" দূরত্বে একটি গম্বুজ বিশিষ্ট সরদার বাড়ী পুরানো মসজিদ, দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ৫০'-০" দূরত্বে আরেকটি উপরের সম্পূর্ণ অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত স্থাপনার আংশিক নীচের কিছু অংশ দৃশ্যমান। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: শামছুল হক খান, মো: ইউনুছ খান, মো: হারুন খান, মো: গিয়াস উদ্দিন খান এবং মো: রফিক খান।

মিঞা বাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: ১নং কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: পাকডাল,জে. এল নং: ৪, দাগ নং: ২৫৫৮, খতিয়ান নং: ৩০

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৯২৯° (অক্ষাংশ), ০৯০°৪৫০৩৬° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে মিঞা বাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ নামে পরিচিত। পটুয়াখালী জেলার বাউফিল উপজেলার বগা বন্দর থেকে ৮ কি.মি. দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। আনুমানিক ৪০০ বছরের পুরানো পাতলা ইট ও চুন , সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এই ৩ গম্বুজ বিশিষ্ঠ মসজিদটি। চার কোনে চারটি এবং মধ্যেবর্তী স্থানে পূর্ব দিকে ২টি এবং পশ্চিম দিকে ২টি মোট ৮টি অক্টোকোনাল টারেট, টারেটের উপরে ছোট আকারে গম্বুজ আছে। পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বারে দরজা ৩টি, পূর্ব দিকের সম্মুখে দেয়ালে লতা পাতার অলংকরণ। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে মেহরাব। মেহরাবের দুই পার্শ্বে উপরে নীচে ২টি করে ৪টি কুলঙ্গী এবং দুই পাশে আরোও ২টি কুলঙ্গী আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটি দেয়ালে ৬টি করে মোট ১২ টি খুলঙ্গী আছে। পূর্ব দেয়ালের ভিতরে মধ্যেবর্তী দরজার দুই দিকে ২টি কুলঙ্গী আছে।

মসজিদটি চুন দিয়ে সাদা রঙ করেছে। মসজিদের মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন পরিবর্ধণ করেন নাই। কিন্তু মসজিদের পুরাতন ছাদের সাথে একত্রে করণ করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে রড সিমেন্ট দিয়ে আধুনিক ছাদ ও দেয়াল দিয়ে বর্ধিত করেছে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য- ৩১'-২", প্রস্থ- ২০'-৫", দেয়ালের পূরত্ব- ০'-৩৪" এবং ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৯"×৬"×১.১/২" ও ৯"×৭"×১.১/২"। প্রত্নস্থান হতে দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ৩০০' দূরে মিঞার খাল আছে। মিঞার খাল পর্যন্ত প্রত্নস্থাপনের সাথে রাস্তা ছিল। প্রত্নস্থান সংলগ্ন পশ্চিম পাশে পুকুর রয়েছে যার পানি ব্যবহার করা হতে বলে মনে হয়।

প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক ৭ জন। যথা: মৃত: নয়া মিঞা গং, মো: ফরিদ মিয়া, মো: ফজলু মিয়া, মো: হেলাল মিয়া, মো: আনোয়ার মিঞা, মো: টিপু মিঞা ও টিটু মিঞা। প্রত্নস্থাপনা থেকে উত্তর বা পশ্চিম দিকে ২৫০'-০" দূরত্বে মিঞা বাড়ী পুরাতন বৈঠকখানা অবস্থিত। এখানে বর্তমানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুম্মার নামাজ আদায় হয়। মসজিদটি সম্পূর্ণ ভালো আছে। সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সংরক্ষণ না করলে ভবিষতে ব্যবহারকারী এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন না করে আধুনিকায়ন করতে পারে।

মিঞা বাড়ী পুরাতন বৈঠকখানা

অবস্থান: গ্রাম: পাকডাল, ইউনিয়ন: ১নং কাছিপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: পাকডাল, জে.এলনং: ৪, দাগ নং: ২৫৫৮, খতিয়ান নং: ৩০

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৯৪৬৪° (অক্ষাংশ), ০৯০.৪৫০৪৬° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে মিঞা বাড়ী পুরাতন বৈঠকখানা নামে পরিচিত। পটুয়াখালী জেলার বাউফিল উপজেলার বগা বন্দর থেকে ৮ কি.মি. দূরত্বে উত্তর দিকে এর অবস্থান। আনুমানিক ৩৫০-৪০০ বছরের পুরানো পাতলা ইট ও চুন , সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এই দুই কক্ষ বিশিষ্ঠ বৈঠকখানা। যার দৈর্ঘ্য- ২৭'-৮", প্রস্থ- ২১'-৪", দেয়ালের পূরত্ব- ০'-৩১" বৈঠকখানাটি দক্ষিণ মূখী দক্ষিণ সম্মুখ দেয়ালে ৩টি দরজা। দরজা ৩টি আধুনিক বড় ইট দ্বারা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সম্মুখ দেয়ালের দরজার পাশে ভিতরের দিকে ৪টি কুলঙ্গী আছে। দুই কক্ষের মধ্যেবর্তী স্থানে পাটিশন দেয়ালের মাঝে ১টি দরজা আছে। দরজার পার্শ্বে ছোট বড় ৬টি কুলঙ্গী আছে। সামনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের ১ম কক্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ৩+৩=৬টি কুলঙ্গী আছে। কক্ষের ছাদ মাঝের কিছু অংশ সমান। বাকী অংশ চার চালা আকৃতির (নৌকার ছইয়ার) হালকা ধনুকের মত বাঁকানো। দরজা আর্চ সিস্টেমে খিলান ।

মিঞা বাড়ী পুরাতন বৈঠকখানা

২য় কক্ষ অর্থাৎ উত্তর দিকের কক্ষের মধ্যেবর্তী পার্টির্শন দেয়ালের দরজার প্রবেশ পথের দুই পার্শের্ব ৬টি কুলঙ্গী আছে। পশ্চিম দেয়ালে ৩টি কুলঙ্গী , পূর্ব পার্শ্বের দেয়ালে খিলান দরজা প্রবেশ পথ। উত্তর পার্শ্বের দেয়ালের মধ্যেবর্তী স্থানে আর্চ সিস্টেমের বড় আকৃতির খিলান নক্সা। নক্সার দুই পাশে ৬টি কুলঙ্গী। ছাদ দক্ষিণ কক্ষের ছাদের আকৃতির ন্যায়। উত্তর দিকে প্রত্নস্থাপনার বাহিরে সংলগ্ন ছাদের উপর উঠার জন্য একটি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির তলায় সাপোর্ট দেয়াল জন্য ২টি কুলঙ্গী ন্যায় আর্চ সিস্টেমের নক্সা করা। সিঁড়ির নীচের অংশের কুলঙ্গীটি ছোট এবং সিঁড়ির উপরে (উচু) স্থানের কুলঙ্গী নক্সাটি উচু। সিঁড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ।

উপরের ছাদ সমান্তরাল স্থাপনার উপরে পরগাছা দ্বারা আচ্ছন্ন। দেয়াল গুলো ক্ষতিগ্রস্থ ফাটল, স্থাপনার বাহিরের অংশের দেয়াল লবনাক্ততায় দারুন ক্ষয়প্রাপ্ত। ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। প্রত্নস্থান হতে দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ৫৫০' দূরে মিঞার খাল এর সাথে সম্পর্ক। প্রত্নস্থান দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৩০০ ফুট দূরে একটি পুকুর ও উত্তর দিকে ২০০ ফুট দূরে আরেকটি পুকুর। স্থাপনাটির ৮০০'-০" দূরত্বে এর মধ্যে মিঞা বাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ, সরদার বাড়ী পুরাতন মসজিদ, খান বাড়ী এক গম্বুজ মসজিদ রয়েছে। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মৃত: নয়া মিঞা গং, মো: ফরিদ মিয়া, মো: ফজলু মিয়া, মো: হেলাল মিয়া, মো: আনোয়ার মিঞা, মো: টিপু মিঞা ও টিটু মিঞা।

তালুকদার বাড়ী পুরাতন মসজিদ কথিত ঘসেটি বিবির মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: শৌলা, ইউনিয়ন: কালাইয়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: শৌলা, জে.এলনং: ১২৫, দাগ নং: ২৩৯, খতিয়ান নং: ২৪৯

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৭২৬৩° (অক্ষাংশ), ০৯০.৬১০৬৭° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে তালুকদার বাড়ী পুরাতন মসজিদ কথিত ঘসেটি বিবির মসজিদ নামে পরিচিত। বাউফিল উপজেলার কালাইয়া বাজার থেকে ২ কি.মি. দূরত্বে উত্তর দিকে উত্তর শৌলা গ্রাম অবস্থান। স্থানীয় জন শ্রুতি অনুযায়ী বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের শৌলা গ্রামে বাংলার নবাব সিরাজ-উল- দৌলার খালা ঘসেটি বিবি কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদ প্রত্নস্থাপনা আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে তৈরী এই স্থাপনায় নির্মাণ কাজে পাতলা ইট ও চুন , সুরকীর মসলা ব্যবহার করেছেন। পূর্বমূখী এই দুই তলা বিশিষ্ঠ প্রত্নস্থাপনার (মসজিদ) বাহিরের দৈর্ঘ্য- ২৬'-০", প্রস্থ- ২৬'-০", বাহিরের দেয়ালের পূরত্ব- ০'-২৫" প্রত্নস্থাপনার সম্মূখ ভাগে পূর্ব দিকে ৩টি প্রবেশ দ্বার ছিল যা আর্চ সিস্টেমে খিলান। প্রত্নস্থাপনার মূল কক্ষের চার দিকে বারান্দা। বারান্দার মধ্যবর্তী স্থানে মূল কক্ষ, মূল কক্ষের পরিমাপ দৈর্ঘ্য- ১৩'-৪", প্রস্থ- ১৩'-৪", দেয়ালের পূরত্ব- ০'-২৫" মূল কক্ষের চার দিকে উন্মক্ত, সম্ভবত প্রদক্ষিণ কাজে ব্যবহার হত। মূল কক্ষের পূর্ব দিকে একটি আর্চ সিস্টিমে খিলান দরজা । প্রদক্ষিণ পথের পূর্ব দিকের ফাঁকা স্থানের পরিমাপ ৫'-০", উত্তর দিকে ৫৩", পশ্চিম দিকে ৫০", ও দক্ষিণ দিকে ৫৩", প্রদক্ষিণ বা খোলা বারান্দার উপরে ছাদ দেখতে নৌকার ছইয়া বা আংশিক ধনুকের মত বাঁকানো।

তালুকদার বাড়ী পুরাতন মসজিদ কথিত ঘসেটি বিবির মসজিদ

ভিতরের মূল কক্ষের ছাদ মাঝের কিছু অংশ সমান । কিন্তু চার দিকে চার চালার ন্যায় সেইফ(বাঁকানো)। মূল কক্ষের ভিতরে পশ্চিম দিকে আর্চ সিস্টেমের ফেম বর্ধিত মেহরাব বা চেম্বার আছে। পরিমাপ ২৬" মূল মেহরাব

বা চেম্বারের দুই পার্শ্বে উপরে নীচে ছোট আমার ২টি করে মোট ৪টি কুলঙ্গী আছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটিতে পাশাপাশি ৩টি করে কুলঙ্গী বা চেম্বার আছে। মেঝেটি কাঁচা। বারান্দার মেঝেও কাচা। মূল ভবনের বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ কোনে ৪১টি আর্চ সিস্টেমে খিলান দরজা আছে। বাহিরের দেয়ালের ভিতরের দেয়াল গাত্রের দিকে পশ্চিম পার্শ্বে ৬টি কুলঙ্গী আছে। কুলঙ্গী পরিমাপ- ১৭" পশ্চিম দিকের উত্তর কোনে বড় আকারের ১টি কুলঙ্গী দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটিতে ৩টি করে কুলঙ্গী বা চেম্বার আছে। বর্তমানে কুলঙ্গী গুলো ভেঙ্গে বিকৃত করা হয়েচে।। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল গাত্রে বাহিরর (বর্হি) পাশে আর্চ সিস্টেমে খিলান নক্সা পরিলক্ষিত হয়। স্থাপনার পশ্চিম দিকে ২য় তলায় উপরে উঠার সিঁড়ি ছিল।

বর্তমানে তা ধ্বংশ প্রাপ্ত। কিছু নমুনা এখনও দৃশ্যমান। উপরের তলায় (২য় তলা) নীচ তলার (১ম তলায়) মূল কক্ষ বরাবর ২য় তলার উপরে এক গম্বুজ বিশিষ্ট চার কোনে ৪টি অক্টোকোনাল কর্ণার টারেট বিশিষ্ট একটি গম্বুজ সহ কক্ষ দেখা যায়। ২য় তলার কক্ষের পূর্ব দিকে একটি খোলা দরজা বা প্রবেশ পথ আছে। উত্তর পশ্চিমে,দক্ষিণের দেয়ালে কোন দরজা না থাকলেও দরজা ন্যায় আর্চ সিস্টেমে খিলান নক্সা আছে। নীচ তলা ও উপরের তলায় পার্থক্য হল নীচ তলায় বারান্দা আছ। উপরের তলায় বারান্দা ছাড়া টারেট ও গম্বুজ বিশিষ্ট কক্ষ। ২য় তলার উপরে উঠা বা পর্যবেক্ষণ কার সম্ভব হয় নাই কারণ অনেক উচু বড় বড় পরগাছার শিকড় ঝোপ জঙ্গালের মত। দেয়ালে বড় বড় ফাটল। জরাজীর্ণ ও ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় উপরের তলার চেয়ে নীচ তলার দেয়াল গুলো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। দেয়ালের ইট অনেকাংশই বাহিরের অংশে খুলে পড়ছে। লবনাক্ততায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। দ্রুত যদি এর সংরক্ষণ ও সংস্কার করা যায় তা হলে এই ঐতিহ্যবাহি মসজিদটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব। প্রত্নস্থান হতে পূর্ব দিকে আনুমানিক ১ কি.মি. দূরত্বে তেতুলিয়া নদী। প্রত্নস্থান সংলগ্ন পূর্ব দিকে বড় পুকুর আছে। প্রত্নস্থানের সাথে পুকুর ব্যবহারের সম্পর্ক আছে।

আনুমানিক ৩৫-৪০ বছর পূর্বে এটি মসজিদ হিসেবে নামাজ কালাম পড়ত। এখন বেশী জরাজীর্ন ও ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে পরিত্যাক্ত। উল্লেখ্য যে, এখন ছোট আকৃতির একটি দুই তলা বিশিষ্ট প্রত্নস্থাপনা মসজিদ হিসেবে তৈরী এবং ব্যবহারের বিষয়ে ভবনপূর্ণ, কোন মহামনিষির একক প্রার্থনা কক্ষ ছিল কি না? প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: কালাম সরদার, মো: সালাম সরদার, মো: রহমান কাজী, মো: নুরুল হক সরদার, মো: শহিদুল সরদা, আ: রাজ্জাক।

বাউফল কাচারী বাড়ী (উপজেলা ভূমি অফিস)

অবস্থান: গ্রাম: বাউফল, ইউনিয়ন: বাউফল পৌরসভা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: বাউফল, জে. এল নং: ৮৭, দাগ নং: ১১২০, জমি-০.৬৭ একর, খতিয়ান নং: ১নং খাস খতিয়ান, ১১২১ জমি-০.৩৯ একর

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪১৫০৭° (অক্ষাংশ), ০৯০.৫৫৭০১° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয় ভাবে উপজেলা ভূমি অফিস বা বাউফল কাচারী বাড়ি নামে পরিচিত। বাউফল উপজেলা থেকে ১/২ কি.মি. দূরত্বে পশ্চিমে অবস্থান। স্থাপনাটি সরকারী খাস জমির উপর অবস্থিত। আনুমানিক ২০০ বছরের পুরাতন বৃটিশ আমলের নির্মাণ করা মোটা ইট ও চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত ২টি ভবন। একটি পূর্ব মূখী যার দৈর্ঘ্য- ৫৪'-৮", প্রস্থ- ৩৭'-১১", প্রধান কক্ষ সহ চার দিকে ৬ টি কক্ষ । সামনে বরান্দা। বারান্দর ২টি জোড়া পিলার আছে। বারান্দার নীচে সিঁড়ি আছে। টালির ছাদ, টালির নীচে কাঠের ভিম ও বর্গা। ছাদের উপরে পানি পড়া রোধ টিন দেয় আধুনিক ছাউনি দেওয়া। পশ্চিম দেয়ালে বাহিরে দরজা ইট বালি সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা। দেয়ালে সিমেন্টের আস্তর দিয়া পূর্ণ সংস্কার করা। দরজা , জানালা, ভিম,বর্গা (কাঠের) কিছু কিছু নষ্ট হয়েছে।অন্য আরেকটি ভবন উত্তর মূখি যার দৈর্ঘ্য- ৭২'-৮", প্রস্থ- ৩৫'-৯", ছাদে লোহার ভিম ও কাঠের বর্গা , উপরে টালি ছাদ। ৪টি কক্ষ পিছনে বারান্দা সিমেন্টের ঢেউ সিট দ্বারা ছাউনী। সম্মুখ ভাগ ভোলা বারান্দা, বারান্দায় ৩টি জোড়া গোলাকার পিলার । পিলারের গায়ে বিভিন্ন রঙের সিরামিকের টুকরা দ্বারা নক্সা করা।

বাউফল কাচারী বাড়ী (উপজেলা ভূমি অফিস)

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বারান্দার উপরের দিকে এবং দেয়ালের চার দিকে লতা-পাতার অলংকরণ । ছাদে পানি পড়া রোট ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। বারান্দার নীচে ৪ ধাপ সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির দুই পাশে বেন্স বসার জন্য আছে। টুলের পাশে হাতির শুড়ের নক্সা। ক্যাম্পাসে আরো ৩টি টিন সেড ঘর আছ। ভাঙ্গা পরিত্যাক্ত

ক্যাম্পাসে ১টি ঘরের লোহার ভিমের খুটি দেয়া। পুরো ক্যাম্পাসে বেষ্ঠনী প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল যা এখন অধিকাংশই ধ্বংম প্রাপ্ত। সামান্য কিছু অংশ অবশিষ্ঠ (দৃশ্যমান) আছে। এখানে নতুন আধুনিক উপজেলা অফিস, গাড়ীর গ্যারেজ, ছোট আকারে মসজিদ সহ নতুন অন্যান্য ভবন নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দিকে একটি পুকুর আছে। পুকুরের চার পারে পাথওয়ে পাকা করণের কাজ চরছে। পূর্ব মূখী: ভবন পরিমাপ দৈর্ঘ্য- ৫৪'-৮", প্রস্থ- ৩৭'-১১", দেয়ালের পুরত্ব- ৩২" উত্তর মূখী: দৈর্ঘ্য- ৭২'-৮", প্রস্থ- ৩৫'-৯", দেয়ালের পুরত্ব- ২৩"। প্রত্নস্থান হতে পূর্ব দিকে খাল আছে। এর পশ্চিম দিক সংলগ্ন পুকুর রয়েছে। পুকুরটি এক একর ঊনচল্লিশ শতক জমি নিয়ে গঠিত। এর চারপাশে দুইটি পাকা স্থাপনা, ২টি টিনসেড ঘর রয়েছে। স্থাপনাসহ চারদিকে জমির পরিমাণ ১২ একর। বর্তমানে এখানে উপজেলা ভূমি অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কালিবাড়ী মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: নওমালা, ইউনিয়ন: নওমালা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
মৌজা: নওমালা, জে.এলনং: ১১৮, দাগ নং: ২৮২৮, খতিয়ান নং: ৫১৫

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৭১০৬° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫১৯১১° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয় ভাবে কালীবাড়ি মন্দির নামে পরিচিত স্থাপনাটি নওমালা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পূর্ব দিকে ডি.সি. রোডের দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ২ কি.মি. দূরে এবং স্থানীয় ভি.ডি. সি. সার্কেটের পশ্চিম দিকে ০.২৫ কি.মি. দূরে ডি.সি. রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে সওদাগর বাড়ী সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় তথ্য দাতার বর্ণনামতে বৃটিশ পূর্ব (জনশ্রুতি অনযায়ী) এই মন্দিটির আনুমানিক বসয় ৩০০-৪০০ বছর। দুই কক্ষ বিশিষ্ট এই মন্দিরটি পাতলা ইট ও চুন,সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত দক্ষিণ মূখী সামনে বারান্দা ছিল। বারান্দার গোলাকার আকৃতির বারান্দা পিলার ছিল। বর্তমানে বারান্দার ২টি পিলারের নীচের কিছু অংশ দৃশ্যমান। গাছের শিকড় দ্বারা প্যাচানো অবস্থায় ঝোপ জঙ্গালে ঢাকা। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য- ৩০'-০", প্রস্থ- ৩০'-০", জমির পরিমাপ ৫৩ শতক।

কালিবাড়ী মন্দির

মন্দিররি ছাদ সহ অধিকাংশ ধ্বংশ প্রাপ্ত বিলুপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে কিছু অংশ হেলান অবস্থায় দৃশ্যমান। মন্দির যে হিন্দু সম্প্রাদায় ব্যবহার করত তার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পর্যায় ক্রমে দেশ ত্যাগ করেছে। বর্তমানে মন্দির সহ মন্দির সংলগ্ন মুসলমান মালিকের দখলে। উত্তর দিকে ৫০০ ফুট দূরে পূর্ব পশ্চিম মরা খাল রয়েছে। পূর্বে কালীপূজা ও পাঠা বলি দেয়া হত। বর্তমানে প্রায় ৩০ বছর যাবত পরিত্যক্ত। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মো: সানু সওদাগর, মো: মমিন সওদাগর, মো: ইব্রাহিম সওদাগর।

মদনপুরা গাঙ্গুলী জমিদার বাড়ী

অবস্থান: গ্রাম: মদন পুরা, ইউনিয়ন: মদন পুরা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: মদন পুরা, জে. এলনং: ২৪, দাগ নং: ২২৩০, খতিয়ান নং: ৩৭৩

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪২৫৩০° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫৪০৯৭° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে মদন পুরা গাঙ্গুলী জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। বগা থেকে বাউফল গামী সড়ক পথের কাগুজির পোল নামক স্থানের পশ্চিমে আনুমানিক ৪০০ গজ দূরে এই স্থাপনাটির অবস্থান। তথ্য দাতা বাড়ীর মালিত উত্তম গাঙ্গুলী জানান তার বাব দ্বীন বন্ধু গাঙ্গুলী বাড়ীটি নির্মাণ করেন। বড় বগ ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা বৃটিশ আমলের আদলে তৈরী কৃত বাড়ীর বয়স ৯৬ বছর বলে জানান। বাড়ী দুই তলা। ছাদে লোহার ভিম। বাড়ীটিতে প্রতি তলায় ৪টি বেড রুম, হল রুম-১টি, বৈঠকখানা-১টি , সামনে খোলা বারান্দা। নীচের তলায় অনুরূপ উপরের তলায়। উত্তরাধীগণ তাদের বসবাসের সুবিধার্থে বিভিন্ন কক্ষে পাটিশণ দেয়াল দিয়ে পৃথক কক্ষ তৈরী করেছেন। এতে দরজা জানালা পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ করা হয়েছে। এমনকি পূর্বের চুন সুরকীর পরিবর্তে সিমেন্ট বালির আস্তর করা হয়েছে।

মদন পুরা গাঙ্গুলী জমিদার বাড়ী

বাড়ীর ২য় তলায় বারান্দায় ঢালাই লোহার গ্রীল লাগানো আছে। বাড়িটির দৈর্ঘ্য- ৬০'-১০", প্রস্থ- ৩৯'-০", দেয়ালের পুরত্ব-১৫" বাড়ীর দেয়ালের কোথাও কোনো অলংকরণ নেই। বাড়িটির দক্ষিণ দিকে ৩৫০ ফুট দূরে খাল। খালটি স্থাপনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এর চার দিকে ছোট বড় ১২ টি পুকুর এবং ১টি দিঘি আছে। এই স্থাপনা থেকে উত্তর দিকে ১টি পুরাতন কালী মন্দির ছিল। যা বর্তমানে নতুন ভাবে সিমেন্ট বালি দ্বারা সংস্কার করে আধুনিকায়ন সহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। বাড়ী সামনে দক্ষিণ দিকে ২টি ছোট আকারের মঠ আছে যার বয়স ৫৩ বছর। বর্তমানে আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান

মালিক মৃত দীন বন্ধু গাঙ্গুলী গং, অরুণ গাঙ্গুলী, বিনয় গাঙ্গুলী, উত্তম গাঙ্গুলী, গৌতম গাঙ্গুলী এবং প্রনয় গাঙ্গুলী।

কালী ঠাকুর রানী মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: বট কাজল, ইউনিয়ন: ১৪ নং নওমালা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: বট কাজল, জে. এলনং: ১৬, দাগ নং: ৪৯৭২, খতিয়ান নং: সাবেক-১১৩

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৩৮০৫০° (অক্ষাংশ), ০৯০.৫০২০৭° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে পরিচিত কালী ঠাকুর রানী মন্দিরটি বাউফল উপজেলার নগরহাট বাজার থেকে উত্তরে আনুমানিক ২ কি.মি. দূরে পূর্ব কাজল গ্রামে অবস্থিত। তথ্য দাতার বর্ণনা মতে তার পূর্ব পুরুষ কর্তৃক আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে তৈরী পাতলা ইট ও চুন, সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত মন্দিরটি। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য- ২৭'-০", প্রস্থ- ২০'-০", ইটের পরিমাপ ২০×১৮×৩ সে.মি., ১৮×১৬×৩.৫ সে.মি. মন্দিরটি দক্ষিণ মূখী, দক্ষিণ দিকে প্রবেশের জন্য ৩টি আর্চ সিস্টেমে খিলান প্রবেশ পথ। দরজার প্রস্থ-৩৮"। মন্দিরটির ছাদসহ উত্তর দিকের দেয়াল ও পশ্চিম দিকের দেয়াল সম্পূর্ণ ধ্বংশকৃত। পূর্ব দিকের দেয়াল ও জরাজীর্ন যে কোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। মন্দিরটি ব্যবহার করলেও বিভিন্ন আগাছা পরগাছা দেয়াল গাত্রে মেঝেতে ভরপুর। মেঝেতে একটি ভাঙ্গা কালী মূর্তি দেখা যায়।

কালী ঠাকুর রানী মন্দির

মন্দিরটির সামনে বারান্দার ন্যায় দুই দিকে সামনে বর্ধিত দেয়ালের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সামনের দেয়ালের আস্তরে সামান্য কিছু নক্সা ক্ষয়প্রাপ্ত। মন্দিরটি যে বেশ পুরানো তা বৃটিশ পূর্ব তা সু-স্পষ্ট। প্রত্নস্থান থেকে ২০০ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক মোহাম্মদ আলী ও শহিদুল রহমান। প্রত্নস্থানে বর্তমানে পূজা অর্চনা চলমান। বাৎসরিক কালী পূজা উৎসব ও উদযাপন করা হয়।

খন্দকার বাড়ী (শের-ই-বাংলা কর্তৃক পূর্ব পুরুষের বাড়ী)

অবস্থান: গ্রাম: বিল বিলাস, ইউনিয়ন: ১২ নং বাউফল, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: বিল বিলাস, জে. এল নং: ৮৯, দাগ নং: দিঘী-৫১৮, বাড়ী-৫২০, কবরস্থান-৫২২, খতিয়ান নং: ৮১০

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪১৯৭০° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫২৭১৭° (দ্রাঘিমাংশ)

বিল বিলাস থেকে ওলিপুরা শেরে বাংলা রোডে ১ কি.মি. দূরে । শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক এর দাদার বাবার বাড়ী এই খন্দোকার বাড়ীটি। প্রায় দুইশত বছর পূর্বে ফরিদপুর জেলা থেকে শেল-ই-বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের পূর্ব পুরুষ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার অন্তরগত বিল বিলাস গ্রামে খন্দোকারদের জমিদারী এস্টেটে কাজী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বসতি গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে খন্দকারদের সাথে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এক সময় জমিদারী শেষ হলে শেল-ই-বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের দাদা আকাম কাজী অত্র এলাকা ছেড়ে বরিশাল জেলার চাখারে মোক্তার হিসেবে চাকুরী করেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, শেল-ই-বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন কাজী (বিচারক) পদবীধারী। আর তারা হলেন খন্দোকার তাদের জমিদারী এস্টেট এ শেল-ই-বাংলার দাদা কাজী (বিচারক) পদে চাকুরী ও আত্নীয়র ফলশ্রুতি আগমন ও অবস্থান। আবার জমিদারী বিলুপ্ত হওয়ার সুবাদে মুক্তার পদে চাকুরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলশ্রুতিতে চাখার বরিশাল প্রত্যাবর্তন ও স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ ও বসবাস ।

খন্দকার বাড়ী (শের-ই-বাংলা কর্তৃক পূর্ব পুরুষের বাড়ী)

খন্দকার বাড়ী (শের-ই-বাংলা কর্তৃক পূর্ব পুরুষের বাড়ী) এর পুকুরের ঘাট

বিল বিলাস গ্রামে এ.কে.ফজলুল হকের পিতাসহ (তালই) আমিন কাজীর প্রাচীন পাঁকা কবরস্থান রয়েছে। যা সংস্কার সংরক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত প্রায়। এই খন্দকার বাড়ীর পূর্বের প্রাচীনতম জমিদারী এস্টেট থাকা কালীন বাড়ী ঘরের কোন চিহ্ন নেই। উক্ত স্থাপনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এবং উক্ত স্থানে বর্তমানে আধুনিক বসবাস যোগ্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান করা হয়েছে। শেল-ই-বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের প্রক্কালে অত্র

খন্দকার বাড়ীতে এসে ছিলেন। এ.কে.ফজলুল হকের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু বিডি. হাবিবুল্লাহ এখানে তাঁর সমাধী চারণের উদ্দেশ্য করে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এবং বর্গা এবং বাউফল গামী মহা সড়ক গামী বিল বিলাস থেকে অলিপুরা পর্যন্ত খন্দকার বাড়ী সংলগ্ন পিচ ঢালা রাস্তাটির তাঁর নামে নাম করণ করেন শেল-ই-বাংলা সড়ক। এই বর্তমান ঐতিহ্যবাহী খন্দকার বাড়ীটিতে বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল এখর বিলুপ্ত । বর্তমানে একটি দিঘী আছে (যা এক একর ৪৪ শতক) দিঘীতে পূর্বের প্রাচীন সান বাধান ঘাট ছিল তাও বর্হিভাগে সম্পূর্ণ আধুনিকায়ন করে প্রাচীনত্ব বিলুপ্ত করা হয়েছে। বাড়ীটি প্রায় ২২ একর জমির উপর অবস্থিত। চার দিকে ছোট বড় ১৪ টি পুকুর রয়েছে। ১০ কি.মি. পশ্চিমে লোহালিয়া নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক উত্তরাধীকার হিসেবে জনাব খন্দোকার জসীম উদ্দিন গং।

কনকদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস

অবস্থান: গ্রাম: কনকদিয়া,ইউনিয়ন: কনকদিয়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: কনকদিয়া, জে. এল নং: ২১, দাগ নং: ৫৭২২, খতিয়ান নং: ১নং খাস খতিয়ান

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৬০৮০° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫১১৩০° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয় ভাবে কনকদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নামে পরিচিত। বগা ও বাউফল হাইওয়ে রোডের (সড়কের) হিরূনিয়া মোড় সংলগ্ন রাস্তা হতে উত্তর দিকে ৪ কি.মি. দূরে কনকদিয়া বাজার সংলগ্ন স্থানে অবস্থান। ১০ বছর পূর্বে ভূমি উন্নয়ন অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বৃটিশ আমলে বড় ইট,চুন,সুরকীর মসলা দ্বারা তৈরী স্থাপনাটি ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। স্থাপনার ছাদ খসে খসে পড়ছে। দেয়ালের আস্তর দরজা জানালা খসে পড়ছে। ভিতরে বাহিরে শ্যাত শ্যাত অবস্থায় অযত্ন অবহেলায় পড়ে আরেছ। ছাদে এবং দেয়াল গাত্রে পরগাছা দ্বারা আচ্ছাদিত। দীঘদিন যাবত সংস্কার এবং ব্যবহার না করার কারণে প্রত্নস্থানটি ক্ষতি গ্রস্থ । পূর্বে ভূমি উন্নয়ন অফিসের ব্যবহার কারীরা পার্শ্বে নতুন আধুনিক ভবন তৈরী করে তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থাপনাটির দৈর্ঘ্য- ৫৮'-৮", প্রস্থ- ৪৮'-৭", দেয়ালের পুরত্ব-২৫"। ২০০ মি. উত্তরে কনকদিয়া (বায়াবগা) নদী অবস্থিত। ১কি.মি. দূরত্বে দিঘী আছে। পালপাড়া দিঘী প্রত্নস্থানের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এই স্থাপনার একদিকে ৪টি পুকুর আছে। পুকুরের পানি মূলত প্রত্নস্থানের বসবাসকারীরা ব্যবহার করত। সরকারী খাস জমির উপর অবস্থিত। বর্তমানে স্থাপনাটি পরিত্যক্ত।

কনকদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস

গোসিঙ্গা মিঞা বাড়ী (জমিদারবাড়ী)

অবস্থান: গ্রাম: গোসিঙ্গা, ইউনিয়ন: ১২ নং বাউফল, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: গোসিঙ্গা, জে. এল নং: ৯১, দাগ নং: ১৯৯৫, খতিয়ান নং: ৬৯৬

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪২৬০৭° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫১৫২১° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে গোসিঙ্গা মিঞা বাড়ী নামে পরিচিত। বগা ও বাউফল হাইওয়ের কাছাকাছি সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে অবস্থান। আনুমানিক **৪০০** বছর পূর্বের নির্মিত (উত্তরাধীকারী তথ্য দাতার বর্ণনা মতে) তিন তলা বিশিষ্ঠ কারুকার্যখোচিত ভবন ছিল। ভবনটি বর্তমানে ভেঙ্গে ছাদ বিহীন অবস্থায় নীচের কিছু অংশ অবশিষ্ঠ আছে। বাড়ীটি পূর্বমূখী মূল কক্ষ ১টি, মূল কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণে ২টি কক্ষ। পূর্ব দিকে বারান্দা। পশ্চিম দেয়ালে এখনও পদ্মফুলের অলংকরণ দৃশ্যমান। বাড়ীটি বর্হি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল বর্তমানে প্রাচীর বিলুপ্ত। স্থাপনাটির দৈর্ঘ্য- ৬৬'-৮", প্রস্থ- ২৬'-৪", দেয়ালের পুরত্ব-২'-০" দেয়ালের গাত্রে ইটের পরিমাপ ২০×১৬×৩ সে.মি., ১৮×১৭×৩ সে.মি., ১৬×১৪×৩ সে.মি. পাতলা ছোট ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত। বারান্দার পিলার গুলো গোলাকার অলংকরণ সহ তথ্য দাতা আরোও জানান বাড়ীটি মোগল পূর্ব। ভবনটির নির্মাণ শৈলী ও কারুকার্যে তা সমর্থন করে। দীঘদিন পরিত্যক্ত ও সংস্কার বিহীন থাকায় বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে।

গোসিঙ্গা মিঞা বাড়ী (জমিদারবাড়ী)

মদনপুরা গোসিঙ্গা বারানী নদী/খালের দক্ষিণ পার্শ্বে এই স্থাপনার অবস্থান। পূর্বে এই খাল/নদী দিয়ে ষ্টীমার ও বগ নৌকা চলাচল করত বলে তথ্য দাতা জানান। এই বাড়ির সাথে খালের ঘাটের সংযোগ ছিল। এই পুরাকীর্তির উত্তর পূর্ব দিকে ৭৪ শতাংশ পরিমাণ একটি পুকুর আছে। বর্তমানে বাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তিন তলা বাড়ীটির উপরের কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচের গ্রাউন্ড লেবেলে কিছু অংশ দৃশ্যমান। সংস্কার ও সংরক্ষণ কঠিন। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক শাহ নাজিবুল হক গং, জহিরুল হক গং, শাহ তজাবিরুল হক গং, শাহ

মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, শাহ মোহাম্মদ ওবায়েদুল হক এবং শাহ রাশেদুল হক।

মধ্য মদনপুরা, লালু শিকদার বড় জমিদার বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: মদনপুরা, ইউনিয়ন: মদনপুরা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: মদনপুরা, জে. এল নং: ২৪, দাগ নং: ৩৫২০, খতিয়ান নং: ১৪৭-৪৮

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪৪৪০৭° (অক্ষাংশ), ০৯০°৫৩১৩৬° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে লালু শিকদার বড় জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। বগা এবং বাউফল রোডের বিল বিলাস থেকে উত্তর দিকে কাঞ্চন মিয়ার হাট সংলগ্ন মধ্য মদনপুরে অবস্থিত। মধ্যম মোটা ও পাতলা ইটের সংমিশ্রনে চুন-সুরকীর মসলা দ্বারা তৈরী স্থাপনাটি (বাড়িটি) বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দরজা জানালা বিহীন ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। বাড়ীর উত্তরাধিকারীদের বর্ণনা মতে এই বাড়ীটির আনুমানিক বয়স ২৫০-৩০০ বছর। বাড়িটির দৈর্ঘ্য- ৪২'-৬" এবং প্রস্থ- ২৪'-৬", দেয়ালের পুরত্ব-০'-২৬"। বাড়ির চারদিকে প্রাচীর বেষ্ঠিত ঘেরা ছিল বর্তমানে তা বিলুপ্ত।

মধ্য মদনপুরা, লালু শিকদার বড় জমিদার বাড়ি

বাড়িটিতে ৯টি দরজা, ৮টি জানালা, ভিতরে দেয়াল গাত্রে ৬টি কুলঙ্গী, দরজার পরিমাপ- ৪২" থেকে ৪৫", জানালা-২৯", মূল ভবনটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য- ৪২'-৬"এবং প্রস্থ- ২৪'-৬", গেইটের প্রবেশ পথ ৫'-০", দেয়ালের গাত্রে ইটের পরিমাপ ২০×১৮×৪ সে.মি., ১৮×১৭×৪.৫ সে.মি. এবং ১৬×১৪×৪ সে.মি. । বাড়িটি পূর্ব মূখী, মূল কক্ষ ১টি, উত্তর ও দক্ষণে ২টি কক্ষ, ভিতরে দিকে ছাদে ধনুকের ন্যায় বাকানো নক্সা। ছাদে অলংকরণ দৃশ্যমান।

উত্তর পূর্ব পার্শ্বে ছাদে উঠার সিড়ি আছে। কাছাকাছি কোন নদী/নদীর খাত/বিল বা হাওরের চিহ্ন নেই। পূর্বে ছিল কিনা তা স্থানীয়রা বলতে পারছে না। বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে পুকুর আছে। এর সংস্কার ও সংরক্ষণ ঝুকিপূর্ণ । স্থাপনার উপর অনেক আগাছা পরগাছার শিকড় দ্বারা আচ্ছন্ন।ফাটল ও ভঙ্গুর। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক লালু শিকদার গং, নসিমুদ্দিন শিকদার, কেয়ামউদ্দিন শিকদার, উকিলউদ্দিন শিকদার এবং আফতার উদ্দিন শিকদার।

দাসপাড়া মা মনসা মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: দাসপাড়া, ইউনিয়ন: দাসপাড়া, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী

মৌজা: দাসপাড়া, জে. এল নং: ১২৩, দাগ নং: ২৭৯, খতিয়ান নং: ৩৯৯ ও ৪০৪

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২.৪১১৬৪° (অক্ষাংশ), ০৯০.৫৫৬৩৪° (দ্রাঘিমাংশ)

স্থানীয়ভাবে দাস পাড়া মা মনসা মন্দির নামে পরিচিত। বাউফল থানার মোড় (ডাক বাংলা) মেইন রোড থেকে দক্ষিণ দিকে সরু পিচ ঢালা রাস্তা দাসপাড়া গ্রাম পর্যন্ত আনুমানিক ২ কি.মি. দূরে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটির বর্হিভাগ ক্ষতিগ্রস্থ, দেয়ালের ইট খসে পড়ছে এবং ইট ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভঙ্গুর পুরাকীর্তিটির উপর পরগাছা (বটগাছে) শিকড়যুক্ত দ্বারা আচ্ছাদিত। ভিতরে ভাল অবস্থায় আছে। মন্দিরটি আনুমানিক ৩০০ বছরের পূর্বে বলে উত্তরাধিকারীগণ জানান। নির্মাণ শৈলী ও ইটের পরিমাপ তা সমর্থণ করে। মন্দিরটি চুন,সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত। ইটের পরিমাপ ১৫×১১×৩ সে.মি., ২০×১৪×৩ সে.মি., ১৮×১২×৩.৫ সে.মি. ।

দাসপাড়া মা মনসা মন্দির

মন্দিরটির নীচে কারুকার্য এখনও বিদ্যমান। উপরে কারুকার্য নষ্ট। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য- ৭'-৪", প্রস্থ- ৭'-৪" এবং উচ্চতা-৩০'-০"। চারদিকে খিলানাকৃতির উন্মুক্ত দরজা। প্রবেশদ্বারের পরিমাপ - ৫৮" (১৫০সে.মি.)। মন্দিরের মেঝে থেকে ভিতরের উচ্চতা ১০৫" (২৬৮সে.মি.)। দাসপাড়া বাউফল খালের পূর্ব দিকে আনুমানিক ১/২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পুকুর রয়েছে। মন্দিরের পাশে আরো স্থাপনা ছিল বর্তমানে বিলুপ্ত। মা মনসার পুজা করা হয়। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক উত্তরাধিকারী সূত্রে উত্তম কুমার সাহা ও নকুল কুমার সাহা।

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	দশমিনা উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: দশমিনা উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
১.	আমিরুল্লাহ মুন্সি বাড়ি জামে মসজিদ গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর ৫নং, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর	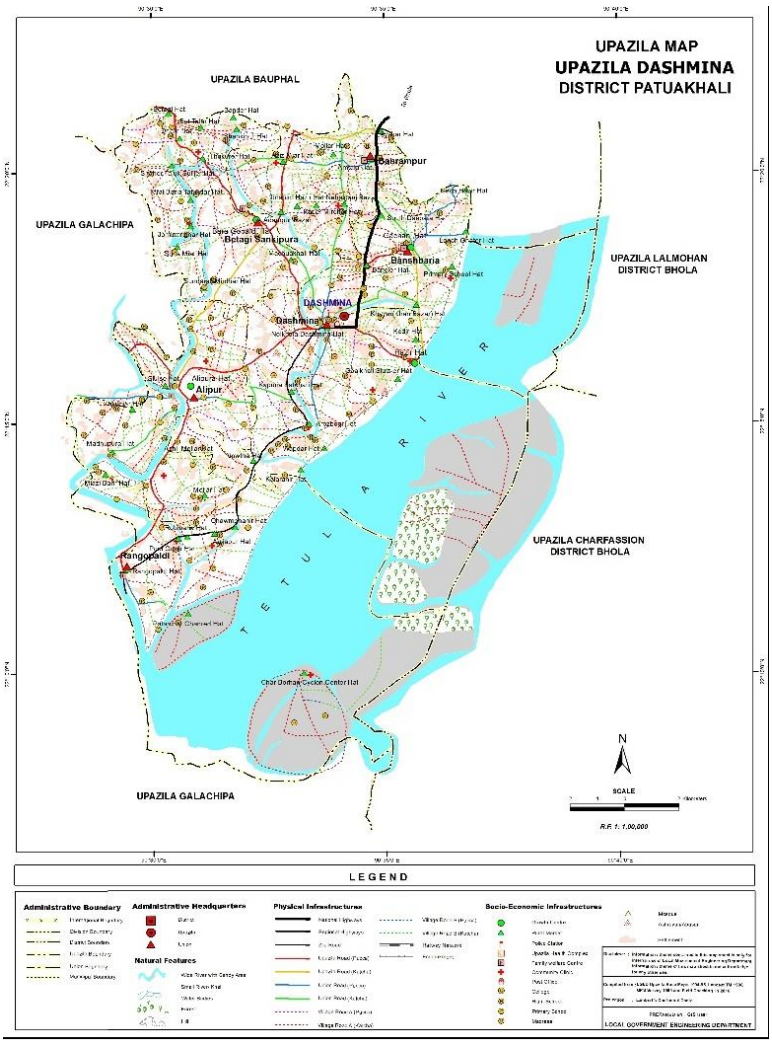
২.	বেতাগী শিকদার বাড়ি মসজিদ গ্রাম: বেতাগী, ইউনিয়ন: বেতাগী, মৌজা: বেতাগী	
৩.	দশমিনা তালুকদার বাড়ি কাচারী ঘর গ্রাম: দশমিনা, ইউনিয়ন: দশমিনা, মৌজা: দশমিনা	
৪.	গাজী বাড়ি প্রাচীন মসজিদ গ্রাম: রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: ৯১	
৫.	তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ গ্রাম: দশমিনা, ইউনিয়ন: দশমিনা, মৌজা: দশমিনা	
৬.	জবেদ মৃর্ধা বাড়ি সংলগ্ন ঢিবি গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর	
৭.	দক্ষিণ আদমপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর	
৮.	রসরাজ হাওলাদার বাড়ি গ্রাম: রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: রণগোপালদী	

৯.	বড় কাজী বাড়ি জামে মসজিদ গ্রাম: গছানী, ইউনিয়ন: বাশ বাড়িয়া, মৌজা: গছানী	
১০.	বড় গোপানদী পঞ্চায়েত বাড়ি গ্রাম: বড় গোপানদী, ইউনিয়ন: বেতাগী সানকিপুর, মৌজা: বড় গোপানদী	
১১.	ইসমাইল তালুকদারের কাচারী বাড়ি গ্রাম: মধ্য রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: মধ্য রণগোপালদী ২নং	

আমিরুল্লাহ মুন্সি বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর ৫নং, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ ২২.২০.২০৯°/২২.৩৩৬৮০, দ্রাঘিমাংশ ৯০° ৩২.০৭৬/৯০.৫৩৫২০৩°

স্থানীয় ভাবে আমিরুল্লাহ মুন্সি বাড়ি নামে পরিচিত। সুউচ্চ এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। ইট, চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত মসজিদটির দৈর্ঘ্য - ১৫'-৭", প্রস্থ- ১৫'-৭" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব : ৩'-৩"/৩'-২"। মসজিদের উচ্চতা ৬০ ফুট। সমতল ধরণের ছাদ ও কার্নিশ রয়েছে। চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির কর্ণার টারেট রয়েছে। দেয়ালে অলংকরণ রয়েছে।

আমিরুল্লাহ মুন্সি বাড়ি জামে মসজিদ

মসজিদের উত্তর ও পূর্ব দেয়ালে ফাটল আছে। মসজিদের পূর্ব পাশে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। টিন ও ইটের আধাপাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের চারপাশে পাকা পথ নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাকীর্তির অভ্যন্তরীণ দেয়ালটিকেও সংস্কার করা হয়েছে। এখানে একটি প্রাচীন দিঘি রয়েছে। দিঘি পাড় সহ ২.৫ একর জায়গার উপর অবস্থিত। প্রত্নস্থানটির জমি মুন্সি আমিরুল্লাহর নামে ওয়াকফ করা আছে। মুন্সী স্থানীয় মুসলিম জমিদার ছিলেন। তিনি বাউফল থানার কালীশ্বরী গ্রাম থেকে আসেন। ভূমি পশুনী ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর একজন তালুকদার ছিলেন। মসজিদটি সম্ভবত ১৭ শতকের দিকে নির্মিত হয়। তবে স্থানীয় মানুষের ধারনা স্থাপনাটি ৪০০ বছর আগে মুঘল আমলে নির্মিত হয়। জে.এল/এস.এল নং- ৩১৩, মৌজার নাম:- দ: আদমপুর,

এস,এ খতিয়ান নং- ৯২২, এস.এ দাগ নং- ১০০৮, হালদাগ নং-৫ শতাংশ। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পুকুর ২.৫ শতাংশ।

বেতাগী শিকদার বাড়ি মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: বেতাগী, ইউনিয়ন: বেতাগী, মৌজা: বেতাগী, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২১.৫৪৫, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ৩১.১০৫, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা: ২২.২১৩২" উত্তর ৯০° ৩১৬" পূর্ব

স্থানীয় ভাবে শিকদার বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। ইট, চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনার মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। এর দৈর্ঘ্য - ১১'-৫", প্রস্থ- ১১'-৫" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব : ২'-৬" । সমতল ধরণের ছাদ ও কার্নিস দেখা যায়। কর্ণার টারেট গোলাকার ও ব্যান্ড নকশা সম্বলিত। দেয়াল কলস মোটিফ, প্যানেলিং ফ্রেম, কারুকাশ ইত্যাদি নকশা দ্বারা অলংকৃত। ২০১৭ সালে বড় ধরণের সংস্কার কাজের ফলে স্থাপনার আদি বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়। মসজিদের পূর্ব ও উত্তর দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ভিতরে টাইলস দিয়ে আধুনিক নির্মান উপকরণ ব্যবহার করে সংস্কার করা হয়েছে।

বেতাগী শিকদার বাড়ি মসজিদ

মসজিদের সামনে সিকদার বাড়ি দীঘি রয়েছে যা উত্তর দক্ষিণে হিন্দু রীতিতে কাটা। ২.৬৮ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর দক্ষিণে রয়েছে। সুতাবাড়িয়া খাল এবং ১ কি.মি. দুরে বিল প্রত্নস্থানের জমি শিকদার বাড়ি জামে মসজিদের নামে রেকর্ডকৃত। নির্মাতার নাম অজ্ঞাত। স্থানীয় ভাবে জানা যায়, শেখ মোয়েজ্জেম হোসেন ফরিদপুর অঞ্চল থেকে আসেন এবং বাউফলে শেখ আজম মদনপুরা শিকদার বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। শের শাহের আমলে এই পরিবারটি বেতাগী গ্রামে আগমন করেন। বাড়িটিতে পাকা স্থাপনা নাই তবে প্রাচীন মসজিদ নির্মাণ করেন। বাড়ির চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীন নির্মাণ করেন। তারা পেশায়

ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহকার। এই অঞ্চলে অত্যন্ত প্রভাবশালী কৃষক ছিলেন। জনশ্রুতি আছে তারা শের শাহের আমলে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজে আসেন। জে. এল/এস.এল নং- ৬৩, মৌজার নাম:- বেতাগী, এস,এ খতিয়ান নং- ১৫, হাল খতিয়ান নং- দীঘি দাগ নং- ৪৫৮ এস.এ দাগ নং- ৪৬২, হালদাগ নং-১.১০ শতাংশ। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ২০ শতাংশ।

দশমিনা তালুকদার বাড়ি কাচারী ঘর

অবস্থান: গ্রাম: দশমিনা, ইউনিয়ন: দশমিনা, মৌজা: দশমিনা, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৬.৯২১', দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ৩৩.৯৩৭, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা : ২২.১৬৫৫" দ: ৯০° ৩৩৫৬" পূর্ব

স্থানীয়ভাবে তালুকদারের কাচারী নামে পরিচিত। এখানে এক সাথে অনেকগুলো স্থাপনা রয়েছে। সেগুলো হলো কাচারী, আবাসিক স্থাপনা ও কয়েদখানা। কাচারী বাড়িটি একটি একতলা দালান যা আয়তাকার ইট, চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনার স্থাপনাটির দৈর্ঘ্য - ৫০'-০", প্রস্থ- ২৪'-৮" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ২'-৬" । দেয়ালে কোন বিশেষ অলংকরণ নেই। স্থাপনাটি পরিত্যক্ত । তালুকদারদের কাচারী ঘর ও কয়েদখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাদ ভেঙ্গে বিধস্ত। দরজা জানালা ধ্বংস প্রাপ্ত। পরজীবী উদ্ভিদ ও লতা পাতায় ইমারতটি ঢেকে আছে। স্থানীয়ভাবে জানা যায় জমিদারদের প্রভাবশালী তালুকদার ছিলেন। সম্ভাবত আঠার শতকের প্রারম্ভে মুঘল আমলে পরিবারটি এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনা করে। শাকের তালুকদার, কাদের তালুকদার নামের দুজন ব্যক্তি এই বাড়ির আদি স্থপতি ছিলেন। এই বাড়িতে প্রাচীন মসজিদ, কাচারী, আবাসিক স্থাপনাসহ আরো অনেক পাকা স্থাপনা ও অন্যান্য স্থাপনার ধ্বংসবাশেষ পরিলক্ষিত হয়। এর পূর্ব দিকে ২ কি.মি. দূরে তেতুলিয়া নদী আছে। দক্ষিণদিকে ৩টি পুকুর রয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়ের কোনো স্থাপনা হতে পারে ধারণা করা যায়।

দশমিনা তালুকদার বাড়ি কাচারী ঘর

গাজী বাড়ি প্রাচীন মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: ৯১, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২°.১২.৮৫৯৫ অক্ষাংশ, ৯০° ৩১.১৮৬ দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয় ভাবে গাজী বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। কার্নিসে বক্রভাব রয়েছে। কর্ণার টারেট গোলাকার। পাতলা টালি ইট, চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত মসজিদটি বর্গাকার। দেয়ালে নকশা ছিল বর্তমানে বিলুপ্ত। মসজিদটি বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত, কর্ণার টারেট ভেঙ্গে গেছে। পরে কিঞ্চিত সংস্কার করা হয়েছে। সামনে পূর্ব দিকে টিনের অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব পাশে গাজী বাড়ি দীঘি আছে। গাজী বাড়ি পুকুরের মোট পরিমাণ ১ একর। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক কালুগাজী গং- শহীদ গাজী। এই মসজিদের প্রকৃত নির্মাতা ছিলেন শের গাজী । তবে কবে নির্মাণ করা হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত ১৭-১৮ শতকের দিকে এই স্থাপনাটি নির্মাণ করা হয়।

জে. এল/এস.এল নং- ৯১, মৌজার নাম:- উত্তর রনগোপালনী , এস,এ খতিয়ান নং- ৩৫৬, উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ১০ শতাংশ।

গাজী বাড়ি প্রাচীন মসজিদ

গাজী বাড়ি প্রাচীন মসজিদ

তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দশমিনা, ইউনিয়ন: দশমিনা, মৌজা: দশমিনা, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: ২২°.১৬.৫১ উত্তর অক্ষাংশ, ৯০° ৩৪১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

স্থানীয়ভাবে তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ । মসজিদটির দৈর্ঘ্য - ১২'-১০" ও প্রস্থ- ১২'-১০" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ২'-১০"। চুন ও সুরকির গাঁথুনীতে টালি ইট দ্বারা নির্মিত। চারপাশে চারটি গোলাকার কর্ণার টারেট রয়েছে। দেয়ালে প্যানেল নকশার সাথে কলস মোটিফ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। উচ্চতা সমতল ভূমি থেকে ২৫ ফুট প্রায়। মেঝে, মেহরাব, কর্ণার টারেট ও দেয়ালে সংস্কার কার্যক্রমের সময় আধুনিক নির্মাণ উপকরণ মোজাইক ও টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব ও উত্তর দিকে সম্প্রসারণের ফলে ইমারতের প্রত্ন বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়। এর ৩ কি. মি. পূর্বে তেতুলিয়া নদী, উত্তর ও পূর্ব পাশে পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক শাকের তালুকদার, কাদের তালুকদার। স্থানীয়দের মতে ইমারতটির নির্মাতা শাকের তালুকদার। বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে সম্ভবত তিনি দশমিনাতে আগমন করেন। জে.এল/এস.এল নং- ৮৪, মৌজার নাম:- দশমিনা, উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ৪ শতাংশ।

তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ

জবেদ মৃর্ধা বাড়ি সংলগ্ন ঢিবি

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৯.১৫"/২২°১৯.৬৫N, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ৩২.২১/ ৯০° ৩২.৩৬৫

স্থানীয়ভাবে জবেদ মৃর্ধা বাড়ি সংলগ্ন ঢিবি নামে পরিচিত। সমতল ভূমি থেকে ঢিবির শীর্ষ দেশের উচ্চতা প্রায় ৭-৮ ফুট। সমগ্র ঢিবিটি ১৬ শতাংশ জায়গার উপর বিস্তত। পাদদেশে ইটের খোয়া, চুনের কনা ,ইট পাটকেল বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্নস্থানের ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর এবং বুনন মিহিদানা যুক্ত। ঢিবির উত্তর দক্ষিণে বড় একটি প্রাচীন দীঘি যা প্রায় ৪ একর জমি জুড়ে অবস্থিত। ঢিবিটিতে পাতলা টালি জাতীয় ইটের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। ভূমির মালিক রহসতুল্লাহ গং। মোট ভূমি ২০ একর । রহমত উল্লাহর নামে রেকর্ড করা হয়। বর্তমানে এজমালি জায়গা। জে.এল/এস.এল নং- ১৩১, মৌজার নাম:- দ: আদমপুর, এস,এ খতিয়ান নং- ৩৪।

জবেদ মৃর্ধা বাড়ি সংলগ্ন ঢিবি

জবেদ মৃর্ধা বাড়ি সংলগ্ন ঢিবিতে প্রাপ্ত অলংকৃত ইট

দক্ষিণ আদমপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ আদমপুর, ইউনিয়ন: বহরমপুর, মৌজা: দক্ষিণ আদমপুর, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৯৪২৯'/ ২২°১৯.২৫ N, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ৩৪.৫২৯/ ৯০°৩৪.৩১ E,

স্থানীয়ভাবে দক্ষিণ আদমপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের সাথে প্রাচীন আবাসিক স্থাপনা ও দরজা রয়েছে। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। দেয়ালের পুরুত্ব ২'-১০"। দেয়ালে পূর্বে অলংকরণ থাকলেও বর্তমানে বিলুপ্ত। পরবর্তী মুঘল আমলের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ইট, চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত। কর্নার টারেট বিকৃতসহ মূল প্রত্ন বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত। একটি প্রাচীন পুকুর আছে। পুকুরটি মসজিদ সমসাময়িক কালে খননকৃত। ৩ কি.মি. পূর্বে বাঁশবাড়িয়া নামক নদী রয়েছে। ২০১০ সালে মসজিদের পূর্ব দিকে একতলা ভবন সম্প্রসারণ করা হয়। ২০১৩ সালে মূল মসজিদের সংস্কার হয়। মেঝে দেয়াল ছাদ বহি: দেয়াল গাত্রের সংস্কার করা হয়। প্রত্নস্থানের ভূমি আদমপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত। মোট বাড়ির জমির পরিমাণ ৫ একর ৩ শতাংশ। জে.এল/এস.এল নং- ১৩১, মৌজার নাম:- দক্ষিণ আদমপুর, হাল খতিয়ান নং- ৯৪৮, হালদাগ নং- ৯৭৫৩মসজিদ, ৯৭৫০বহি, ৯৭৫২ পুকুর। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ৩শতাংশ।

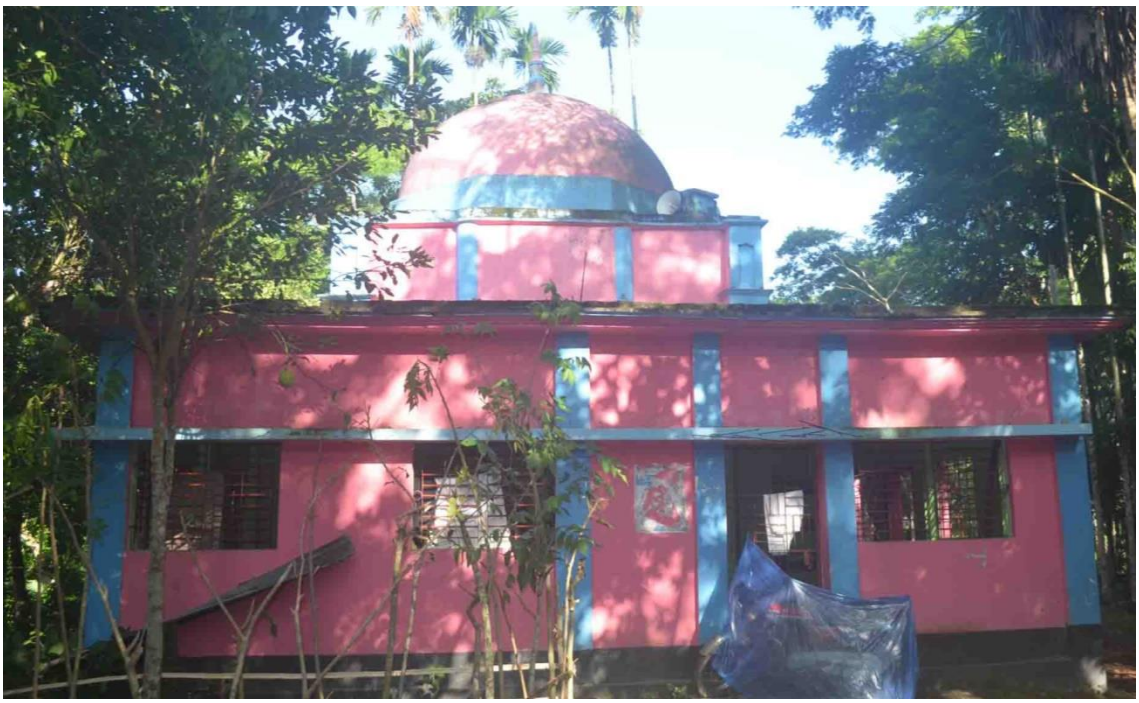

দক্ষিণ আদমপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ

রসরাজ হাওলাদার বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: রণগোপালদী, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা : পটুয়াখালী।

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১২.৬২৫, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২৭.৮৯২, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা : ২২.১২.৩৭"N ৯০° ২৭.৫৩E" ।

স্থানীয় ভাবে বড় যোগী বাড়ি নামে পরিচিত। এটি পরিত্যক্ত দ্বিতল আবাসিক স্থাপনা । আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ইমারতটির দৈর্ঘ্য - ৪৬'-০", প্রস্থ- ২৭'-০" এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ২'-০"। উপনিবেশিক স্থাপত্য ঐতিহ্যের আদলে নির্মিত। সঠিক নির্মাণ কালের কথা জানা জানা না গেলেও সম্ভবত ১৮ শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়। চুন-সুরকী ও ইট নির্মিত স্থাপনার ছাদ ও কার্নিস সমতল ধরনের। বাড়ি সংলগ্ন ১০০ মি. পশ্চিমে বড়গৌরঙ্গ নদী অবস্থিত। বাড়ির উত্তরে দিঘি রয়েছে যার আয়তন ৩.৫৬ শতাংশ।

রসরাজ হাওলাদার বাড়ি

প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক কৃষ্ণকান্ত গং। আবাসিক স্থাপনার সঠিক নির্মাতার নাম জানা যায়নি। তবে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রথমে ইমারতটি সংস্কার ও মেরামত করা হয়। বাড়ির প্রাণ পুরুষ ছিলেন রসরাজ হাওলাদার। তিনি প্রভাবশালী ও বিত্তশালী ছিলেন। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। প্রত্নস্থানটিতে দোতলা বসতবাড়ি আছে। বাড়ির সামনে বড় দীঘি ও পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে দোলমন্দির ও সমাধি মন্দির আছে। সম্ভবত মোগল আমলের শেষ দিকে তাদের পূর্ব পুরুষ উত্তরের কোন জনপদ থেকে রসগোপালনী গ্রামে বসতি স্থাপন

করেন। জে.এল/এস.এল নং- ৯২, মৌজার নাম:- রনগোপালনী, এস,এ খতিয়ান নং- ৪১৪, এস.এ দাগ নং- ১০, উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ৮.৭০ শতাংশ।

বড় কাজী বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: গছানী, ইউনিয়ন: বাশ বাড়িয়া, মৌজা: গছানী, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৮.২০৫, দ্রঘিমাংশ : ৯০° ৩৪.৭৪২ , সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা : ২২.১৮'১২" N ৯০° ৩৪'৪৪"E পূর্ব

স্থানীয়ভাবে কাজী বাড়ি জামে মসজিদ নামে পরিচিত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় চুন সুরকী দ্বারা নির্মিত একতলা দালান। চারকোনে ৪টি আয়তাকার কর্ণার বুরুজ আছে। সামনে খিলান আকৃতির ৩টি প্রবেশ দরজা আছে। ছাদ ও কার্নিসের ধরন সমতল। সামনে (পূর্ব দিকে) সম্প্রসারণ ও বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। আধুনিক নির্মাণ উপকরণ চুন সুরকির পরিবর্তে সিমেন্ট বালু ব্যবহার করা হয়েছে। এর পাশে পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। ইমারতটি ১৯৩১ সালে নির্মিত। নির্মার্তা কাজী আকরাম উদ্দিন। কাজী আকরাম ও কাজী রহমান তালুকদার ছিলেন স্থানীয় জমিদারদের অধীনে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত মধ্যসত্বভোগী ছিলেন। পারিবারিক মসজিদটির তেমন প্রত্নবৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান নেই। স্থাপত্য শৈলী অত্যন্ত সাদামাটা। বিংশ শতকে এ ধরণের অনেক মসজিদ বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলে দৃশ্যমান হয়। প্রত্নস্থানের ভূমি মসজিদের নামে ওয়াকফ কৃত। জে.এল/এস.এল নং- ১৩১, মৌজার নাম:- গছানী, এস,এ খতিয়ান নং- ২৩, এস.এ দাগ নং- ১৩২, হালদাগ নং-৫ শতাংশ।

বড় গোপালদী পঞ্চায়েত বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: বড় গোপালদী, ইউনিয়ন: বেতাগী সানকিপুর, মৌজা: বড় গোপালদী, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৬.৯৭৯, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ৩১.৮০৯, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা : ২২.১৬.৫৮" উত্তর ৯০° ৩১.৪৮" পূর্ব

স্থানীয়ভাবে পঞ্চায়েত বাড়ি নামে পরিচিত। চুন-সুরকি, কাঠ ও টিন দ্বারা নির্মিত আবাসিক ভবন। দেয়ালে পার্সিয়ান ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ রয়েছে। প্রত্নস্থান থেকে ৫ কি.মি. পূর্ব দিকে কৃত্রিম জলাশয় আছে। পশ্চিম দিকে পুকুর রয়েছে। স্থাপনাটি ঔপনিবেশিক আমলের স্মারক বহন করছে।জে.এল/এস.এল নং- ৭৯, মৌজার নাম:- বড় গোপালদী।

বড় গোপালদী পঞ্চায়েত বাড়ি

বড় গোপালদী পঞ্চায়েত বাড়ির প্রবেশদ্বার

ইসমাইল তালুকদারের কাচারী বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: মধ্য রণগোপালদী, ইউনিয়ন: রণগোপালদী, মৌজা: মধ্য রণগোপালদী ২নং, উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা : পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১২.৫০৭', দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৯.০২৩০ , সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা : ২২.১২'৩০"N ৯০° 291"E

স্থানীয়ভাবে তালুকদার বাড়ি নামে পরিচিত। এটি একতলা আবাসিক স্থাপনা। বর্তমানে পরিত্যক্ত। তালুকদার ইসমাইল হোসেনদের কাচারী বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইট ও চুন সুরকী দ্বারা নির্মিত। সমতল ছাদ, আয়তাকার ইট। ৬টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত। ব্রিটিশ আমলের ইট দ্বারা নির্মিত। আরসিসি দ্বারা ছাদ নির্মাণ। কোনো অলংকরণ নেই। তেমন প্রত্নবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। সাদামাটা স্থাপনা সম্ভবত বিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। শের আলী তালুকদার কর্তৃক তহশিল কাচারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দক্ষিণ পাশে প্রাচীন দিঘি রয়েছে যার পরিমাপ ১৫০ × ১০০ ফুট। ভূমির বর্তমান মালিক নজরুল ইসলাম তালুকদার গং।জে.এল/এস.এল নং- ৯২, মৌজার নাম:- মধ্য রনগোপানদী, এস,এ খতিয়ান নং- ১৮০।

ইসমাইল তালুকদারের কাচারী বাড়ি

গাজী কালুর আসর/গাজীর ঘর

স্থানীয় নাম: গাজীর ঘর।
অবস্থান: গ্রাম: ..., ইউনিয়ন: রনগোপালনী, মৌজা: ..., উপজেলা/ থানা: দশমিনা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ৯১, মৌজার নাম:- উত্তর রনগোপালদী, এস, এ খতিয়ান নং- ৩৫৬, এস.এ দাগ নং- ২৯০৪,
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১২.৮৪৩ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ৩১.১৮৬

স্থানীয়ভাবে গাজীর ঘর নামে পরিচিত। প্রত্নস্থানের ১৫০ মি. উত্তরে বুড়াজোবার নদী আছে। পুরাকীর্তি পূর্ব দিকে প্রাচীন জলাশয় আছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং বাদামী ধূসর এবং বুনন বেলে দোআশ। প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে, বুনন মিহিদানা যুক্ত। প্রত্নস্থান/ পুরাকীর্তিটি মোগল যুগের স্মারক নিদর্শন বলে মনে হয়। ব্যবহৃত ইট বর্গাকার এবং এর পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫", ৬"×৫"×১.৫" । ইট, চুন ও সুরকি দ্বারা নির্মিত বাংলা কুড়ে ঘরের আদলে চারচালা প্রার্থনা গৃহ। স্থাপনার ছাদের ধরণ চারচালা, কার্ণিশের প্রকৃতি বক্রছাদ প্রান্ত , কর্ণার টারেট আয়তাকার, দেয়ালের বৈশিষ্ট্য অলংকরণ সমৃদ্ধ যা বর্তমানে বিলুপ্ত।
স্থাপনার পরিমাপ : দৈর্ঘ্য - ১২'-৮" প্রস্থ- ৮'-৫" দেওয়ালের পুরুত্ব : ৮'-৮" ×৪'-১০"/১'-৯"
স্থাপনার ভূমি পরিকল্পনা : আয়তাকার। পুরাকীর্তিটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত বাংলা চারচালা আকৃতিতে নির্মিত। পাতলা টালিইট ও চুন সুরকির মসলায় নির্মিত প্রাচীন স্থাপনা। পুরাকীর্তির আদি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য/প্রত্ন বৈশিষ্ট্য অবিকৃত। পুরাকীর্তির কোন অংশে পরিবর্তন/ পরিবর্ধন সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয় নাই।
বাংলা কুড়ে ঘরের আদলে নির্মিত একতলা স্থাপনা। বক্রছাদ প্রান্ত কার্নিশ। উপরের চালা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। কর্ণার টারেট আয়তাকার। পাতলা টালিইট। সেমি সার্কুলার খিলান। একটি খিলান দরজা দিয়ে (পূর্বে) প্রবেশ। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে দুটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দরজা আছে।

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	দুমকি উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: দুমকি উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
৪৭.	**দুমকি মিয়া বাড়ি প্রাচীন মসজিদ** গ্রাম: দুমকী, ইউনিয়ন: দুমকী, মৌজা: দুমকী	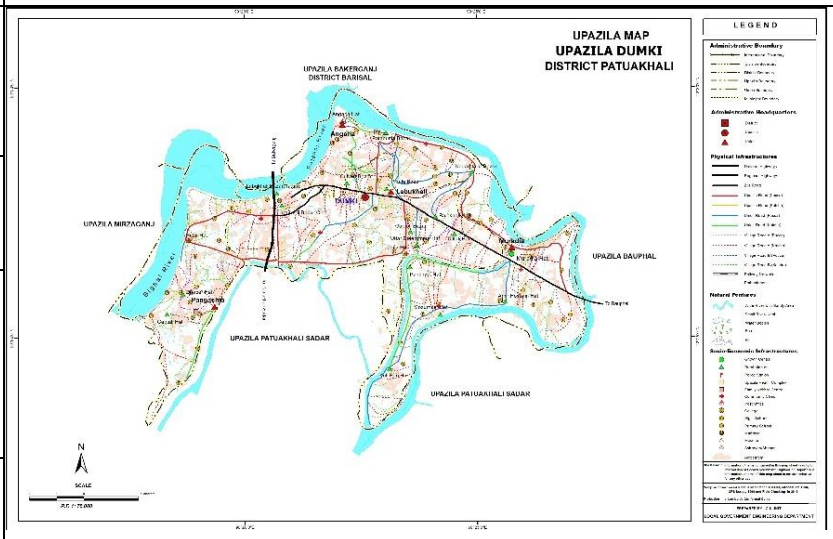
৪৮.	**মিঞা বাড়ি সিংহ দরজা** গ্রাম: দুমকী, ইউনিয়ন: শ্রীরামপুর, মৌজা: দুমকী	
৪৯.	**তালুকদার বাড়ি প্রাচীন স্থাপনা** গ্রাম: দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া, ইউনিয়ন: পাঙ্গাশিয়া, মৌজা:দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া	
৫০.	**রমনী তালুকদার বাড়ির প্রাচীন মঠ/শিব মন্দির** গ্রাম: চার গৌরবদী, ইউনিয়ন: মুরাদিয়া ২নং, মৌজা: চার গৌরবদী	
৫১.	**উত্তর পশ্চিম দুমকি কালি মন্দির** গ্রাম: দুমকি, ইউনিয়ন: দুমকি, মৌজা: দুমকি, উপজেলা/ থানা: দুমকি, জেলা : পটুয়াখালী	
৫২.	**জলিশা রাজা বাড়ি জামে মসজিদ** গ্রাম: জলিশা, ইউনিয়ন: আঙ্গারিয়া ৪নং, মৌজা: জলিশা (মধ্য জলিশা)	
৫৩.	**পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া মাদ্রাসা** গ্রাম: দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া, ইউনিয়ন: পাঙ্গাশিয়া, মৌজা:দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া	

দুমকি মিয়া বাড়ি প্রাচীন মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: দুমকী, ইউনিয়ন: দুমকী, মৌজা: দুমকী, জে.এলনং: ২৪, উপজেলা/ থানা: দুমকী, জেলা : পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২৭.৮৮৯', দ্রাঘিমাংশ: ৯০.২২.৫৪২

স্থানীয়ভাবে দুমকি মিয়া বাড়ি প্রাচীন মসজিদ নামে পরিচিত। দুমকি মিয়া বাড়ি প্রাচীন মসজিদ পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলার দুমকি গ্রামের মিয়াবাড়িতে অবস্থিত। পটুয়াখালী বরিশাল হাইওয়ে থেকে দক্ষিণে ১ কি.মি. ইমারতটির অবস্থান। এটি একক প্রত্নস্থান। আশেপাশে কোন প্রাচীন স্থাপনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্নস্থানে ধর্মীয় কার্যক্রম চলমান আছে। যদিও প্রাচীন মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ।

মসজিদের চারপাশে চারটি কর্ণার টারেট রয়েছে। মসজিদের দেয়ালের পুরত্ব- ৪০", ইটের পরিমাপ- ৭"×৫"×১□/□, ৬"×৫"×১□/□, মসজিদের বাহির দৈর্ঘ্য- ৩৭'-০", প্রস্থ- ১৭'-০"। মসজিদের ভিতরের দৈর্ঘ্য- ৩২'-০", প্রস্থ- ১১'-০" ।মসজিদের উচ্চতা- ১২'-০"। পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে মেহরাব উচ্চতা- ৬৯", প্রস্থ- ২৭"। পশ্চিম দেয়ালের মেহরাবের দুই পার্শ্বে উত্তর –দক্ষিণ কোণে আয়তাকার প্যানেলের ভিতর দুইটি কুলঙ্গী আছে। কুলুঙ্গীর উচ্চতা- ৩'-৯" ও প্রস্থ - ৩'-৩"। পূর্ব দিকে ৩টি দরজা আছে। দরজার উচ্চতা-৯০" ও প্রস্থ - ৩'-৭"।

দুমকি মিয়া বাড়ি প্রাচীন মসজিদ

মসজিদের সামনে (পূর্ব পার্শ্বে) কোট ইয়ার্ড ছিল যার দৈর্ঘ্য- ৭২'-০" ও প্রস্থ- ৬৭'-০"। বর্তমানে সামান্য গেইটের অংশই টিকে আছে। বাকীটুকু ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। গেইটের প্রবেশ পথ উচ্চতা- ৩'-৩" ও প্রস্থ - ৩'-০"। মসজিদের চার দিকেই বেষ্টনী প্রাচীর ছিল। বর্তমানে কোন চিহ্ন নেই। মসজিদের পূর্ব দিকে বিশালাকৃতির দিঘি ছিল। বর্তমানে ভরাট পূর্বক বাড়ী ঘর তৈরী করে ব্যবহার করছেন।

মিঞা বাড়ি সিংহ দরজা

অবস্থান: গ্রাম: দুমকী, ইউনিয়ন: শ্রীরামপুর, মৌজা: দুমকী, উপজেলা/ থানা: দুমকী, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২৮০৮২°/২২.২৮.৪N, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২২.১৪৬°/৯০.২২.৪ E

জে.এলনং: ২৪, দাগ নং: ২০০৬,২০২৮,২১০৭,২১০৯, খতিয়ান নং: ৪২৯

স্থানীয়ভাবে মিঞা বাড়ি সিংহ দরজা নামে পরিচিত। পটুয়াখালী বরিশাল বাউওয়ে থেকে প্রায় ১কি.মি. দূরত্বে এর অবস্থান। মিঞা বাড়িতে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে ২০০ গজ দূরত্বে প্রাচীন দিঘি রয়েছে। প্রত্নস্থান থেকে পশ্চিম দিকে লেবুখালী নদী ৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। পূর্বদিকে ২০০ গজ দূরত্বে প্রাচীন মসজিদ ছিল। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক আ: রশিদ গং এবং হাবিবুর রহমান।

তালুকদার বাড়ি প্রাচীন স্থাপনা

অবস্থান: গ্রাম: কার্তিক পাশা, ইউনিয়ন: লেবুখালী, মৌজা: কার্তিক পাশা, উপজেলা/ থানা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২১.৮৭৪°N/২২.২৭৫২° উত্তর, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২১৩৮৬°E/৯০.২১২২°পূর্ব,

স্থানীয়ভাবে তালুকদার বাড়ি নামে পরিচিত। এটি একটি চারপাশে বেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত একতলা আবাসিক স্থাপনা। দরজা অর্ধগোলাকার খিলান আকৃতির। পাতলা টালি ইট, চুন সুরকী নির্মিত আয়তাকার স্থাপনাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৭×৬×১.৫ এবং ৬.৫×৫.৫×১.৫। স্থাপনার অংশ বিশেষ টিকে আছে। পরবর্তী মুঘল আমলে নির্মিত। ইমারতের পশ্চিম দিকের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সেখানে আধুনিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্ব পাশে কাচারী ঘরের অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। । পুরো স্থাপনাটি পরজীবী উদ্ভিদ ও গাছগাছালি দ্বারা আচ্ছাদিত। লবণাক্ততার সংক্রমণে ইমারতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। পশ্চিম দিকে দূরে ৫০০ মি. কচাবুনিয়া নদী ও পূর্ব দিকে দিঘি রয়েছে। প্রত্নস্থানের ভূমির বর্তমান মালিক আলহাজ মোহাম্মদ হাফেজ খান। তিনি ওয়ারিশ সূত্রে এর মালিকানা লাভ করেন।

তালুকদার বাড়ি প্রাচীন স্থাপনা

রমনী তালুকদার বাড়ির প্রাচীন মঠ/শিব মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: চার গৌরবদী, ইউনিয়ন: মুরাদিয়া ২নং, মৌজা: চার গৌরবদী, উপজেলা/ থানা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ ২২°.২৫.৭১১/ ২২.২৫/৪২N , দ্রাঘিমাংশ ৯০° ২৬.০৩৯/৯০.২৬২°E ,

স্থানীয়ভাবে তালুকদার বাড়ির মঠ নামে পরিচিত। একটি একটি এক রত্ন বিশিষ্ট মঠ বা মন্দির। আয়তাকার ইট, চুন ও সুরকী দ্বারা নির্মিত। স্থাপনার ছাদের ধরণ মোচাকৃতির, কার্নিসের প্রকৃতি সমতল। অর্ধগোলাকার দরজা রয়েছে। দেয়ালে কোন অলংকরণে নেই। ভূমি নকশা বর্গাকার। এর সামনে প্রাচীন পুকুর রয়েছে। ১ কিমি দক্ষিণে লোহালিয়া নদী অবস্থিত। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। ভূমির বর্তমান মালিক অশোক কুমার দাস গং। সম্ভবত ১৮ শতকের কোনো এক সময়ে বলরাম দাস নাম জনৈক ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত।

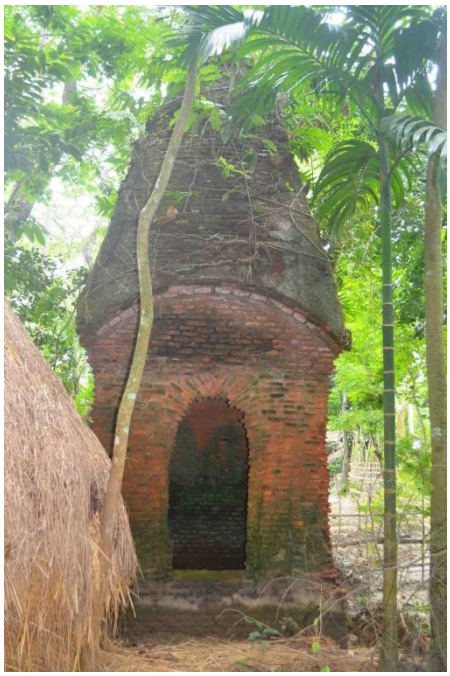

রমনী তালুকদার বাড়ির প্রাচীন মঠ/শিব মন্দির

উত্তর পশ্চিম দুমকি কালি মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: দুমকি, ইউনিয়ন: দুমকি, মৌজা: দুমকি, উপজেলা/ থানা: দুমকি, জেলা : পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২৭.৫২ উত্তর/ ২২.২৭.৮৭৫°, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২১২২ পূর্ব/ ৯০.২১.৩৭৯°

,

স্থানীয় ভাবে দুমকি কালি মন্দির নামে পরিচিত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা চাঁদনী মন্দির। চুন সুরকির মসলার সাথে পাতা টালি ইট দ্বারা নির্মিত। সমতল ছাদ ও আধাগোলাকার খিলান দরজা। ভল্টেড ছাদ রয়েছে। চুন বালির আস্তর দ্বারা ইমারতের বহি দেয়াল গাত্রে আস্তর করা হয়েছে। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২২'-৪" ও প্রস্থ- ১১'-০"। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৭"×৫"×১.৫" এবং ৬"×৫"×১.৫"। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে দুটি দেয়াল টিকে আছে। স্থাপনার সমতল ছাদ বিধ্বস্ত। পরজীবী উদ্ভিদ পুরো মন্দিরটিকেই গ্রাস করে ফেলেছে। মন্দিরের জায়গায় পশ্চিম –দক্ষিণ কোণায় আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। জে.এল/এস.এল নং- দুমকি, মৌজার নাম:- দুমকি।

উত্তর পশ্চিম দুমকি কালি মন্দির

জলিশা রাজা বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: জলিশা, ইউনিয়ন: আঙ্গারিয়া ৪নং, মৌজা: জলিশা (মধ্য জলিশা), উপজেলা/ থানা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.২৭.৮৬৯°/ ২২.২৭.৫২°N, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২৩.০৫৩/৯০.২৩.৩° E

স্থানীয় ভাবে রাজা বাড়ি পুরাতন মসজিদ নামে পরিচিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য - ২৪'-৮", প্রস্থ- ৮'-৬" এবং অভ্যন্তরীন দেওয়ালের পুরুত্ব ০'-২৪"। বর্গাকার ইট, চুন ও সুরকী দ্বারা নির্মিত। ছাদ ও কার্নিসের ধরণ সমতল। অষ্টকোণাকৃতির কর্ণার টারেট রয়েছে। অর্ধ গোলাকার দরজা বিশিষ্ট। দেয়ালে কোনো অলংকরণ নেই।

জলিশা রাজা বাড়ি জামে মসজিদ

স্থানীয়ভাবে জানা যায় শহীদলাল নামক জনৈক ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যর সময়ে কোন প্রভাবশালী হিন্দু ছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন। তার পূর্ব পুরুষ স্থানীয় প্রভাবশালী জোতদার ছিলেন। কবে এই মসজিদটি নির্মিত হয় তা জানা যায়নি। তবে সম্ভবত আঠার শতকের দিকে নির্মিত হয়। ধারণা করা হয় তাদের পূর্ব পুরুষদের সাথে চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের সম্পর্ক ছিল। তারা হয়তো তাদের প্রভাবশালী প্রজা ছিল।

প্রত্নস্থানের সাথে ৫০'-০" পূর্ব দিকে একটি ছোট দিঘি আছে। ১ কি.মি. উত্তরে লোহালিয়া নদী অবস্থিত। স্থাপনাটি মোগল বা মোগল পরবর্তী যুগের হতে পারে। বর্তমানে পূর্ব দিকে মসজিদের সাথে সমন্বয় করে পূর্বমূখী সম্প্রসারণ ও বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। মেহরাব অপসারণ করে নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

উত্তর দক্ষিণ পাশে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। এছাড়াও খিলান দরজা বিকৃত করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্নস্থানের ভূমি মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত। জে.এল/এস.এল নং- ১৫৩, মৌজার নাম:- জলিশা, এস,এ খতিয়ান নং- ১১৯৩ হাল, এস.এ দাগ নং- ৪৪০ হাল। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – পরিমাণ ১৩ শতাংশ।

পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া মাদ্রাসা

অবস্থান: গ্রাম: দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া ,ইউনিয়ন: পাঙ্গাশিয়া, মৌজা:দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া, উপজেলা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী। (এস.এ. খতিয়ান নং: ১২৬৮, এস এ দাগ নং: ২১২৫)

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.২৫৬১০/ ২২.২৫.৩৬০ N, দ্রাঘিমাংশ: ৯০.১৮৪২৪০/৯০.১৮২৫০ E

স্থানীয়ভাবে পাঙ্গাশিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত। ব্রিটিশ স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত দ্বিতল ভবন। সামনে টানা বারান্দা। অত্যন্ত নাজুক ও ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। । বহি: দেয়ালের গাত্র পয়েন্টিং করা। পাঙ্গাশিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শাহ মোহম্মদ হাতেম আলী (র:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মূলত মাদ্রাসার শ্রেণী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভবনটি ছোটবড় নয়টি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। কক্ষগুলো শ্রেণী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতের ছাদ সমতল ছাদ নির্মাণে আর.সি.সি বীম ব্যবহার করা হয়েছে। ইমারতটি প্রায় বছর ১০ আগে থেকে ব্যবহার বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষকদের কক্ষ ও ছাত্রদের থাকার কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চুন-সুরকী ও ইট দ্বারা নির্মিত ভবনটি অলংকরণবিহীন। স্থাপনার দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট। দেয়ালের পুরুত্ব: ১৬"-১৭"। আয়তাকার ভূমি নকশার স্থাপনাটিতে ছাদ, কার্নিস ও দরজার ধরণ সমতল। এর সন্নিকটে পাঙ্গাশিয়া নদী অবস্থিত।

পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া মাদ্রাসা

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	গলাচিপা উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: গলাচিপা উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
১২.	মুন্সি বাড়ির মঠ, অবস্থান: গ্রাম: নিমহাওলা, ইউনিয়ন: উলানিয়া/রতনদি,তারতলী, মৌজা: উত্তর নিমহাওলা, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	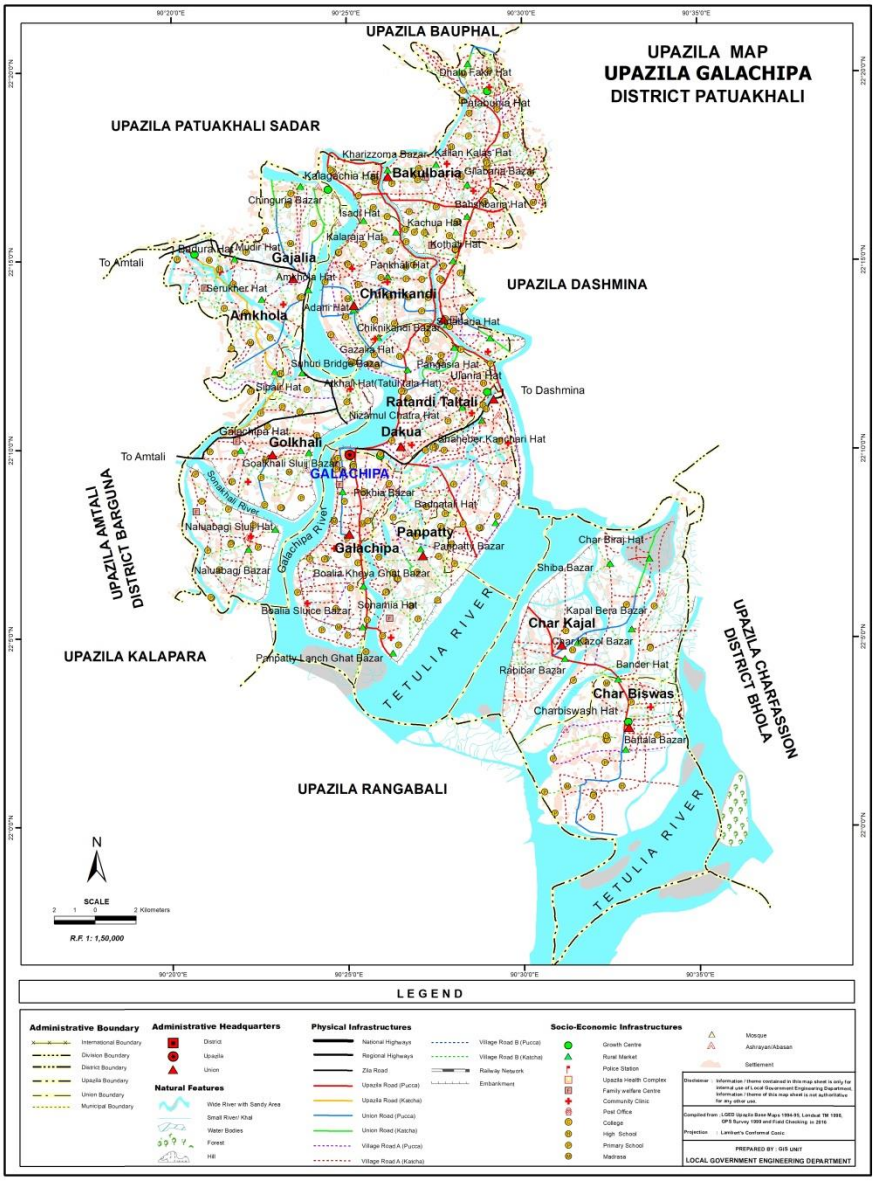
১৩.	গুরিন্দা মসজিদ, গ্রাম: গুরিন্দা, ইউনিয়ন: রতনদি,তারতলী, মৌজা: উলানিয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৪.	গুরিন্দা মসজিদ সংলগ্ন হুজরাখানা, গ্রাম: গুরিন্দা, ইউনিয়ন: রতনদি,তারতলী, মৌজা: উলানিয়া রতনদি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৫.	সত্যনারায়ণ ভূঁইয়ার বাড়ি, গ্রাম: আটখালী, ইউনিয়ন: ডাবুয়া, মৌজা: আটখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৬.	দয়াময়ী দেবীর মন্দির কমপ্লেক্স নাট মন্দির, গ্রাম: সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৭.	দয়াময়ী দেবীর মন্দির কমপ্লেক্স শিবমন্দির,	

	গ্রাম: উ:সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: উ: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৮.	দয়াময়ী কালী মন্দির গ্রাম: উ:সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: উ: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
১৯.	তালুকদার বাড়ির প্রাচীন স্থাপনা, গ্রাম: গোলখালী, ইউনিয়ন: গোলখালী, মৌজা: গোলখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
২০.	বড় তালুকদার বাড়ির মসজিদ, গ্রাম: গোলখালী, ইউনিয়ন: গোলখালী, মৌজা: গোলখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী	
২১.	মধ্য কল্যাণ কলস কালী মন্দির, গ্রাম: কল্যাণ কলস, ইউনিয়ন: কলাগাছিয়া, মৌজা: কল্যাণ কলস, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী	
২২.	মাটির কিল্লা, গ্রাম: কল্যাণ কলস, ইউনিয়ন: কলাগাছিয়া, মৌজা: কল্যাণ কলস, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী	
২৩.	হেমন্ত কাপালী বাড়ি, গ্রাম: চাঁদ খাঁ, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: চাঁদ খাঁ, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা,	

	জেলা: পটুয়াখালী	
২৪.	মনু মৃধার বাড়ি তিন গম্বুজ মসজিদ গ্রাম: গুপ্তের হাওলা, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: দক্ষিণ পানপট্টি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী	
২৫.	মনু মৃধার বাড়ি গ্রাম: গুপ্তের হাওলা, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: দক্ষিণ পানপট্টি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী	
২৬.	তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন ঘাট গ্রাম: বাহেরচর, ইউনিয়ন: রাঙাবালী, মৌজা: বাহেরচর, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা: পটুয়াখালী	

মুন্সি বাড়ির মঠ

অবস্থান: জে.এল/এস.এল নং- ১০৩, মৌজার নাম:- উলানিয়া রতনদি, গ্রাম: নিমহাওলা, ইউনিয়ন: উলানিয়া/রতনদি,তালতলী, মৌজা: উত্তর নিমহাওলা, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ ২২°২৬.১৪, দ্রাঘিমাংশ ৯০°২৩.৮৮"
স্থানীয় নাম: মুন্সিবাড়ি

স্থানীয়ভাবে মুন্সিবাড়ি নামে পরিচিত। এর পূর্বপাশে ৫০০ মি. দূরে নদী রয়েছে। পুরাকীর্তির সংলগ্ন এলাকায় কোন কৃত্রিম জলাশয় নাই। সাম্প্রতিক খননকৃত পুকুর আছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ, প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। প্রত্নস্থান/ পুরাকীর্তিটি উপনিবেশিক যুগের স্মারক নিদর্শন। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন সুরকি। ইটের ধরন বর্গাকার। এটি একটি ৫০ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মোচাকৃতির একরত্ন বিশিষ্ট মঠ। দেয়ালের বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিৎ অলংকরণ সমৃদ্ধ। দেয়ালের বহিগাত্রে ধনুবক্র নকশা রয়েছে। স্থাপনার ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার। পুরাকীর্তির বর্তমান অবস্থা পরিত্যক্ত। পরজীবী উদ্ভিদ পুরো স্থাপনাকে গ্রাস করে ফেলেছে। প্রাচীন পরিত্যক্ত স্থাপনা। সম্ভবত উনিশ শতকের নির্মিত। এই বাড়িটি আগে সাইবের কাবলী বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। মঠ নির্মাণের সঠিক সময়কাল জানা যায়না। তবে সম্ভবত ১০০ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। মঠের শীর্ষদেশে পরজীবী বট পাকুর গাছের শিকড়বাকড় পুরো মঠটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। মঠটির সঠিক নির্মাতার নাম জানা যায়নি। তবে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে জানা যায় এটি স্থানীয় হিন্দু জমিদার কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রায় ১০০ বছর আগে নোয়াখালী থেকে তার হামিদ মুন্সি নামক জনৈক ব্যক্তি এবাড়িটি খরিদ সূত্রে ভোগ দখল করছেন।

গুরিন্দা মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: গুরিন্দা, ইউনিয়ন: রতনদি,তারতলী, মৌজা: উলানিয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১০৩, মৌজার নাম:- উলানিয়া, এস, এ খতিয়ান নং- ১১৩৩, এস.এ দাগ নং- ১৫৭০
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১০.৩০৬, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৮.৮১৮
স্থানীয় নাম: গুরিন্দা প্রাচীন মসজিদ।

স্থানীয়ভাবে গুরিন্দা প্রাচীন মসজিদ নামে পরিচিত। নিকটবর্তী প্রাচীন খাল আছে নাম গুরিন্দা খাল। খালটি মসজিদের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। প্রত্নস্থানের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বালকাময় বেলে দোআশ। প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর , বুনন বালকাময় বেলে দোআশ। প্রত্নস্থান/ পুরাকীর্তিটি মোগল যুগের স্মারক নিদর্শন। পাশাপাশি ২টি স্থাপনা রয়েছে। একটি মসজিদ অন্যটি প্রার্থনা কক্ষ। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ : ৯"×৮"×১.৫", ৭"×৬"×১.৫", ৬"×৫"×১.৫", ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন সুরকি। ইটের ধরন বর্গাকার। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। চারপাশে চারটি গোলাকার কর্নার বুরুজ আছে। পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে দরজা আছে। সমতল ভূমি থেকে মসজিদের উচ্চতা ৭.৩২ মিটার ও মসজিদের দেয়ালে আয়তাকার আবদ্ধ খিলান নকশা দ্বারা সজ্জিত। স্থাপনার পরিমাপ : দৈর্ঘ্য - ১১'-৪" প্রস্থ- ১১'-৪" দেওয়ালের পুরুত্ব : ২'-৬" বাহ্যিক ১৬'-৪"। মসজিদের প্রকৃত নির্মাতার নির্মাণ কালের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কোথাও কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এর নির্মাণ শৈলী দেখে ধারনা করা হয় স্থাপনটি আঠার শতকের দিকে নির্মিত। স্থাপনার দেয়াল সহ ছাদে ফাটল ধরেছে। নোনা সংক্রমনে স্থাপনাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে প্যানেলিং ফ্রেম আয়তাকার দৃশ্যমান।
মালিকানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : মসজিদসহ জায়গা রুস্তমআলী হাওলাদার এর নামে রেকর্ডকৃত।

গুরিন্দা মসজিদ সংলগ্ন হজরাখানা

অবস্থান: গ্রাম: গুরিন্দা, ইউনিয়ন: রতনদি,তারতলী, মৌজা: উলানিয়া রতনদি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১০৩(২নং), মৌজার নাম:- উলানিয়া, এস,এ খতিয়ান নং- ১১৩৩, এস.এ দাগ নং- ১৫৭০,
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১১.১৪৬ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৮.১৫৬
স্থানীয় নাম: ইমামের ঘর।

স্থানীয় ভাবে ইমামের ঘর নামে পরিচিত। এর ১.৫২-৩.০৫ মিটার পূর্বদিকে খাল রয়েছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ, প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ, প্রত্নস্থান/ পুরাকীর্তিটি মোগল যুগের স্মারক নিদর্শন। এর উত্তর দিকে প্রাচীন মসজিদ আছে। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৮"×৭"×১.৫", ৭"×৬"×১.৫", ৯"×৮"×১.৫", ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন সুরকি। ইটের ধরন আয়তাকার। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট একতলা প্রার্থনা ঘর। সম্ভবত মসজিদের অনেক পূর্বে এটি নির্মিত। পাশ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে স্থাপনার মেঝের উচ্চতা ২'-৬"।স্থাপনাটি কে বা কারা নির্মাণ করেছেন তার সঠিক পরিচয় জানা না গেলেও এর স্থাপত্য শৈলীর ধরণ দেখে অনুমান করা যায় এটি আঠার শতকের দিকে নির্মিত হয়। এর ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকের ধারণা এটি হুজরাখানা বা ইমামের ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবদ্ধ খিলান নকশাকৃত বহি: দেয়ালগাত্রে নকশা আছে। স্থাপনার পরিমাপ : দৈর্ঘ্য - ১১'-৯" প্রস্থ- ৭'-০" দেওয়ালের পুরুত্ব : ২'-০" বাহ্যিক পরিমাপ ১১'-০"×১৫'-৯"। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক রুস্তম আলী হাওলাদার। রুস্তম আলী হাওলাদার গং এর নামে রেকর্ডকৃত।

সত্যনারায়ণ ভূঁইয়ার বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: আটখালী, ইউনিয়ন: ডাবুয়া, মৌজা: আটখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২° ১০.৫, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৬.১৩৩
স্থানীয় নাম: সত্যনারায়ণ ভূঁইয়ার বাড়ি।

বাড়িটির প্রতিষ্ঠাতা উদয় নারায়ন ভূঁইয়া। সম্ভবত ১৭ শতকের দিকে নির্মিত হয়। তিনি ভূ-স্বামী ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ পরগনার একজন করদ জমিদার ছিলেন। জমিদারি পরিচালনা করে প্রভূত অর্থ বিত্তের মালিকানা হন। আয়তাকার আবাসিক ইমারতটি উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত । বর্তমানে দোতলা ইমারত। নির্মাণের সময় একতলা হিসেবে নির্মিত হয়। পরে উচ্চমুখী সম্প্রসারণ হয়। ইমারতটি এই অঞ্চলে সবচেয়ে প্রাচীন ও একমাত্র স্থাপনা হিসেবে সমাদৃত। প্রত্নস্থান থেকে ১০০ মি দক্ষিণ-পশ্চিমে নদী অবস্থিত। পুরাকীর্তি সংলগ্ন এলাকায় ছোট পুকুর আছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। এর উত্তর দিকে প্রাচীন মসজিদ আছে। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন সুরকি। স্থাপনার ছাদের ধরণ সমতল, কার্ণিশের প্রকৃতি সমতল, স্থাপনার দরজার প্রকৃতি সমতল। দরজার মাল্টিফয়েল আর্চ। দেয়ালে সিলিন্ডার কলাম, কলস মোটিফ নকশা। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক দিলীপ নারায়ন ভূঁইয়া। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ৬.২০ একর।

দয়াময়ী দেবীর মন্দির কমপ্লেক্স নাট মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী

জে.এল/এস.এল নং- ৫৪, মৌজার নাম:- সুতাবাড়িয়া, এস,এ খতিয়ান নং- ৪৪১, এস.এ দাগ নং- ১৪০০,

ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২° ১২.৭০৯ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৭.৮৯৫

স্থানীয় নাম: নাট মন্দির।

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় ইটের তৈরী একতলা নাটমন্দির। পাতলা টালি ইট ও চুন সুরকির মসলার নির্মিত নাটমন্দিরের চারপাশে ইটের তৈরী স্তম্ভের সাথে খিলান সারি দেখা যায়। মন্দিরটি কালের বিবর্তণে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আছে। তাছাড়া নাটমন্দিরের পাশদিয়ে প্রবাহিত প্রমত্তা বুড়া গৌরঙ্গ নদীর ভাঙ্গনে মন্দিরের উত্তর পাশের দেয়ালের অংশ বিশেষ নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। নাট মন্দিরের চারদিকে অনুচ্চ বেষ্টনী প্রাচীন দ্বারা ঘেড়া ছিল। মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীতে ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রত্নস্থল থেকে মাত্র ৫ ফুট পশ্চিমে নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থানের মাটির রং বাদামী ধূসর, বুনন মিহিদানাযুক্ত। প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর , বুনন বেলে দোআশ। সম্ভবত মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। এর পূর্ব দক্ষিণ কোণায় শিব মন্দির ও কালি মন্দির দৃশ্যমান আছে। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫", ৬"×৫"×১.৫"। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ : ইট, চুন সুরকি, স্থাপনার ছাদের ধরণ সমতল, কার্ণিশের প্রকৃতি সমতল , কর্ণার টারেট চারকোনা ও ব্যান্ড নক্সাবিশিষ্ট। খিলানাকৃতির দরজা। বহি: দেয়াল গাত্রে প্যানেলিং নকশা ও পলাকার নকশা সমৃদ্ধ। স্থাপনার পরিমাপ : দৈর্ঘ্য - ৩৮'-০" প্রস্থ- ২৭'-৭" বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব : ২'-০" । স্থাপনার ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার। পুরাকীর্তিটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। স্থাপনার ছাদ দেয়াল (পূর্ব সমূর্ণ) বিধ্বস্ত। মেঝে ডেবে গেছে। বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরে মন্দিরের একাংশ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রত্নস্থানের ভূমি দয়াময়ী দেবীর মন্দিরের নামে রেকর্ডকৃত। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ৪০ শতাংশ

দয়াময়ী দেবীর মন্দির কমপ্লেক্স শিবমন্দির

অবস্থান: গ্রাম: উ:সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: উ: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ৫৪, মৌজার নাম:- সুতাবাড়িয়া, এস, এ খতিয়ান নং- ৪৪১, এস.এ দাগ নং- ১৪০০, হালদাগ নং- কমপ্লেক্স ৪০ শতাংশ।
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১২.৬৭৭, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২৭.৯৩৫
স্থানীয় নাম: শিবমন্দির।

ইট নির্মিত বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক রত্নবিশিষ্ট শিখড়া মন্দির। বক্রছাদ প্রান্ত কার্ণিশের নিচে প্যানেলিং ফ্রেম নকশা শোভিত। শিখড়াটি উচ্চমুখী করে মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে। ১২০৮ বঙ্গাব্দে এই প্রাচীন মন্দির নির্মিত হয়।
প্রত্নস্থল থেকে মাত্র ৫ ফুট পশ্চিমে নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর , বুনন বেলে দোআশ। সম্ভবত মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। মন্দির কমপ্লেক্সে অবস্থিত, নাট মন্দির ও কালি মন্দির কাছেই অবস্থিত। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫", ৬"×৫"×১.৫"। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন সুরকি। খিলানাকৃতির দরজা বিদ্যমান। আয়তাকার প্যানেলিং নকশা । স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ১০'-৮" প্রস্থ- ১০'-৮", বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব ২'-২"। স্থাপনার ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক দয়াময়ী দেবীর নামে রেকর্ডকৃত। মালিকানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দয়াময়ী দেবীর নামে মন্দিরের জমি রেকর্ডকৃত। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – মোট ৪.৭৯ একর

দয়াময়ী কালী মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: উ:সুতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দা, মৌজা: উ: সুতাবাড়িয়া, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ৫৪, মৌজার নাম:- সুতাবাড়িয়া, এস,এ খতিয়ান নং- ৪৪০/৪৪১, এস.এ দাগ নং- ১৪০০ মন্দির, হালদাগ নং- কমপ্লেক্স ৪০ শতাংশ
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১২.৭০৯ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৭.৮৯৫
স্থানীয় নাম: কালী মন্দির।

একতলা দালান। সমতল ছাদ বিশিষ্ট । চুন সুরকির গাথুনী। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায়ে নির্মিত। সম্প্রতি সংস্কারকৃত সিমেন্ট বাল দ্বারা সংস্কার করা হয়েছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখ দেয়ালের বাম ও ডানদিকে দুটি আবদ্ধ খিলান নকশা। বর্তমানে কালী মূর্তি পূজিত হচ্ছে। প্রত্নস্থল থেকে মাত্র ৫ ফুট পশ্চিমে নদী অবস্থিত। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। সম্ভবত মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। এর উত্তরে কালীমন্দির পশ্চিম-উত্তরে কোণে শিবমন্দির। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৭"×৬"×১.৫", ৬"×৬"×১.৫"। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন-সুরকি। মন্দিরের সম্মুখ দেয়ালে (দক্ষিণ দিকে) খিলান নকশা আছে। স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ২২'-৪", প্রস্থ- ১৩'-৫", বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব ২'-২"। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চাদনী মন্দির। চুন সুরকির গাথুনীতে নির্মিত। পাতলা টালি ইট সমতল ছাদ। দক্ষিণ দিকে একটি দরজা আছে। আধুনিক নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে সম্প্রতি সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে মন্দিরটিতে। সামনের (দ:) দেয়ালে আস্তর করা হয়েছে। প্রত্নস্থানের ভূমি দয়াময়ী দেবীর নামে মন্দিরের জমি রেকর্ডকৃত। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – মোট ১.৮০ একর জমি। দয়াময়ী মাতার নামে রেকর্ডকৃত ২.৫১ একর।

তালুকদার বাড়ির প্রাচীন স্থাপনা

অবস্থান: গ্রাম: গোলখালী, ইউনিয়ন: গোলখালী, মৌজা: গোলখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১১২, মৌজার নাম:- গোলখালী, এস,এ খতিয়ান নং- ৮১/৫১
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১১.০৩৪ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২১.৭৬৮
স্থানীয় নাম: সিরাজ তালুকদারের বাস ভবন।

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল আবাসিক স্থাপনা। উপনিবেশিক স্থাপত্য ঐতিহ্য নির্মিত। চুন সুরকির মসলার গাথুণীতে নির্মিত। সোট ৫ টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত। ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বরাবর বীম ও কড়িবর্গা ব্যবহার করা হয়েছে। এ বাড়ির সন্তান আবু হোসেন তালুকদার ওরফে মঠমিয়া এম.এল. এ ছিলেন। ৭৩ সালের নির্বাচনে এম.পি নির্বাচিত হন। ৩৫ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। নাতি একলাস উদ্দিন নিপু তালুকদার তিন বারে নির্বাচিত হন। পশ্চিম দিকে প্রাচীন পুকুর আছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ, প্রত্নস্থানের চারপাশের মাটির রংকালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ, প্রত্নস্থান/ পুরাকীর্তিটি উপনিবেশিক আমলের বলে মনে হয়। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০"×৬"×২", ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন-সুরকি। বর্তমানে পরিত্যক্ত আবাসিক স্থাপনা। অভ্যন্ত ভগ্নদশায় উপনীত। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক আলতাব উদ্দিন তালুকদার গং। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ১০ একর। দয়াময়ী মাতার নামে রেকর্ডকৃত ২.৫১ একর।

বড় তালুকদার বাড়ির মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: গোলখালী, ইউনিয়ন: গোলখালী, মৌজা: গোলখালী, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১১২, মৌজার নাম:- গোলখালী, এস, এ খতিয়ান নং- ৮১/৫১, এস.এ দাগ নং- ৩৫৮৮
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১০.৩৫ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৪.১২৯
স্থানীয় নাম:তালুকদার বাড়ির মসজিদ।

মসজিদের নির্মাতা সিরাজউদ্দিন তালুকদার। নির্মাণ সাল উনিশ শতকে আদি মসজিদ ছিল চুন সুরকির গাথুনীতে নির্মিত। ৪৮× ২৩ ফুট । দ্বিতল মসজিদের নিচ তলায় তালুকদারদের কাচারী ছিল। আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত মসজিদটিতে গম্বুজের সংখ্যা ১০টি। প্রত্নস্থলের কাছে পূব রাবনাবাদ চ্যানেল রয়েছে। এর উত্তর দিকে প্রাচীন পুকুর, দক্ষিণে এলুয়া ও পশ্চিমে গাজীপুরা রয়েছে। বর্তমানে বিলুপ্ত স্থাপনা। ৭-৮ বছর আগে একে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। মসজিদের যা মেলে তা থেকে ধারণা করা হয় এটি রুডাপুর মিয়াবাড়ি মসজিদের অনুরুপ। প্রত্নস্থানের বর্তমান ভূমির মালিক বড় তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ। মরহুম আবিদ তালুকদার মসজিদটি নির্মাণ করেন। ওয়াকফ সিরাজউদ্দিন গং।

মধ্য কল্যাণ কলস কালী মন্দির

অবস্থান: গ্রাম: কল্যাণ কলস, ইউনিয়ন: কলাগাছিয়া, মৌজা: কল্যাণ কলস, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ৪০, মৌজার নাম:- কল্যাণ কলস
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.১৬.৫২৬ , দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২৮.৬৭৫
স্থানীয় নাম: কালী বাড়ি।

ইট নির্মিত আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা সমতল ছাদ বিশিষ্ট চাদনী মন্দির। মন্দিরে ছাদ বিধস্ত হলে ২০১৫ সালে সংস্কার করা হয়। সমতল ছাদের লোহার সংযোগ বীম এবং কাঠের কড়িবর্গা দৃশ্যমান। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়নি। তবে জনশ্রুতি ভিত্তিতে জানা যায় চন্দ্রদ্বীপ বাহার জমিদার ফরিদপুর চৌধূরী স্টেটের জমিদারদের ৪ আনা হিস্যার বায়তী প্রজাপত্তনী এই এলাকায় ছিল । জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সম্ভবত আরো অনেক পরে ইট নির্মিত এই মন্দিরটি নির্মিত হতে পারে। অত্যন্ত সাদাকাটা নির্মাণ শৈলীর মন্দিরটি সম্ভবত উনিশ শতকের দিকে নির্মিত হতে পারে। মন্দিরের বহি: দেয়াল গাত্রে কোন নকশা বা কারুকাজ চোখে পড়েনি। এর পূর্ব দিকে প্রাচীন পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন মিহিদানা যুক্ত। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ : ১০"×৪"×৩"। ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ চুন সুরকি। স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ১৯'-২" এবং প্রস্থ- ১৮'-৫"। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছাদ. মেঝে, দেয়ালের কিছু স্থানে আধুনিক নির্মাণ উপকরণ সিমেন্টবালু ব্যবহার করে প্রাচীন স্থাপনা সংস্কার করা হয়। প্রত্নস্থানের বর্তমান ভূমির মালিক ফরিদপুর চৌধুরী স্টেট।
মালিকানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: সম্পত্তি মন্দির এর নামে রেকর্ডকৃত

মাটির কিল্লা

অবস্থান: গ্রাম: কল্যাণ কলস, ইউনিয়ন: কলাগাছিয়া, মৌজা: কল্যাণ কলস, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ৪০, মৌজার নাম:- কল্যাণ কলস, এস,এ খতিয়ান নং- ৮২৩, এস.এ দাগ নং- ১৮৬৭, হালদাগ নং-৮০ শতাংশ
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.১৬.৫২৩ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৬.৬৭০
স্থানীয় নাম: টিলা।

স্থানীয় ভাবে পরিচিত মাটির কেল্লা বা মুজিব কেল্লা। ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে নির্মিত । মানুষ ও গবাদী পশু রাখা কেল্লা নির্মাণের উদ্দেশ্যে। পাশ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে কৃত্রিম ঢিবির শীর্ষ দেশের উচ্চতা প্রায় ১৫-১৮ ফুট । রেড ক্রসের আর্থিক সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রলয়ংকারী সাইক্লোন থেকে মানুষ, গবাদী পশু রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাটির কেল্লা নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় ভাবে এই কেল্লাটি মুজিব কেল্লা নামে পরিচয়। কেল্লার দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট এবং প্রস্থ ১০০ ফুট। এখনো বিভিন্ন প্রাকৃতির দূর্যোগসহ ঘূনীঝড় মোকাবেলায় কার্যকর। নিকটবর্তী নদী, কৃত্রিম জলাশয় ও পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থানের মাটির রং বাদামী ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশ।

হেমন্ত কাপালী বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: চাঁদ খাঁ, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: চাঁদ খাঁ, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী জে.এল/এস.এল নং- ৯৫, মৌজার নাম:- চাঁদ খাঁ, এস, এ খতিয়ান নং- ৩১৯, এস.এ দাগ নং- ১৪৭২, উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ৪.২৫ একর
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.৬.২২৮ , দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ৪৫৩.২৭২
স্থানীয় নাম: হেমন্ত কাপালী বাড়ি

আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত একতলা আবাসিক স্থাপনা। চুন-সুরকির মসলায় নির্মিত সাদা মাটা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাওয়া যায় না। বাড়ির নির্মাতা হেমন্ত কাপালী স্থানীয় রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত তালুকদার ছিলেন। স্থানীয় জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে বেশ অর্থ বিত্তের মালিক হন। উনিশ শতকের শেষ দিকে বা বিংশ শতকের প্রারম্ভে বসবাসের জন্য তিনি এই স্থাপনা নির্মাণ করেন। বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। প্রত্নস্থলের কাছে বোপলিয়া নদী ও ১.৫ কি.মি. পূর্ব দিকে রাবনাবাদ চ্যানেল রয়েছে। দক্ষিণদিকে একটি পুকুর রয়েছে। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ৩৪'-৫" এবং প্রস্থ- ১৬'-৬" ও বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব ১'-৮"। কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্প্রসারণ হয় নাই। আদি পুরুষ হেমন্ত কাপলীর নামে রেকর্ডকৃত। এখন তার পুত্র তাপস চন্দ্র কাপালীর নামে রেকর্ডকৃত।

মনু মৃধার বাড়ি তিন গম্বুজ মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: গুপ্তের হাওলা, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: দক্ষিণ পানপট্টি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১২৫, মৌজার নাম:- দক্ষিন পানপট্টি, এস, এ খতিয়ান নং- ৩২৭, এস.এ দাগ নং- ৩১৬২,
হালদাগ নং- ৪ শতাংশ
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.৭১৭৩, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৫.১৫৬
স্থানীয় নাম: মনু মৃধার বাড়ি মসজিদ

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। চুন- সুরকির মসলায় নির্মিত মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে তিনটি খিলানাকৃতির দরজা ব্যবহার করে মূল মসজিদে প্রবেশ করা যায়। অবতল মিহরাব। মসজিদের ছাদ, দেয়াল, গম্বুজের অংশে আধুনিক নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদে স্থানীয় উদ্দেশ্যে আধুনিক সংস্কার কর্মকান্ডের ফলে এর আদি বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে সংরক্ষণ যোগ্যতা হারিয়েছে। প্রত্নস্থান থেকে ১০০ মি. পূর্ব দিকে রাবনাবাদ চ্যানেল রয়েছে। পূর্বপাশে ১২০ × ৮০ বর্গফুট পরিমাপের প্রাচীন পুকুর আছে। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং বাদামী ধূসর, বুনন বেলে দোআশ। মসজিদের কোথাও শিলালিপি না থাকায় সঠিক নির্মাণকাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে স্থাপনার নির্মাণ শৈলী থেকে ধারণা করা হয় এটি সম্ভবত উনিশ শতকে নিমিত্ত হতে পারে। মসজিদের পশ্চিম পাশে একতলা প্রাচীন ইমারত রয়েছে। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০"× ৫"× ২"। স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ৩৪'-৫" এবং প্রস্থ- ১৬'-৬" ও বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব : ১'-৮" । মসজিদের সামনের বারান্দায় ব্যাপক আধুনিক নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে সংস্কার করার ফলে এর আদি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয়েছে। পূর্ব পাশে আধুনিক ইমারত নির্মাণ করে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। স্থাপনার পরিমাপ ১৩'-০"×৬'-৪"। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক মনু মৃধার বাড়ির প্রাচীন মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত।

মনু মৃধার বাড়ি

অবস্থান: গ্রাম: গুপ্তের হাওলা, ইউনিয়ন: পানপট্টি, মৌজা: দক্ষিণ পানপট্টি, উপজেলা/ থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
জে.এল/এস.এল নং- ১২৫, মৌজার নাম:- দক্ষিন পানপট্টি, এস, এ খতিয়ান নং- ৩২৭, এস.এ দাগ নং- ৩১৬২,
হালদাগ নং- ২.৭২ একর
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.৭১৭৩, দ্রাঘিমাংশ: ৯০° ২৫.১৫৬
স্থানীয় নাম: মৃধার বাড়ি

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা আবাসিক স্থাপনা। চুন-সুরকির মসলার গাথুনীতে নির্মিত । উপনিবেশিক স্থাপত্য রীতির প্রভাব বিদ্যমান। ইমারত নির্মাণের সঠিক সময়কাল জানা না গেলেও স্থাপত্য শৈলী দেখে ধারণা করা যায় ইমারতটি সম্ভবত উনিশ শতকে নির্মিত । জনৈক মুন মিয়া / মনু মৃধা কর্তৃক এ স্থাপনাটি আবাসিক স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্থাপনার ছাদ নির্মাণে কাঠের কড়িবর্গা ও লোহার বীম ও টালি ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপনাটি বর্তমানে অত্যন্ত ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। ছাদ সহ বিভিন্ন দেয়াল বিধ্বস্ত। পূর্বমুখী স্থাপনাতে ৫টি বিভিন্ন আকৃতির কক্ষ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ দেয়ালের গায়ে ফুল লতা পাতার কারুকাজ করা নকশা আছে। স্থাপনা থেকে ১০০ মি. দূরে পূর্ব রাবনাবাদ চ্যানেল রয়েছে। পূর্বপাশে ১২০×৮০ বর্গফুট পরিমাপের প্রাচীন জলাশয় আছে। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং বাদামী ধূসর ও বুনন বেলে দোআশ। বাড়ির সংলগ্ন পূর্বপাশে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০"× ৫"× ২"। স্থাপনার ছাদের ধরণ সমতল, কার্ণিশের প্রকৃতি সমতল। স্থাপনার দরজার প্রকৃতি সেমি সার্কুলার। দেয়ালে কিঞ্চিৎ ফুল ও লতা পাতার অলংকরণ আছে। স্থাপনার পরিমাপ দৈর্ঘ্য - ৩৬'-৯" ও প্রস্থ- ২৮'-৩" বাহ্যিক দেওয়ালের পুরুত্ব ১'-১০"। বর্তমানে পরিত্যক্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক গোলাম রসুল, আনোয়ার হাওলাদার, দেলোয়ার। গোলাম কাদের ও গোলাম সরোয়ার এর নামে রেকর্ডকৃত।

নিম্নে পটুয়াখালী জেলার রাঙাবালি উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিসমূহের নথিভুক্তকৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	রাঙাবালি উপজেলায় পরিচালিত জরিপ কার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ	মানচিত্র ১: রাঙাবালি উপজেলার প্রশাসনিক মানচিত্র
১.	তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন ঘাট স্থানীয় নাম: মসজিদ ঘাট। গ্রাম: বাহেরচর, ইউনিয়ন: রাঙাবালী, মৌজা: বাহেরচর, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা: পটুয়াখালী	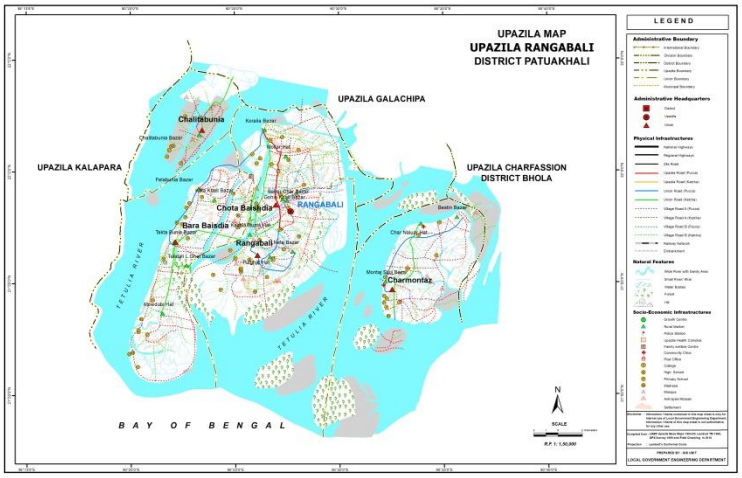
২.	মিয়া বাড়ি প্রাচীন স্থাপনা স্থানীয় নাম: মিয়াবাড়ি গ্রাম: চকলাখালী, ইউনিয়ন: ছোট বাইশদিয়া, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী , জেলা: পটুয়াখালী	
৩.	হরিদিয়াখালী হাছান আলী হাওলাদার জামে মসজিদ স্থানীয় নাম: হরিদিয়াখালী প্রাচীন মসজিদ। গ্রাম: হরিদিয়াখালী, ইউনিয়ন: ছোট বাইচদিয়া, মৌজা: হরিদিয়াখালী, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা: পটুয়াখালী	
৪.	তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ, স্থানীয় নাম: তালুকদার বাড়ি গ্রাম: বাহেরচর, ইউনিয়ন: রাঙাবালী, মৌজা: বাহেরচর, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা : পটুয়াখালী	

তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন ঘাট

অবস্থান: গ্রাম: বাহেরচর, ইউনিয়ন: রাঙাবালী, মৌজা: বাহেরচর, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা: পটুয়াখালী
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২°.৫৭.৯৯২, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ৯৬৬৫৩৩
স্থানীয় নাম: মসজিদ ঘাট।

আব্দুল আলী তালুকদার খননকৃত দিঘিতে অবস্থিত সান বাঁধানো ঘাট। সম্ভবত ১৯১০ সালে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর এবং বুনন বেলে দোআশ। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক দীঘিসহ ঘাট মসজিদের নামে ওয়াকফ স্টেট।

মিয়া বাড়ি প্রাচীন স্থাপনা

অবস্থান: গ্রাম: চকলাখালী, ইউনিয়ন: ছোট বাইশদিয়া, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী , জেলা: পটুয়াখালী
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.৫৯.৭০২, দ্রাঘিমাংশ : ৯০°.২৬.১
স্থানীয় নাম: মিয়াবাড়ি

বাড়ির একমাত্র প্রাচীন স্থাপনাটি ১০-১৫ বছর আগে ভেঙ্গে বিধ্বস্ত হয়। কেবলমাত্র ভিত্তি কাঠামো অবশিষ্ট রয়েছে। একতলা বিশিষ্ট বিলুপ্ত স্থাপনাটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ছাদ নির্মাণে লোহার বীম, টালি, কাঠের কড়িবগা দ্বারা নির্মিত চুন সুরকির গাথুনীতে নির্মিত প্রাচীন স্থাপনাটি নির্মাণে আয়তাকারের বৃটিশ ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ৫টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত একতলা ইমারতটি সম্ভবত উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়। ইমারত ছাড়াও পাকা সান বাধানো ঘাট আছে। প্রাচীন স্থাপনার পূর্ব দিকে। ৩ মাইল পূর্ব দিকে বুড়র গৌরাঙ্গ নদী অবস্থিত। বাড়িরর পূর্বপাশে প্রাচীন পুকুর রয়েছে। পরিমাপ আনুমানিক ১২০ ফুট × ১০০ ফুট। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর এবং বুনন বেলে দোআশ। স্থাপনার ছাদের ধরণ সমতল, কার্ণিশের প্রকৃতি সমতল। স্থাপনার দরজার প্রকৃতি সেমি সার্কুলার। দেয়ালে কোন কারুকার্য শৈলী চোখে পড়েনি। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক আবু ইসরাইল হাওলাদার গং। উল্লেখিত ভূমি তপশীলের সাথে বাস্তব জমির – ৫.৫ একর

হরিদিয়াখালী হাছান আলী হাওলাদার জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: হরিদিয়াখালী, ইউনিয়ন: ছোট বাইচদিয়া, মৌজা: হরিদিয়াখালী, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জেলা: পটুয়াখালী
হালদাগ নং- ৪ একর
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.৫৯.১০২, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ২৬.২৯৮
স্থানীয় নাম: হরিদিয়াখালী প্রাচীন মসজিদ।

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা মসজিদ। ১৯১০-১৯১১ সালে নির্মিত হয়। মসজিদের নির্মাতা ছিলেন মরহুম হাসান হাওলাদার। এদের আদী পুরুষ বরিশালের কাউরিয়ার চর নামক এলাকা থেকে ১৮ শতকের মধ্যভাগে এখানে আগমন করেন। এদের আদী পুরুষ হাওলাদার ছিলেন । তারা রাজস্ব আদায় করতেন। সম্ভবত মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে জমিদারদের অধীন হাওলাদার ছিলেন। পূর্ব দিকে আগুনমুখা নদী রয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাচীন জলাশয় রয়েছে। পরিমাপ ১২০×৮০ ফুট। প্রত্নস্থান ও চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর ও বুনন বেলে দোআশ। সমতল ছাদ স্টাইলে নির্মি মসজিদ। পুরাকীর্তিটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। চুন সুরকির মসলায় নির্মিত একতলা দালান। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা দালানটির ছাদ নির্মাণে লোহার বীম ও কাঠের কড়িবর্গা ব্যবহার করেছেন। হাচন আলী হাওলাদার বাড়ি মসজিদের নামে রেকর্ডকৃত।

তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ

অবস্থান: গ্রাম: বাহেরচর, ইউনিয়ন: রাঙাবালী, মৌজা: বাহেরচর, উপজেলা/ থানা: রাঙাবালী, জে.এল/এস.এল নং- ১৫৫, জেলা : পটুয়াখালী
ভৌগোলিক অবস্থান: অক্ষাংশ : ২২°.৫৭.৯৯২, দ্রাঘিমাংশ : ৯০° ৯৬৬৫৩৩
স্থানীয় নাম: তালুকদার বাড়ি

মসজিদটি সম্ভবত উনিশ শতকের শেষ দিকে কিংবা বিংশ শতকের শুরুতে এই অঞ্চলে নির্মিত হতে পারে। মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন অত্র এলাকার আদি নিবাসী তালুকদার আব্দুল আলী। টিন ও কাঠ ব্যবহার করে নির্মান এই স্থাপনাটির মেঝে পাকা করা হয়েছে ইট দিয়ে । চুন সুরকির মসলার গাথুনীতে নির্মিত মেঝের চত্বর। পূর্ব পাশে প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়টি মসজিদের সমসাময়িক। প্রত্নস্থান ও এর চারপাশের মাটির রং কালচে ধূসর এবং বুনন বেলে দোআশ। ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০"× ৫"× ২"। সমতল ছাদ স্টাইলের মসজিদ। এই অঞ্চলে নির্মিত পুরাতন মসজিদ। ধারণা করা হয় এই এলাকায় বসত গড়ে উঠলে তার অব্যবহিত পরে কাঠ ও টিন দ্বারা নির্মিত এই মসজিদ নির্মিত হয়। প্রত্নস্থানের ভূমির মালিক শাহিন হোসেন তালুকদার গং।

উপসংহার:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক পরিচালিত পটুয়াখালী জেলা জরিপের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলোর ধরণে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এসকল প্রত্নস্থানে বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের জন্য আরো বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্নস্থাপনাগুলো পরবর্তী মোঘল যুগ থেকে ঔপনিবেশিক সময়কালের। প্রত্নস্থাপনাগুলোর মধ্যে মসজিদ, মন্দির, জমিদার বাড়ির প্রাধান্য বেশি। প্রত্নস্থানগুলো বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো প্রত্নস্থাপনার অংশ বিশেষ কোনোরকমে টিকে আছে। এসব স্থাপনার ক্ষতিগ্রস্ততার নানা ধরণের কারণ রয়েছে। যার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণ যথা গাছপালা, লবণাক্ততা ইত্যাদি যেমন রয়েছে, তেমনি মানুষ সৃষ্ট কারণ রয়েছে যথা সংস্কার, পুনর্ব্যবহার, অসচেতনতা ইত্যাদির ফলে প্রত্নস্থানের আদি রূপ হারিয়ে গেছে। এছাড়াও আরো নানাবিধ কারণে প্রত্নস্থানগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এসকল অঞ্চলের প্রত্নস্থানগুলোতে আশু সংস্কার-সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্কেচসমূহ: দশমিনা উপজেলা

পূর্ব
বারান্দা
দক্ষিণ
উত্তর
পশ্চিম
৫০'-০"
৪৪'-৮"
২৭'-৮"
২৪'-৮"
W.T.W.- ২'-৬"

৪৪'-৮"
২২'-৮"
২'-০"
৪'-৮"
W
D

[illegible]
[illegible]

তাং-২১/০৭/২০[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাং- ২২/০৭/২০১[illegible]

* ১ম দেয়ালের দৈর্ঘ্য- ১৪'-০", দেয়ালের উচ্চতা- ২'-২"
* ২য় দেয়ালের দৈর্ঘ্য- ৯'-০", দেয়ালের উচ্চতা- ৩'-৪"
* ৩য় দেয়ালে ৪ টি পিলারের বেইস- ১'-২" x ১'-২"
* বেইসের উপর ৪ টি [illegible] পিলারের [illegible] পিলারের [illegible]- ৩'-০"

আব্দুল্লাহ মামুন খান (মাস্টার্স) গ্রাম- চর গোলাবাড়ী, ইউনিয়ন চর গোলাবাড়ী, জেলা ডিমলা, কাচারী মধ্য — তাং- ২১/০৭/২০১৯

নকশা

- দৈর্ঘ্য- ৫২'-০", প্রস্থ- ২৭'-৪", দেয়ালের পুরুত্ব- ১'-৮"
- দরজার মাপ- প্রস্থ- ৪'-০", উচ্চতা- ৬'-১০", ইটের পরিমাপ- ১০"×৫"×৩"

পূর্ব
৩২'-২"
মূল কক্ষ
জানালা
দরজা
প্রধান দরজা
বারান্দা
২'-৮"
৩'-৪"
২'-০"
৬'-০"
২০'-৬"
১০'-৬"
দক্ষিণ
উত্তর
পশ্চিম

বড় কালি বাড়ী গ্রাম মশাদিঘি, থানা বালুরঘাট, (দক্ষিণ দিনাজপুর)
ইউনিয়ন : বাংলাকাড়িয়া দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

তাং- ২০/০৭/২০১৯

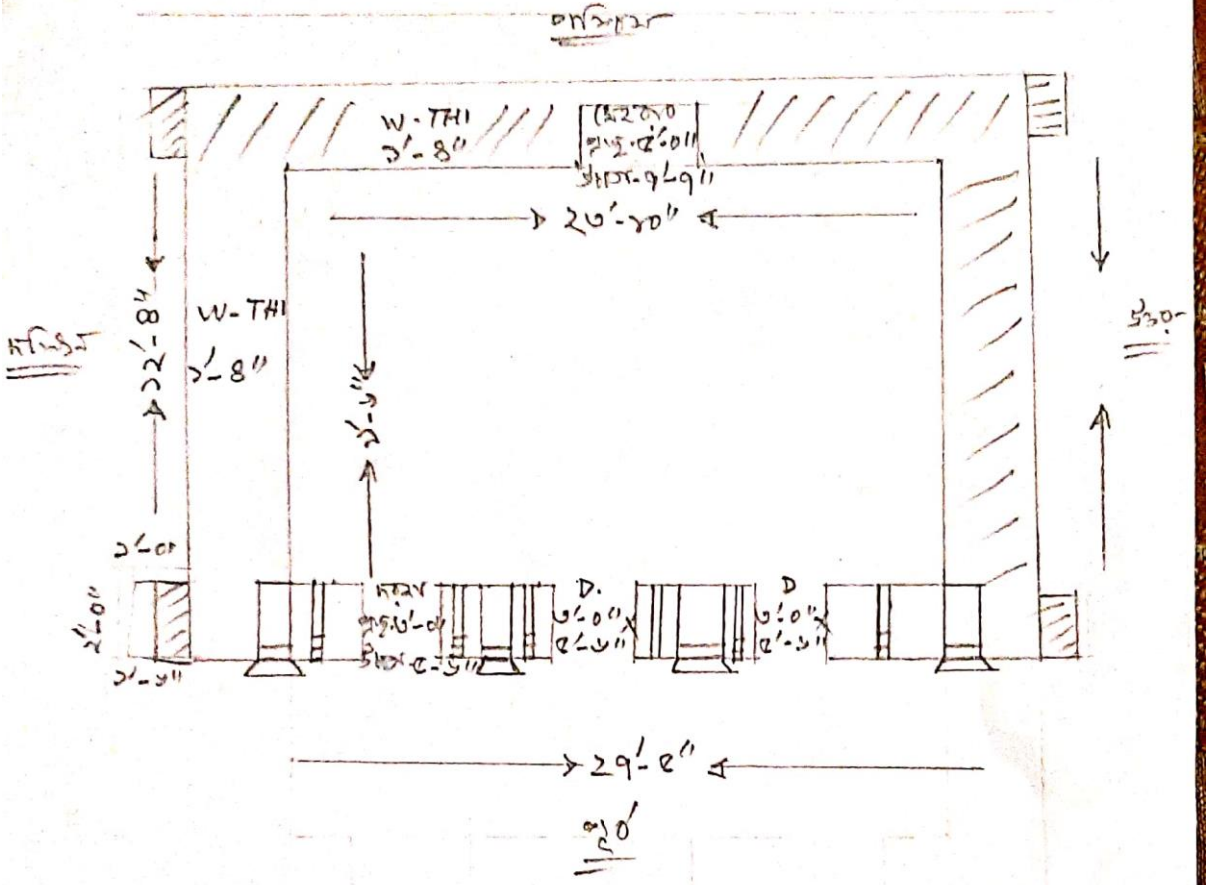

পশ্চিম

পূর্ব

* দৈর্ঘ্য-(বাহির) ২৭'-৫", প্রস্থ-১২'-৪", দেওয়ালের পুরু-১'-৪"
* দৈর্ঘ্য-(ভিতর) ২৬'-১০", প্রস্থ- ৯'-৬"
* মেহরাব - প্রস্থ- ৫'-০", উচ্চতা- ৭'-৭"
* তিনটি দরজা সামনে-প্রস্থ-৬'-০", উচ্চতা- ৫'-৬"
* ৪টি দেওয়াল পিলার- ১'-৬"×২'-০"×১'-০"

[illegible]
গ্রাম: [illegible]

তাং- ২০/০৭/২০১৯

পশ্চিম

অক্ষাংশ - ২২°২২'১৮.১৪৩ / ২২.৩৭২৮ N

দ্রাঘিমাংশ - ৮৯°৩৪'৭৫৮ / ৮৯°৩৪.৪৬৫

পশ্চিম
W-Thi
দক্ষিণ
উত্তর
পূর্ব

উত্তর
W-Thi
২'-০"
পূর্ব

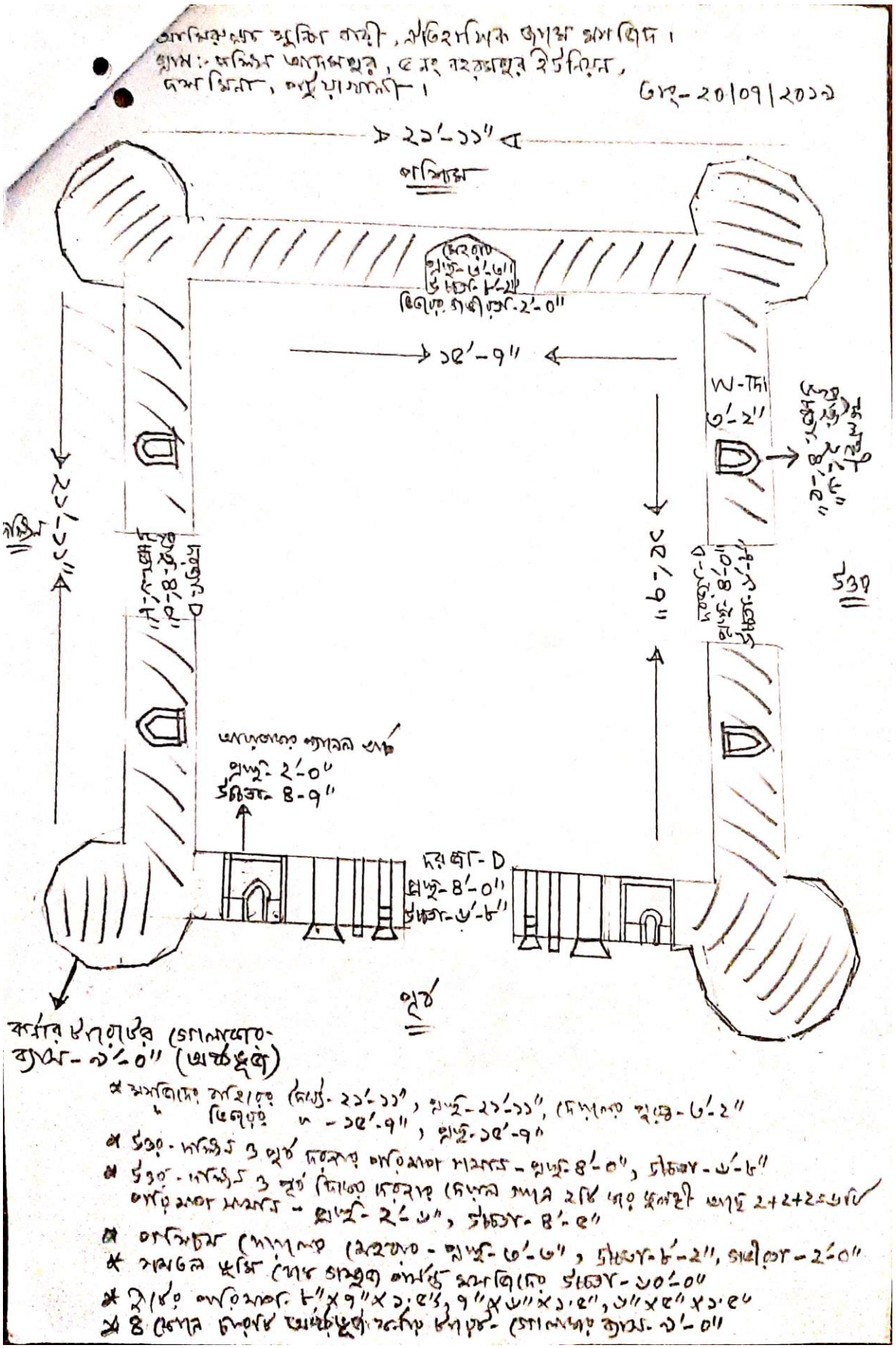

দক্ষিণ আদমপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ
বহরমপুর, দশমিনা, পটুয়াখালী তাং- ১৯/০৭/২০১৯

* দৈর্ঘ্য-(বাহিরে) ১৮'-৮", প্রস্থ- ১৮'-৮"
* দৈর্ঘ্য- (ভিতরে) ১৪'-০", প্রস্থ- ১৪'-০"
* দেয়ালের পুরুত্ব - ২'-১০"
* দরজা ১টি, প্রস্থ- ২'-১০", উচ্চতা- ৬'-৬"
* জানালা ২টি - প্রস্থ- ২'-৪", উচ্চতা- ৩'-০"
* কর্নার টারেট - ৪টি । গোলাকার- দেয়ালের ব্যাস- ৩'-০" (সিমেন্ট প্লাস্টার করা)
* ইটের গাঁথুনির উপর সম্পূর্ণ ২য় বার (চুন সুরকির সিমেন্ট প্লাস্টার করা।

মোল্লা আমজাদ হোসেন
01776768393

জগদেব আর্য্য বাড়ী সংলগ্ন ঢিবি (কথিত মঠ নামে পরিচিত)
গ্রাম- দক্ষিণ আদমপুর, ইউ: বড়হরিশপুর, দক্ষিণ
কাপুড়িয়াপাড়া।

১৯/০৭/২০১৯

দক্ষিণ

উঃ

আমিনা আল্লারাখা বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ [illegible], পালুটিয়া [illegible]

পরিমাপ   তাং- ১৬/০৭/২০১৯

* বাইরের দৈর্ঘ্য- ১৮'-৬", প্রস্থ- ১৮'-৬"
* ভিতরের দৈর্ঘ্য- ১২'-১০", প্রস্থ- ১২'-১০"
* দেওয়ালের পুরুত্ব- ২'-১০"
* প্রধান দরজা (পূর্ব) প্রস্থ- ৩'-৩", উচ্চতা- ৬'-৪"
* দরজা (উত্তর) প্রস্থ- ২'-৫", উচ্চতা- ৬'-০"
* পশ্চিম দেওয়ালের মেহরাবের উচ্চতা- ৫'-৬", প্রস্থ- ২'-৬"
* চার কোণার গোলাকার ব্যাস- ৪'-০"
* চার কোণের [illegible] উচ্চতা- ৪'-৩", প্রস্থ- ২'-১০"
* ভিতরের দেওয়ালের [illegible] প্রস্থ- ১'-৪", উচ্চতা- ৩'-০"
* মসজিদের [illegible]

দুমকি উপজেলা

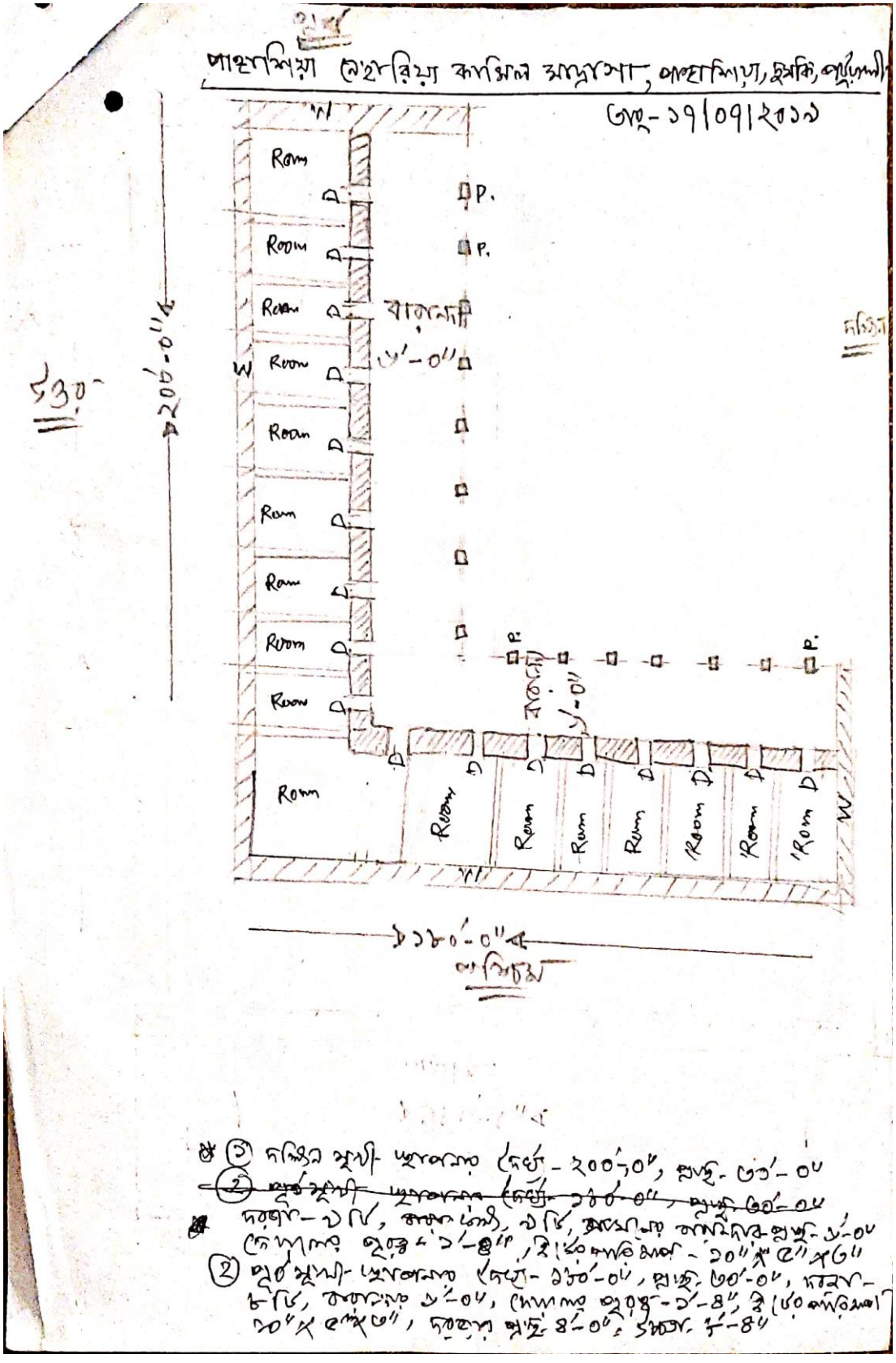

রূপসী তালুকদার বাড়ী প্রাচীন মঠ
চর গৌরজমী, মুরাদিয়া, দুমকি, পটুয়াখালী

তাং- ১৭/০৭/২০১৯

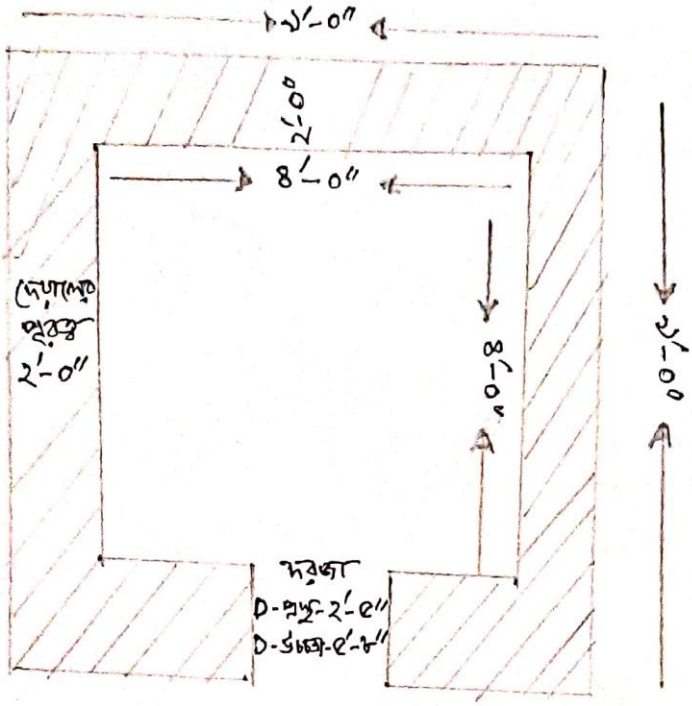

* মঠের উচ্চতা- প্রায় - ২০'-০", দৈর্ঘ্য- ৮'-০", প্রস্থ- ৮'-০" (বাহির)
* ভিতর দৈর্ঘ্য- ৪'-০", প্রস্থ- ৪'-০"
* দরজার উচ্চতা - ৫'-৮", প্রস্থ- ২'-৫"
* মঠটির একটি দরজা পশ্চিম দিকে

উত্তর- কাশিয়া মুসলিম কালি মন্দির
মুসলিম, পাঁচপাড়া—, ১৬/০৭/২০১৭

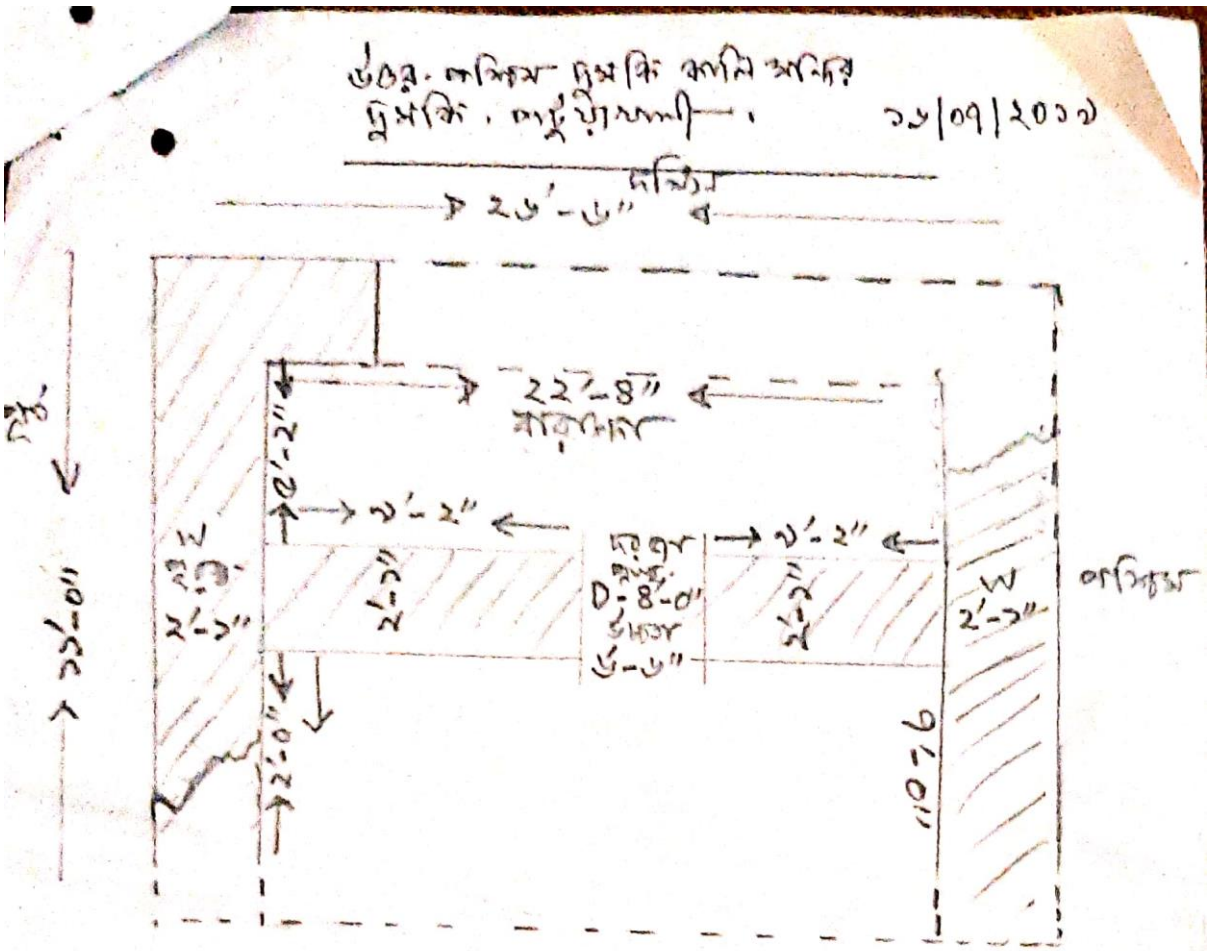

* দৈর্ঘ্য (বাহির) ২৬'-৬", প্রস্থ- ১১'-০"
* দৈর্ঘ্য- ভিতর- ২২'-৪"
* ইটের মাপ- ৭"×৩"×১.৫", ৮"×৫"×১.৫",

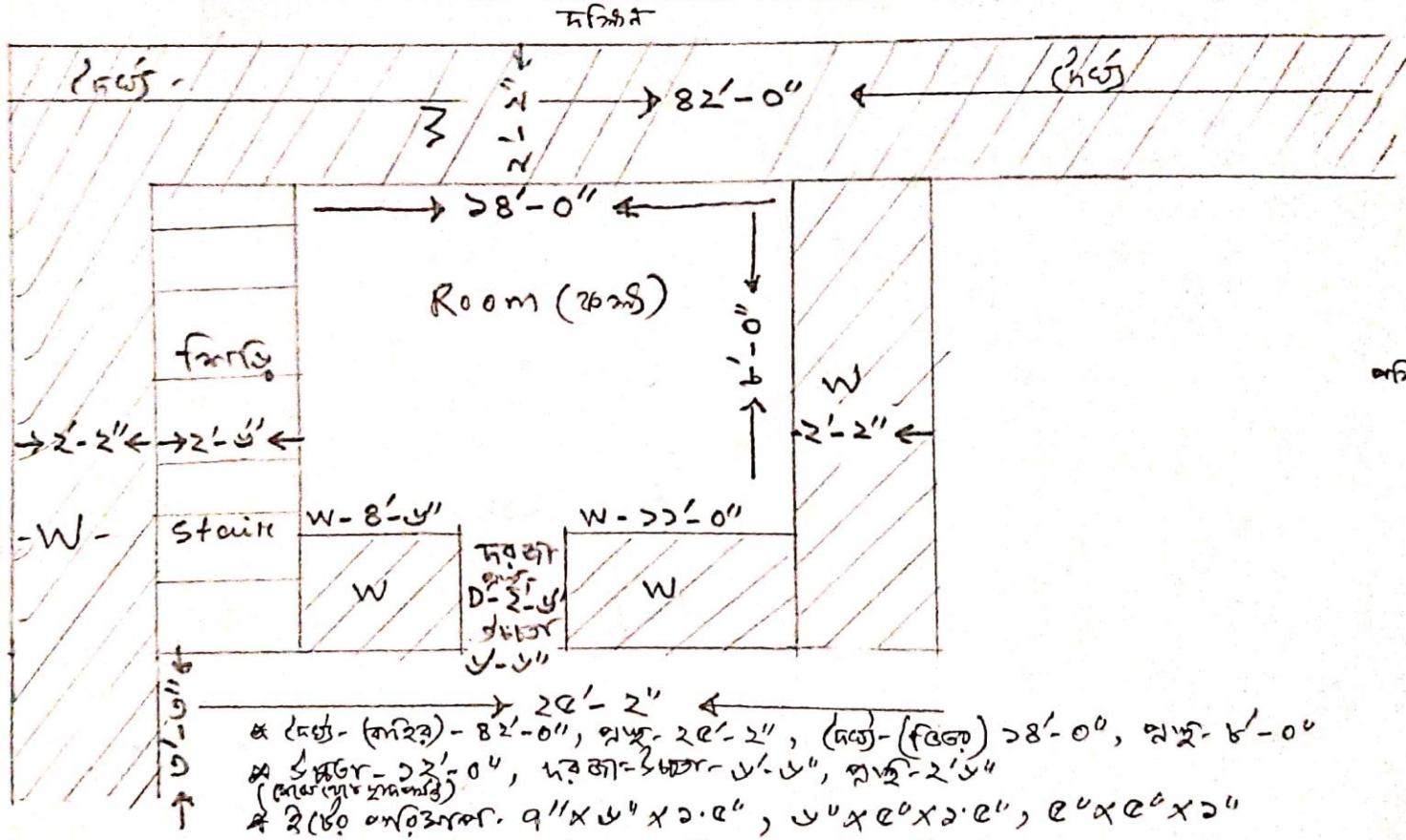

কার্তিক দাদা তালুকদার বাড়ী পুরাতন স্থাপনা, লেবুখালী, দুমকি, পটুয়াখালী।
দক্ষিণ
দৈর্ঘ্য
৪২'-০"
১৪'-০"
Room (কক্ষ)
সিঁড়ি
Stair
W
২৫'-২"
উত্তর
পূর্ব
পশ্চিম

WALL
WALL
Coad yaard
Missing
Missing
W-2'-2"
W
2'-2"

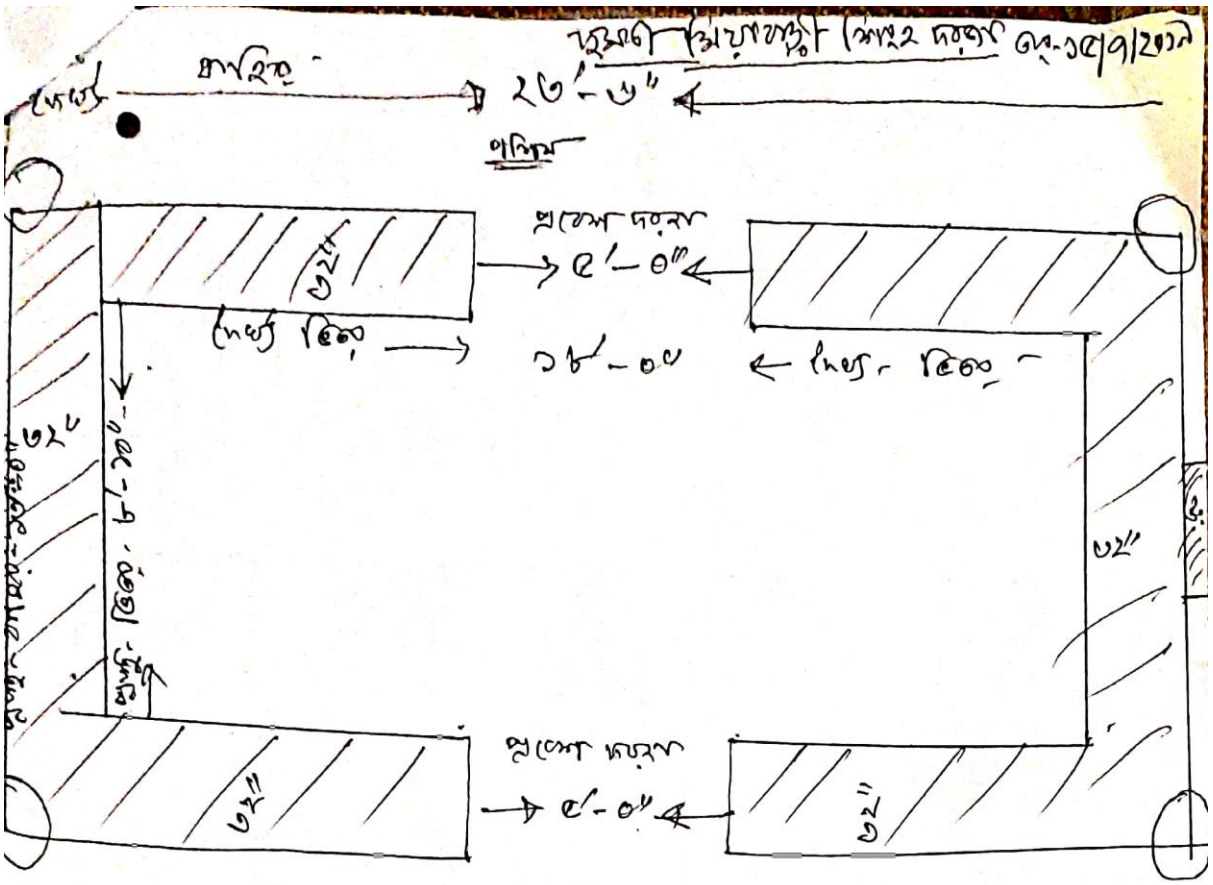

চুমকি মিয়াবাড়ী মন্দির দরগা তাং-১৫/৭/২০১৯

- চুমকি মিয়াবাড়ীর মোট মাপ দৈর্ঘ্য- আইহে ২৩'-৬", প্রস্থ- ১৩'-০"
- ভিতরের দৈর্ঘ্য- ১৮'-০", প্রস্থ- ৮'-১০"
- দেয়ালের প্রস্থ - ৩২"
- প্রবেশ দরজার প্রস্থ- ৫'-০"
- শিখর বা ছাদের চূড়া ও নিচের উচ্চতা- আনুমানিক ১২'-০"
- চার দিকে ৪ (চার) টি কোণ, সামান্য চিহ্ন রয়েছে।
- ইটের পরিমাপ- ৭"×৬"×১.৫", ৭"×৬.৫"×১.৫"

* উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মধ্যবর্তী স্থানে বৈশিষ্ট্য প্রাচীরের স্থাপত্যশৈলী পরিলক্ষিত হয়।

গলাচিপা উপজেলা

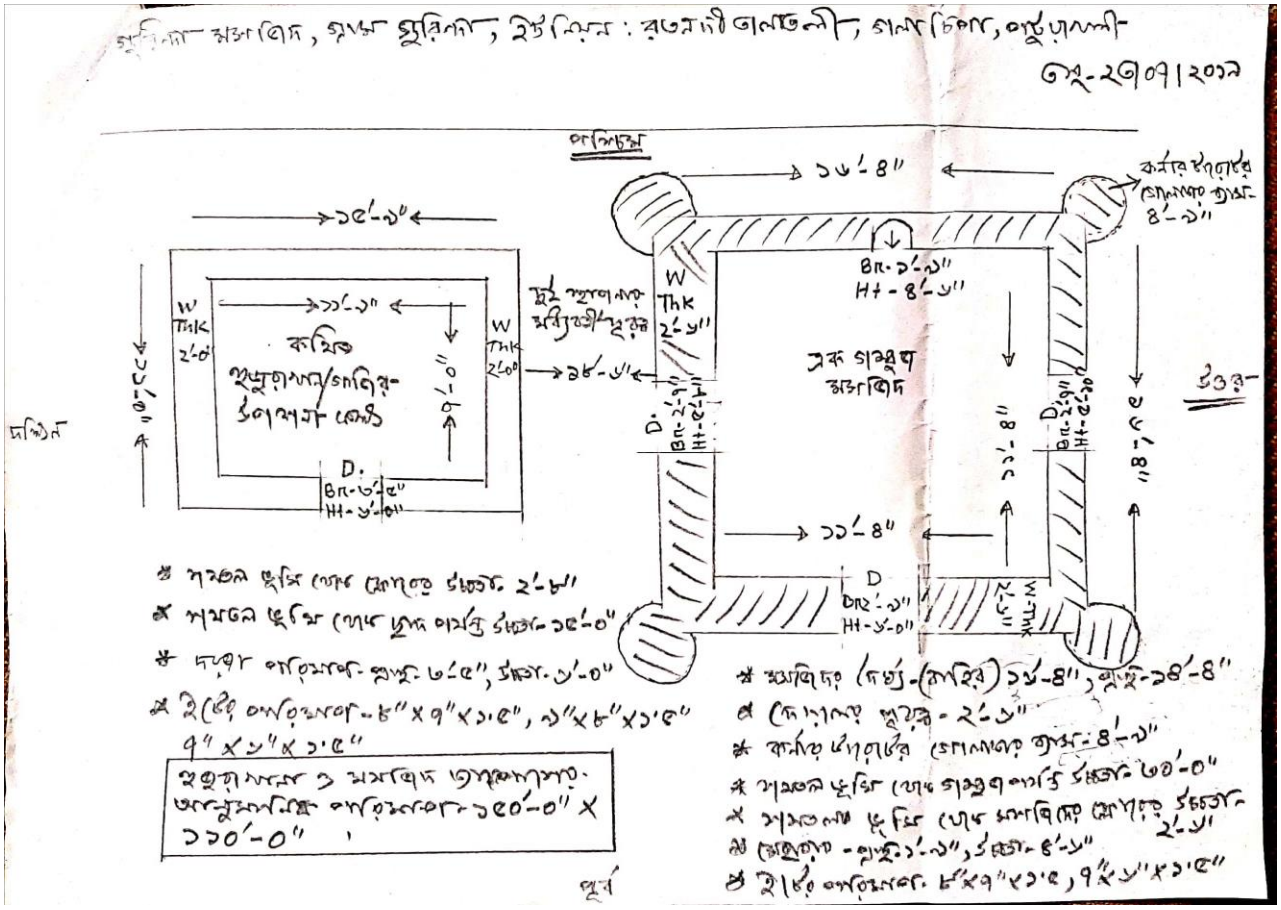

ক্ষেত্রসমীক্ষা: সুনির্মল ভারতী মঠ, (নিত্য গোপাল মঠ) গ্রাম: রাজনগর জলপাই,
চালচিরা, আলিপুরদুয়ার।

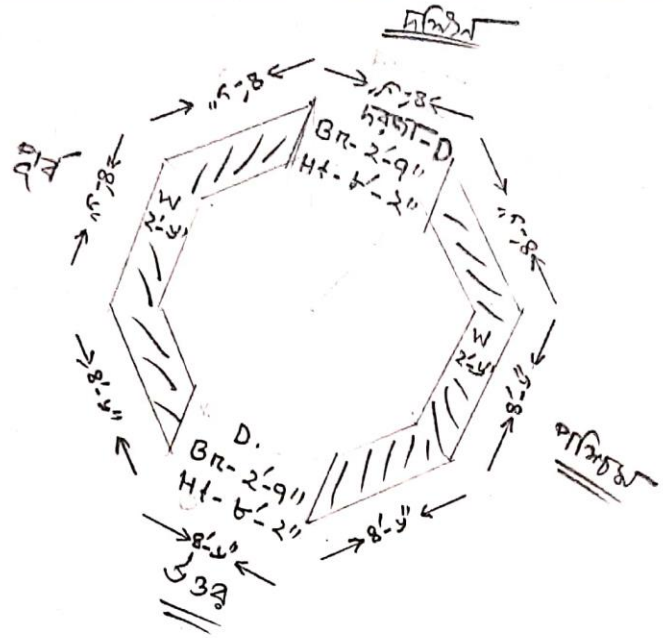

২৫/০৭/২০১৯

---

* আচ্ছাদিত মঠটির বহির্ভাগের মাপ- ৩৬'-৮''
(৮ (আট)টি বাহু প্রতিটি বাহুর পরিমাপ- ৪'-৬'' × ৮ = ৩৬'-৮'')

* সমতল ভূমি থেকে মঠটির উচ্চতা- ৫১'-০''
(নীচ থেকে উপরে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উঠেছে)

* ইটের পরিমাপ- ৭''×৬''×১.৫'', ৬''×৫''×১.৫''

* দেওয়ালের পুরুত্ব- ২'-৬''

* দরজা ২টির পরিমাপ সমান প্রস্থ- ২'-৭'', উচ্চতা-৮'-২''

সত্য নারায়ন ভূঁইঞার পুরাতন বাড়ী ও মন্দির। গ্রাম- জয়পালী, ইউনিয়ন জাহেরা, থানা চিলমারী, পটুয়াখালী।

তাং- ২৩/০৭/২০১৯

* সব গুলো দরজার আয়তন প্রায় সমান- প্রস্থ- ২'-৬", উচ্চতা- ৬'-০"
* সমতল ভূমি থেকে উচ্চতা ৪'-৪" উচ্চতায়
* ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে ২য় তলা।
* ইটের আয়তন- ১০"×৪"×২"

১০০'-০"
পূর্ব
পশ্চিম
উত্তর
দক্ষিণ
বেষ্টনী প্রাচীর
কালি মন্দির।
শিব মন্দির।
নাট মন্দির।
W Thk
D.
২২'-৮"
২০'-২"
১১'-৬"
১৩'-৫"
১০'-৮"
৬'-৮"
৬৮'-০"
৩৪'-০"
২৬'-৯"
২৭'-৯"
৮'-০"
২'-০"
৮'-৮"
৫০'-০"

তোফা আলী বক্স তালুকদার বাড়ী, ইউনিয়ন: তোফা আলী
চালাকিদার, পটুয়াখালী। তাং- ২৫/০৭/২০২২

দক্ষিণ

উত্তর:

* দৈর্ঘ্য- ৪৬'-৪", প্রস্থ- ২৬'-৯"
* দেয়াল পুরুত্ব- ২'-০"
* ইটের পরিমাপ- ১০"×৪"×৩"
* দক্ষিণের কামরায় ছিল দরজা ও সিঁড়িঘর।
* দ্বিতল বাড়ী—

শ্রী শ্রী জয় কালি মন্দির, গ্রাম- কলাগাছিয়া কালিবাড়ী
ইউনিয়ন: কলাগাছিয়া, গলাচিপা, পটুয়াখালী
তাং- ২৬/০৭/২০১৯

* ইটের পরিমাপ- ১০"×৪"×৩"

কল্যাণ কলসা ৩নং ওয়ার্ড [illegible], গ্রাম- কল্যাণ কলসা
ইউনিয়ন : কলাগাছিয়া, গলাচিপা, পটুয়াখালী

তাং- ২৬/০৭/২০১৯

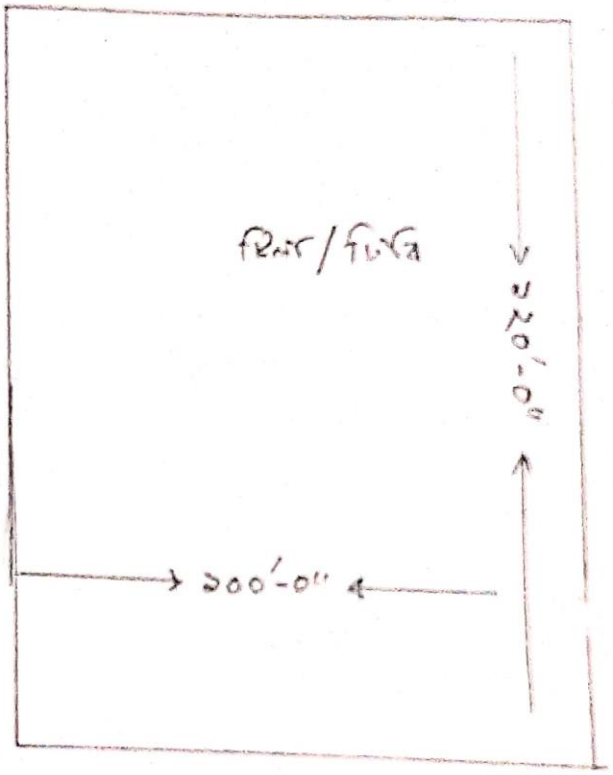

* ১৯৭২ সালে [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) ঘূর্ণিঝড় সেন্টার শেল্টার হিসেবে নির্মাণ করেন।

* সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা (বর্তমান) ১৪'-০"

* দৈর্ঘ্য- ১২০'-০", প্রস্থ- ১০০'-০"

হেমন্ত আশালী বাড়ী, গ্রাম- চাঁদ গাঁ, ইউনিয়ন- কামারপাড়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম—
তাং. ২৭/০৭/২০১৯

দক্ষিণ

* দৈর্ঘ্য- ৩৪'-৫", প্রস্থ- ১৬'-৬" দেয়ালের পুরুত্ব
১'-৮"
* ইটের আকার ১০"×৫"×৩"

অনুসন্ধানকারী দল- শিব মন্দির (ছোট আকৃতির মন্দির) অবস্থান- গ্রাম- মুন্সীপাড়া, ২নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন- ..., জেলা ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ।
তাং- ২৭/০৭/২০১৯

* মন্দিরটির দৈর্ঘ্য- ২১'-৫", প্রস্থ- ১৮'-৮", দেয়ালের পুরুত্ব - ২'-২"
* উচ্চতা- আনুমানিক ২০'-০"
* মন্দিরটি বিনষ্ট অবস্থায় সংস্কারের ও অর্থের অভাবে বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

নমুনা বাড়ী সুশান্ত মজুমদার, গ্রাম – উত্তর হাওলা,
ইউনিয়ন কালবাড়ি, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

তাং- ২৭/০৭/২০১৯

বিবরণ

- সমতল ভূমি হতে ঘরের উচ্চতা - ১২'-০"
- ১০"×৫"×২" ইটের গাঁথুনি
- দৈর্ঘ্য (বাহির) - ৬৬'-৯", প্রস্থ - ২৮'-৬"
  দেয়ালের পুরুত্ব - ১'-১০"

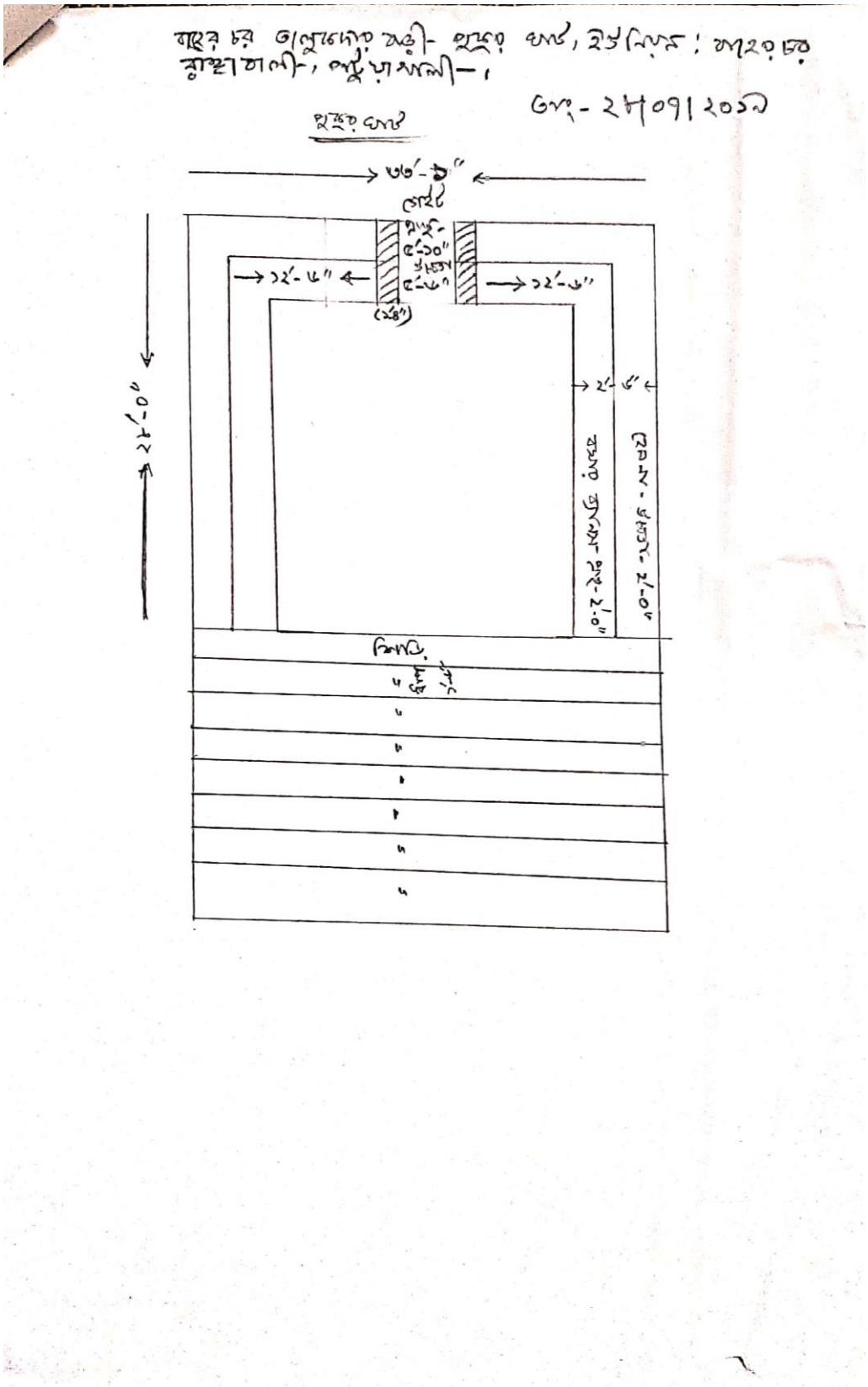

পূর্ব
দালান বাড়ী
W-THK 2'-0"
W-THK 2'-0"
D
পশ্চিম

[illegible] মসজিদ, ঠিকানা:
হযরত আলী, ইউনিয়ন - [illegible]।

তাং- ২১/০৭/২০১৯

নকশা

* মসজিদের উচ্চতা- সমতল ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত- ১২'-০"
* ইটের পরিমাপ- ১০" x ৫" x ২"